NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

EKDIN

একদিন

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

২ রাস্তা সংস্কারের দাবিতে নৈহাটির বড়া মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ

সাঁতরাগাছি সর্বজনীনের ৯৮ বছরের সূচনায় রাজ্যপাল ২

কলকাতা ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫ ১১ আশ্বিন ১৪৩২ শনিবার উনবিংশ বর্ষ ১০৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 27.09.2025, Vol.19, Issue No. 109, 8 Pages, Price 3.00

পার্থর সব মামলায় জামিন, তবু প্রশ্নে জেলমুক্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতা হাইকোর্টে শুক্রবার শর্তসাপেক্ষে জামিন পেলেন প্রাথমিক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় সিবিআই-এর হাতে ধৃত পার্থ চট্টোপাধ্যায়। এদিন বিচারপতি শুভ্রা ঘোষ তাঁর জামিনের আবেদন মঞ্জুর করেন। যদিও রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর জামিনের বেশ কিছু শর্ত বেঁধে দিয়েছে আদালত। এই প্রসঙ্গে তাঁর আইনজীবীরা এদিন জানান, নিয়োগ দুর্নীতির সমস্ত মামলায় জামিন পেলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

যদিও তাতে এখনই জেলমুক্তি হবে কি না, তা নিয়ে সন্দিহান আইনজীবী মহলের একাংশ। কারণ, নিয়োগ দুর্নীতির অন্য একটি মামলায় পার্থ চট্টোপাধ্যায়কে সুপ্রিম কোর্ট জামিন দিলেও বিচারপ্রক্রিয়া নিয়ে সময়সীমা বেঁধে দিয়েছে। উল্লেখ্য, গত ১৮ অগস্টের রায়ে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, একমাসের মধ্যে এই মামলায় চার্জ গঠন এবং দুই মাসের মধ্যে সাক্ষ্যগ্রহণ সম্পন্ন করতে হবে। আইনজীবীদের একাংশের দাবি, এর পরেই জেলমুক্তি হবে প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রীর। ফলে সেই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হতে এখনও কিছুটা সময় লাগবে বলে মনে করছেন তাঁরা।

এদিকে আদালত সূত্রে খবর, হাইকোর্ট পার্থর জামিনের শর্ত হিসেবে জানিয়েছে, বিচার শেষ না-হওয়া পর্যন্ত তিনি সরকারি কোনও পদে থাকতে পারবেন না। তবে জনপ্রতিনিধি হিসেবে নিজের এলাকায় কাজ করতে পারবেন। একইসঙ্গে এ-ও বলা হয়েছে, তাঁকে নিজের পাসপোর্ট জমা রাখতে হবে। এছাড়াও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তদন্তকারী আধিকারিকের সঙ্গে মাসে একবার দেখা করতে হবে। সঙ্গে এ-ও বলা হয়েছে, নিম্ন আদালতের এলাকা ছাড়তে পারবেন না তিনি।

এদিন পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের খবর বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'পার্থকে যেখানে দেখবেন, 'চোর চোর' বলে তাড়াবেন। জনগণ সর্বশক্তিমান, আইন তৈরি হয় জনগণের জন্য। জনগণ জানে, আট থেকে আশি, পার্থ একটা স্ট্যাম্প চোর। পার্থকে যেখানে দেখবেন, বলবেন, 'অর্পিতার বর যাচ্ছে', আর 'চোর চোর' করবেন।'

> মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছি, নির্বাচনের পর বাংলায় এমন একটি সরকার আসুক, যেটি সোনার বাংলার নির্মাণ করতে পারে। আমাদের বাংলা পুনরায় সুরক্ষিত, সমৃদ্ধ, শান্ত, সুজলা-সুফলা হোক। এখানে কবিগুরুর কল্পনার বাংলা গড়তে পারি। বাংলার বিকাশের মাধ্যমে বিকশিত ভারতের স্বপ্ন, যা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেখেছেন, তা যেন পূর্ণ হয়।
>
> — অমিত শাহ, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

দুর্গাপুজোর শুভেচ্ছায় সোনার বাংলার স্বপ্ন জাগালেন অমিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের দুর্গাপুজোর মঞ্চ থেকেই ফের বাংলার ভবিষ্যৎ নিয়ে আশাবাদী বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনের মধ্য দিয়ে তিনি বলেন, 'সবার প্রথমে আমি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের জনতা এবং দেশের জনগণকে দুর্গাপুজোর শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাই। আমাদের এই নবরাত্রিতে পুজো মহোৎসব শুধু পশ্চিমবঙ্গ বা ভারতেই নয়, সমগ্র বিশ্বে প্রসিদ্ধ। বাংলার এই মহান পরম্পরাকে সমগ্র বিশ্ব স্বীকার করেছে, দেখেছে। ৯ দিন পশ্চিমবঙ্গের নাগরিকরা শক্তি আরাধনায় নিজেদের সমর্পিত করেন। এই কয়েকদিন বাংলার জন্য অত্যন্ত মাহাত্ম্যপূর্ণ। আমি এই প্যান্ডেলে কিছুক্ষণ আগেই মায়ের পুজো করেছি। মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছি, নির্বাচনের পর বাংলায় এমন একটি সরকার আসুক, যেটি সোনার বাংলার নির্মাণ করতে পারে। আমাদের বাংলা পুনরায় সুরক্ষিত, সমৃদ্ধ, শান্ত, সুজলা-সুফলা হোক। এখানে কবিগুরুর কল্পনার বাংলা গড়তে পারি।' সাম্প্রতিক ভারী বর্ষণে প্রাণহানির প্রসঙ্গেও শোকপ্রকাশ করেন শাহ। বলেন, 'দশ জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছে। আমি তাঁদের পরিবারকে সমবেদনা জানাই, শ্রদ্ধাঞ্জলি দিচ্ছি। এই পুজো শুভের দিকে নিয়ে যাক। বাংলার বিকাশের মাধ্যমে বিকশিত ভারতের স্বপ্ন, যা প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী দেখেছেন, তা যেন পূর্ণ হয়। বাংলার মানুষকে দুর্গাপুজোর শুভেচ্ছা জানাই। নমস্কার।'

শুক্রবার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজোমণ্ডপে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

উল্লেখ্য, চতুর্থীর সকাল থেকেই ব্যস্ত সময় কাটিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। বৃহস্পতিবার রাতে কলকাতায় এসে নিউটাউনের একটি পাঁচতারা হোটেলে ওঠেন তিনি। সেখানেই রাত্রিবাসের পাশাপাশি সকালে রাজ্যের বিজেপি নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করেন। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বাংলার কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এর পর সকাল ১১টা নাগাদ হোটেল থেকে বেরিয়ে তিনি প্রথমে পৌঁছন বিধাননগরের ইজেডসিসি-তে। সেখানে বিজেপির উদ্যোগে আয়োজিত পুজোর উদ্বোধন করেন তিনি। উদ্বোধন শেষে অমিত শাহ রওনা দেন সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার বা লেবুতলা পার্কের উদ্দেশে, যেখানে বিজেপি নেতা তথা কাউন্সিলর সজল ঘোষের উদ্যোগে দুর্গাপুজোর আয়োজন হয়েছে।

বিদ্যাসাগর-কালীঘাটে তুঙ্গে তরজা রাজনীতির

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তীতে তাঁকে স্মরণ করে আবেগঘন বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। শুক্রবার এক্স হ্যান্ডলে তিনি লেখেন, 'আজ মহান শিক্ষাবিদ এবং সমাজ সংস্কারক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জন্মজয়ন্তী। তিনি কেবলমাত্র বাংলা নয়, বরং সারা দেশ যখন পরাধীন ছিল, তখন শিক্ষার জন্য যা করেছিলেন, তা কেউ ভুলতে পারবেন না। বাংলা ভাষা, সংস্কৃতি, ব্যাকরণ তথা মহিলাদের শিক্ষার জন্য তিনি নিজের সমগ্র জীবন সমর্পিত করেছেন। আমি হৃদয় দিয়ে নিজের তথা ভারতীয় জনতা পার্টির তরফ থেকে তাঁর চরণে প্রণাম জানাই।'

শাহের এই বার্তার প্রেক্ষিতে তাঁকে কটাক্ষ শানান তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনের প্রচারে বিজেপির রোড শো চলাকালীন সময়ে বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙার ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে অভিষেক বলেন, 'অমিত শাহের বিদ্যাসাগরের মূর্তির নীচে দাঁড়িয়ে ক্ষমা চাওয়া উচিত। ওঁরা বরাবরই বাংলা বিরোধী। বাংলার বিরোধিতা করেই টিকে আছে বিজেপি।' অভিষেকের অভিযোগ, অমিত শাহ শুক্রবার কলকাতায় একাধিক পুজো উদ্বোধন করলেও, বিদ্যাসাগরের জন্মজয়ন্তীতে তাঁর মূর্তির সামনে গিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর প্রয়োজন মনে করেননি। তিনি বলেন, 'আমি শুনলাম ওঁরা এখান থেকে ১০ মিনিট দূরে পুজো উদ্বোধন করলেন। অথচ বিদ্যাসাগরের মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধা জানানোই হল না। আসলে এটাই বিজেপির মানসিকতা।' অর্থাৎ, অতীতের বিতর্কিত ঘটনার আবহেই এবারের বিদ্যাসাগর স্মরণ ঘিরেও ফের রাজনৈতিক তরজা দেখল রাজ্য।

এদিন রাজনীতি অবশ্য উত্তপ্ত হয়েছে কালীঘাটে অমিত শাহকে ঘিরে স্লোগান এবং তাঁর পোস্টার উধাও হওয়াকে ঘিরেও। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ কালীঘাট কালীমন্দিরে যখন পুজো দিতে আসেন, তখন মন্দিরে ঢোকার আগে ও পরে শৃঙ্খলাবদ্ধ পুলিশি নিরাপত্তার মধ্যেই হঠাৎই ভেসে ওঠে 'জয় বাংলা' স্লোগান। উপস্থিত বিজেপি সমর্থকরা অভিযোগ করেন, স্লোগান তোলার পর যাঁরা এটা করেছেন তাঁরা মুহূর্তেই ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে যান।

এতেই শেষ নয়। বিজেপির অভিযোগ, আগের রাতে মন্দির সংলগ্ন রাস্তায় যে স্বাগত ব্যানার-পোস্টার লাগানো হয়েছিল, সকালে তার কিছুই দেখা যায়নি।

বৃষ্টি-অসুরের চোখরাঙানি

নিজস্ব প্রতিবেদন: বৃষ্টি নিয়ে অশনি সংকেত শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। তারা জানিয়েছে, মধ্য বঙ্গোপসাগরে যে নিম্নচাপ তৈরি হয়েছে, তা শুক্রবারই উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে গভীর নিম্নচাপে পরিণত হবে। এরপর এটি দক্ষিণ ওড়িশা ও অন্ধ্রপ্রদেশ উপকূলে স্থলভাগে প্রবেশ করবে শনিবার। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফে জানানো হয়েছে, শনিবার পঞ্চমীর দিন দক্ষিণবঙ্গে ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস চার জেলায়। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর এবং ঝাড়গ্রামে। কলকাতা-সহ বাকি সব জেলাতেই মেঘলা আকাশ ও দফায় দফায় কয়েক পশলা হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সতর্কতা। সঙ্গে বজ্রপাতের আশঙ্কা। উত্তরবঙ্গে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার ও কোচবিহারে ভারী বৃষ্টির আশঙ্কা। দার্জিলিং-সহ বাকি জেলাতেও মেঘলা আকাশ ও বৃষ্টির সম্ভাবনা।

তবে ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা নেই। বৃষ্টি ক্রমশ কমবে। রৌদ্রোজ্জ্বল আবহাওয়া থাকবে। আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি বাড়বে। স্থানীয়ভাবে বজ্রগর্ভ মেঘ থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। তবে অষ্টমীতে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হবে বঙ্গোপসাগরে। অষ্টমী থেকে নবমীতে ফের ঘনীভূত হবে নিম্নচাপ। নবমীর রাত থেকে দশমী ভারী বৃষ্টিতে ভাসবে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের সাত জেলা।

জাতীয় নিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তার লাদাখের 'র‍্যাঞ্চো'

লেহ, ২৬ সেপ্টেম্বর: লাদাখে অশান্তি এবং প্রাণহানির ঘটনার তিন দিনের মাথায় ইঞ্জিনিয়র, গবেষক তথা সমাজকর্মী সোনম ওয়াংচুককে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। তাঁর বিরুদ্ধে জাতীয় নিরাপত্তা আইনে মামলা রুজু হয়েছে বলে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসন জানিয়েছে। লাদাখ পুলিশের ডিজি এসডি সিংহ জামওয়ালের নেতৃত্বে পুলিশবাহিনী দুপুর আড়াইটায় ওয়াংচুককে তাঁর লেহর বাড়ি থেকে গ্রেপ্তার করে। বিদেশি অনুদান নিয়ন্ত্রণ আইন (ফরেন কনট্রিবিউশন রেগুলেশন অ্যাক্ট বা এফসিআরএ) লঙ্ঘনের অভিযোগে পদক্ষেপ করেছিল অমিত শাহের মন্ত্রক। সোনমের সংস্থা 'স্টুডেন্টস এডুকেশনাল অ্যান্ড কালচারাল মুভমেন্ট অফ লাদাখ' (এসইসিএমওএল) - এর এফসিআরএ লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছিল। এবার সরাসরি রাষ্ট্রীয় সুরক্ষার মতো স্পর্শকাতর অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল তাঁকে।

প্রসঙ্গত, লাদাখকে সংবিধানের ষষ্ঠ তপশিলের অন্তর্ভুক্ত করা এবং পূর্ণাঙ্গ রাজ্যের মর্যাদা দেওয়ার দাবিতে বুধবার লাদাখের রাজধানী লেহ শহরে বিক্ষোভে নেমেছিলেন কয়েক হাজার তরুণ-তরুণী। অভিযোগ, বিক্ষোভ চলাকালীনই লেহ-তে বিজেপির পার্টি অফিসে আগুন ধরিয়ে দেন বিক্ষোভকারীরা। শুধু তাই নয়, পার্টি অফিসের সামনে থাকা একটি পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগানো হয়।

বুধ থেকে ওষুধেও ট্রাম্প-শুল্ক

ওয়াশিংটন, ২৬ সেপ্টেম্বর: এবার ওষুধের উপরও শুল্ক আরোপ করতে চলেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আগামী বুধবার (১ অক্টোবর) থেকে আমেরিকায় আমদানি হওয়া সমস্ত ওষুধের উপর ১০০ শতাংশ শুল্ক কার্যকর হবে। তবে ট্রাম্প জানিয়েছেন, ওষুধ প্রস্তুতকারী বা বিপণনকারী সংস্থা যদি আমেরিকায় কারখানা তৈরি করে, তবে কোনও শুল্ক দিতে হবে না।

বৃহস্পতিবার ট্রাম্প সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে লেখেন, '২০২৫ সালের ১ অক্টোবর থেকে আমরা যে কোনও সংস্থার ওষুধের উপর ১০০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করব। তবে যদি কোনও সংস্থা তাদের উৎপাদন কেন্দ্র আমেরিকায় তৈরি করে, তা হলে আলাদা কথা।' শর্তটির ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি জানান, কারখানাটি নির্মীয়মাণ হলে কিংবা শিলান্যাস করা অবস্থায় থাকলেও চলবে। অনেকেই মনে করছেন, এই কথা বলে প্রকারান্তরে বিশ্বের ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির উপর চাপ সৃষ্টি করলেন ট্রাম্প। বার্তা দিলেন যে, আমেরিকায় কারখানা গড়ার জন্য নিদেনপক্ষে প্রাথমিক কাজ শুরু করলেও, ১০০ শতাংশ আমদানি শুল্ক এড়াতে পারবে তারা।

ভারতের ওষুধ প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলির কাছে ব্যবসায়িক কারণেই আমেরিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি দেশ। ২০২৪ সালে মার্কিন মুলুকে ৩১,৬২৬ কোটি টাকার ওষুধ রপ্তানি করেছিল ভারতের ওষুধ প্রস্তুতকারক সংস্থাগুলি। ২০২৫-এর প্রথম ছ'মাসেই রপ্তানি করা ওষুধের অর্থমূল্য ৩২,৫০৫ কোটি টাকা। ট্রাম্পের ঘোষণার ফলে আমেরিকার সম্ভাবনাময় বাজার ভারতীয় সংস্থাগুলির হাতছাড়া হতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

সমাজমাধ্যমে অপর একটি পোস্টে ট্রাম্প জানিয়েছেন, রান্নাঘরের বিবিধ সামগ্রী এবং স্নানঘরের প্রসাধনী সামগ্রীর উপর ৫০ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ করা হচ্ছে। ঘর সাজানোর আসবাবের উপর চাপছে ৩০ শতাংশ শুল্ক। নয়া শুল্কহার কার্যকর হবে আগামী বুধবার থেকেই।

চির অবসরে মিগ-২১

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর: এ যেন ভারতের যুদ্ধ অভিযানে এক যুগের সমাপ্তি। এবার থেকে তাকে আর দেখা যাবে না আকাশপথে। ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার ভারতের অস্ত্রভাণ্ডারে যোগ হয়েছিল রাশিয়ার মিগ-২১। শুক্রবার ২৬ সেপ্টেম্বর চণ্ডীগড়ের বিমানঘাঁটিতে এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সেই অভিযানের সমাপ্তি ঘোষণা হল।

প্রায় ৬ দশক ধরে আকাশে রাজত্ব করার পর শুক্রবার পথ চলা শেষ হল ভারতীয় যুদ্ধবিমান মিগ-২১-এর। ভারতীয় বায়ুসেনার সাফল্যের নেপথ্যে এই যুদ্ধবিমানের বড় অবদান রয়েছে। সাফল্যের সঙ্গে শত্রুপক্ষের মোকাবিলা করেছে মিগ-২১। এবার বৃদ্ধ হয়ে অবসরে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ থেকে বালাকোট অপারেশনের সাক্ষী এই যুদ্ধবিমান। শুক্রবার থেকে সরকারিভাবে মিগের কার্যকাল শেষ হল। চণ্ডীগড়ে আয়োজিত বিদায় অনুষ্ঠানে গ্যান স্যালুটে কুর্নিশ জানানো হয় লড়াকু এই যুদ্ধবিমানকে। উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং, চিফ অফ ডিফেন্স স্টাফ অনিল চৌহান প্রমুখ। মিগের বিদায়বেলায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং আবেগঘন বার্তায় বলেন, স্রেফ দেশের শক্তি নয়, মিগ ছিল ভারত-রাশিয়া সম্পর্কে গভীরতার প্রমাণ। মিগ-২১-এর এই বিদায় ভারতীয় বায়ুসেনার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

ভারতীয় বায়ুসেনার কাছে ৯০০টি মিগ-২১ ছিল। যার মধ্যে ৬৬০টি ভারতেনির্মিত। দশকের পর দশক ধরে এই যুদ্ধবিমানগুলিই দেশরক্ষার কাজ করেছে। বিভিন্ন সময়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে মোট ৮৭৪টি মিগ-২১ কিনেছে ভারত। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধে গুরুত্ব ভূমিকা ছিল এই মিগ-২১ যুদ্ধবিমানের। বালাকোটে আকাশপথে হামলা চালানোর ক্ষেত্রেও শামিল হয় মিগ-২১। তবে শেষের দিকে 'উড়ন্ত কফিন' নামে চিহ্নিত হয় এই যুদ্ধবিমান। পরিসংখ্যান বলছে, গত ৬০ বছরে ভারতীয় বায়ুসেনার প্রায় ৪০০টি মিগ-২১ দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে। যাতে মৃত্যু হয়েছে ভারতীয় বায়ুসেনার প্রায় ২০০ জন পাইলটের। ৬০ জনের বেশি সাধারণ নাগরিকেরও প্রাণ গিয়েছে। শেষ পর্যন্ত শুক্রবার অবসরে পাঠানো হল সেই মিগ-২১কে। জমজমাট এয়ার শো'র আয়োজন করা হয় যুদ্ধবিমানকে বিদায় জানাতে। বায়ুসেনা আধিকারিক ছাড়াও মহাকাশচারী শুভাংশু শুক্লা হাজির ছিলেন বিদায় সংবর্ধনায়।

মিগকে বিদায় জানানোর দিনে পুরনো স্মৃতি ফিরে দেখেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী। তাঁর কথায়, যখনই আমরা কোনও ঐতিহাসিক মিশনে গিয়েছি, তখনই তেরঙ্গার গৌরব আরও বাড়িয়ে তুলেছে মিগ।

> **আমার জীবনের একটা বড় অংশজুড়ে রয়েছে মিগ-২১। মিগ আমাকে অনেক কিছু শিখিয়েছে। প্রথমে আমি মিগ-২১-এর ক্যালিবার চালিয়েছি। তার পরে চালিয়েছি মিগ-২১ বাইসন। আমি বিভিন্ন স্কোয়াড্রনে কাজ করেছি। মিগ চালানোর অভিজ্ঞতা অসাধারণ। আমার জীবনের একটা বড় অংশ আমি এই বিমানের সঙ্গে কাটিয়েছি।**
>
> — শুভাংশু শুক্ল

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

আমি জাহিদ হাসান মন্ডল ২৩/৯/২৫ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আলিপুর কোর্টে এফিডেভিটে আমার পিতা Jasimuddin Mondal ও Jasim Mondal একই ব্যক্তি হইল।

নাম-পদবী

গত ১৮/০৭/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, চুঁচুড়া, হুগলী, কোর্টে ৬১৭৬ নং এফিডেভিট বলে আমি Rajendra Maji S/o. Anil Maji R/o. Gurbari, Gurap, Hooghly-712306 ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 1051 dt. 10/09/2010) আমার পুত্রের ও আমার সঠিক নাম Roni Maji S/o. Rajendra Maji-এর পরিবর্তে Roni Majhi S/o. Raju Majhi লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমার পুত্র ও আমি Roni Maji S/o. Rajendra Maji ও Roni Majhi S/o. Raju Majhi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

আমি ছেনেরা বিবি সেখ আমার জন্ম সার্টিফিকেটে নাম স্বরভানু বিবি আছে। ১৭/৯/২৫ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কৃষ্ণনগর কোর্টে এফিডেভিটে ছেনেরা বিবি সেখ ও স্বরভানু বিবি উভয়ে একই ব্যক্তি হলাম। আমার আসল নাম ছেনেরা বিবি সেখ। রসিদুল সেখ আমার পুত্র মাম্পি খাতুন আমার কন্যা বাঙ্গালঝি চাপড়া নদীয়ায়।

CHANGE OF NAME

I, **Pradip Kumar Nayak,** S/o Late Gour Hari Nayak, residing at Vill. & P.O.-Sitapur, P.S.-Daspur, Dist.-Paschim Medinipur, Pin-721154, W.B., hereby solemnly affirm and declare as follows: Pradip Kumar Nayak, S/o Late Gour Hari Nayak, and Pradip Nayak, S/o Late Gour Hari Nayak, is one and self same person as declared before date 25-09-2025, Memo No. 60/25.9.25, the Court of Executive Magistrate (1st Class), Ghatal, Paschim Medinipur, W.B.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public in general that my client Smt. Maya Rani Shaw, W/o Late Durga Prasad Shaw, has lost the original Deed No. I-01015/2013, and Deed No.I-08822/2011, registered at A.D.S.R., Naihati, relating to her landed property at Jethia, under Jethia Gram Panchayat. The deed was lost on 16.09.2025 and a General Diary has been lodged at Bizpur P.S., G.D. No. 1404/25 dated 23.09.2025. Any person finding the said deed is requested to return it to the undersigned within 10 (ten) days from the date of publication of this notice. Thereafter, no claim or objection in respect of the said property shall be entertained.

Mr.Dipak Prasad
Advocate, Barrackpore Court
Ph: 9836884680

NOTICE

"Notice is given to all that one Sri Ashta Das is the owner of ALL THAT land measuring 02 Decimal together with structure measuring 100 Sq.Ft. standing thereon comprised in Mouza – Duila, J.L. No. 35, appertaining to L.R. Khatian No. 1213 at present 9480, Under R.S. Dag No. 947, under L.R. Dag No. 959, P.S. Sankrail, within Duila Gram Panchayat, District–Howrah. Be it mentioned that Prior deed being No. 1666 for the year 1987 is misplaced from his custody. Any person having any knowledge, objection/claim please contact the undersigned at the earliest as advised.
Biman Kumar Das & Associates
Advocates 12/2, Old Post Office Street, Kolkata–700 001.Ph. 9830238836"

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large that my client M/s Shiv Shakti Engineering Works, having its Registered Office at 2, Bhuban Mohan Roy Road, Sakherbazar, Kolkata - 700008, has lost the original copies of the following registered Deeds of Conveyance:

Sr No.	Deed No.	Year of Registry	Registry Office	Area in Decimal
1	5225	1982	Janai	37.00
2	5037	1982	Seerampore	60.50

The above deeds have been misplaced / lost despite diligent search, and a General Diary (GD) has been lodged with Hare Street Police Station vide GD Entry No. 1552 dated 18.09.2025.
Any person, institution, or authority having any claim, objection, or interest whatsoever in respect of the said deeds or the property covered therein is hereby called upon to notify the same in writing to the undersigned within 15 (fifteen) days from the date of publication of this notice.
In the event no claim or objection is received within the stipulated time, my client shall proceed to apply for certified copies / duplicate deeds from the appropriate registering authority, and no claim shall be entertained thereafter.

GANESH MANNA,
Advocate
10, K.S ROY ROAD, 1ST FLOOR, ROOM NO.5, Kolkata-700 001.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large that my client M/s Dankuni Steel Associates, having its Registered Office at 2, Bhuban Mohan Roy Road, Sakherbazar, Kolkata - 700008, has lost the original copies of the following registered Deeds of Conveyance:

Sr No.	Deed No.	Year of Registry	Registry Office	Area in Decimal
1	4565	1982	Janai	41.00
2	4564	1982	Janai	62.00
3	0092	1982	Serampore	66.00
4	4971	1982	Janai	66.00
5	4972	1982	Janai	66.00
6	1241	1978	Serampore	146.00
7	3791	1982	Serampore	49.00
8	3792	1982	Serampore	48.50
9	4563	1982	Janai	35.00
10	5232	1982	Janai	54.00

The above deeds have been misplaced / lost despite diligent search, and a General Diary (GD) has been lodged with Hare Street Police Station vide GD Entry No. 1551 dated 18.09.2025.
Any person, institution, or authority having any claim, objection, or interest whatsoever in respect of the said deeds or the property covered therein is hereby called upon to notify the same in writing to the undersigned within 15 (fifteen) days from the date of publication of this notice.
In the event no claim or objection is received within the stipulated time, my client shall proceed to apply for certified copies / duplicate deeds from the appropriate registering authority, and no claim shall be entertained thereafter.

GANESH MANNA,
Advocate
10, K.S ROY ROAD, 1ST FLOOR, ROOM NO.5, Kolkata-700 001.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large that my client M/s Singh & Goel Industrial Estate, having its Registered Office at 2, Bhuban Mohan Roy Road, Sakherbazar, Kolkata-700008, has lost the original copies of the following registered Deeds of Conveyance:

Sr No.	Deed No.	Year of Registry	Registry Office	Area in Decimal
1	9030	1967	Serampore	112.00
2	5752	1982	Janai	112.00
3	4205	1982	Janai	30.50
4	4206	1982	Janai	30.50
5	4253	1982	Janai	30.00
6	4254	1982	Janai	85.00
7	3441	1982	Janai	16.50
8	3442	1982	Janai	16.50
9	3443	1982	Janai	16.50
10	3451	1982	Janai	16.50
11	3790	1982	Serampore	48.50

The above deeds have been misplaced / lost despite diligent search, and a General Diary (GD) has been lodged with Hare Street Police Station vide GD Entry No. 1553 dated 18.09.2025.
Any person, institution, or authority having any claim, objection, or interest whatsoever in respect of the said deeds or the property covered therein is hereby called upon to notify the same in writing to the undersigned within 15 (fifteen) days from the date of publication of this notice.
In the event no claim or objection is received within the stipulated time, my client shall proceed to apply for certified copies / duplicate deeds from the appropriate registering authority, and no claim shall be entertained thereafter.

GANESH MANNA,
Advocate
10, K.S ROY ROAD, 1ST FLOOR, ROOM NO.5, Kolkata-700 001.

PUBLIC NOTICE

Notice is hereby given to the public at large that my client M/s Dankuni Industrial Estate, having its Registered Office at 2, Bhuban Mohan Roy Road, Sakherbazar, Kolkata - 700008, has lost the original copies of the following registered Deeds of Conveyance:

Sr No.	Deed No.	Year of Registry	Registry Office	Area in Decimal
1	1776	1980	Serampore	37.00
2	3739	1982	Janai	37.00
3	5377	1982	Janai	36.60
4	5386	1982	Janai	36.60
5	5387	1982	Janai	36.60
6	5613	1982	Janai	37.00
7	6039	1982	Janai	05.00
8	5247	1982	Serampore	102.00
9	1241	1978	Serampore	146.00
10	0503	1983	Serampore	73.00
11	0504	1983	Serampore	73.00
12	4312	1974	Serampore	145.00
13	1900	1981	Serampore	79.00
14	1901	1981	Serampore	33.00
15	1902	1981	Serampore	33.00
16	0064	1983	Serampore	86.00
17	0077	1983	Serampore	33.00
18	1009	1983	Janai	145.00
19	1207	1971	Janai	121.00
20	2602	1981	Janai	20.00
21	5703	1982	Janai	20.00
22	5038	1982	Janai	60.50
23	5521	1982	Janai	66.00
24	5419	1982	Serampore	12.00
25	5226	1982	Janai	57.00
26	5467	1966	Serampore	76.00
27	5422	1982	Serampore	76.00
28	1746	1974	Serampore	66.00
29	2605	1980	Serampore	33.00
30	5335	1982	Janai	33.00
31	6001	1982	Janai	26.00
32	5553	1982	Janai	28.00
33	1572	1983	Janai	67.00

The above deeds have been misplaced / lost despite diligent search, and a General Diary (GD) has been lodged with Hare Street Police Station vide GD Entry No. 1550 dated 18.09.2025.
Any person, institution, or authority having any claim, objection, or interest whatsoever in respect of the said deeds or the property covered therein is hereby called upon to notify the same in writing to the undersigned within 15 (fifteen) days from the date of publication of this notice.
In the event no claim or objection is received within the stipulated time, my client shall proceed to apply for certified copies / duplicate deeds from the appropriate registering authority, and no claim shall be entertained thereafter.

GANESH MANNA,
Advocate
10, K.S ROY ROAD, 1ST FLOOR, ROOM NO.5, Kolkata-700 001.

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ২৭ শে সেপ্টেম্বর । ১০ ই আশ্বিন । শনি বার। শারদীয়া দুর্গোৎসব শুক্লা পঞ্চমী তিথি যুক্ত ষষ্ঠি তিথি। জন্মে বৃশ্চিক রাশি। অষ্টোত্তরী শনি ও বিংশত্তরী শনি মহাদশা কাল। মৃতে এক পাদদোষ।

মেষ রাশি : বিশেষ সতর্কতার সঙ্গে দিনটি কাটাতে হবে। ধৈর্য ধরে, বুদ্ধির দ্বারা, দিনটি অতিবাহিত করতে হবে। বৈবাহিক জীবনে খুব ছোট ঘটনাকে কেন্দ্র করে, পরিবারে কলহ বিবাদ বৃদ্ধি। অনাত্মীয় এক বন্ধুর দ্বারা, বিশেষ ক্ষতির সম্ভাবনা। অন্যের যুক্তিকে মানার আগে একবার নিজেও যুক্তি প্রয়োগ করুন শুভ হবে। দেবী তারার ১০৮ নাম বলুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : ব্যবসায় নতুন পথের সম্ভাবনা কর্মে শান্তির বাতাবরণ। যে কাজের জন্য এতদিন বসেছিলেন, সেই কাজের নতুন পথের সম্ভাবনা। বান্ধবের দ্বারা উপকার। অনাত্মীয় বন্ধু দ্বারা উপকার। প্রতিবেশী স্বজনের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। পুরাতন এক বান্ধবীর ফোন কল ফ্যাক্স- ই-মেইল দ্বারা বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।আজ ভগবান দেবদেব মহাদেবের চরণে ১০৮ বিল্বপত্র প্রদানে সুখবৃদ্ধী।

মিথুন রাশি : তৃতীয় ব্যক্তির গুপ্ত ষড়যন্ত্র থেকে সতর্ক থাকতে হবে। কর্মে অশুভ বাতাবরণ আছে। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ আপনাকে যে দায়িত্ব দিয়েছেন তা প্রতিপালন করা দরকার। একসঙ্গে একসাথে অনেক কাজের দায়িত্ব চেপে আসলে মানসিক অসুস্থতা বোধ করবেন। ধৈর্য ধারে চলতে হবে, নিশ্চয়ই সম্মান বৃদ্ধি হবো মা দুর্গাদেবী চরণে ১০৮ রঙিন পুষ্প প্রদানে সুখবৃদ্ধি হবে।

কর্কট রাশি : বন্ধু বান্ধবের দ্বারা উপকার পাওয়া যাবে। যে কাজটি শেষ হলো তার সম্মান বৃদ্ধি যোগ। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্মে সম্মানিত করবেন। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ। যারা শিক্ষকতা- অধ্যাপনা করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি যোগ ব্যবসায়ীদের অর্থ বৃদ্ধি যোগের প্রবল সম্ভবনা। গৃহ-বাস্তু বিষয় যে দুশ্চিন্তা ছিল তার অবসান হবে। ১০৮ দূর্বা ভগবান গণেশ চরণে প্রদান করুন সুভত্ত বৃদ্ধি হবে। সিংহ রাশি সতর্কতা আজ পরিবারের মধ্যে অশান্তির বাতাবরণ থাকবে।

সিংহ রাশি : শ্বশুরবাড়ির দুজন সদস্য দ্বারা দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হবে। যে কাজের দায়িত্ব নিয়েছিলেন সেই কাজ পালন না করার জন্য তর্ক বিবাদে পরিণত হবে। প্রতিবেশীর দ্বারা শুভত্ত বৃদ্ধি হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু বিলম্ব হবে। ধৈর্য ধরলে শুভ ফলপ্রাপ্তি হবে। ভগবান গনেশজীর চরণে ১০৮ দুর্গা প্রদানে সুখ বৃদ্ধি হবে। কন্যা রাশি খুব উৎসাহ ব্যঞ্জক দিন। কর্মে শান্তির বাতাবরণ। আপনার উৎসাহ

কন্যা রাশি : আজকে নতুন পথ দেখাবে। ব্যবসায় নতুন ব্যবসা বৃদ্ধির পরিকল্পনা। এক স্বজনের দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা, সন্তানের দ্বারা সম্মান। প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। মন্দিরে প্রদীপ প্রদানে সর্বসুখ বৃদ্ধি। তুলা রাশি কোন পুরাতন বান্ধব দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি। যাকে এতদিন ভরসা করেছিলেন তিনি বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবেন।

তুলা রাশি : এক প্রতিবেশীর দারা শুভত্ত বৃদ্ধি হবে।ব্যবসা বৃদ্ধির নতুন পথ। তঅর্থ বৃদ্ধির সম্ভাবনা প্রবল। যারা অলংকার শিল্পে আছেন, যারা তরল পদার্থের ব্যবসা করেন। শ্বশুরবাড়ির একজন প্রবীন সদস্য দ্বারা সম্মান বৃদ্ধি যোগ। আজ মন্দিরে প্রদীপ প্রজ্জালনে সুখ-বৃদ্ধি নিশ্চিত।

বৃশ্চিক রাশি : একটু ধৈর্য ধরে অন্যের কথা শুনে, নিজের মতামত প্রকাশ করলে, শান্তির বাতাবরণ। বিবাহিত দাম্পত্য জীবনে সুখ থাকলেও, অশান্তির কালো মেঘও থাকবে। পরিবারে সন্তানের কারণে সাময়িক দুশ্চিন্তা থাকবে। গৃহ শিক্ষকের কারণে সাময়িক চিন্তা থাকবে। এক অনাত্মীয় দ্বারা ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি হবে। ব্যবসা বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছিল একটু বাধাগ্রস্থ হবে। ধৈর্য রাখলে শুভ হবে। দেবী মা বগলা ১০৮ হলুদ পুষ্প নিবেদনে সুখবৃদ্ধি নিশ্চিত।

ধনু রাশি : তর্ক-বিতর্কের সম্ভাবনা। যারা চিকিৎসক, যারা অধ্যাপনা করেন, আজকের দিনটি তারা সতর্ক থাকলে শুভত্ত বৃদ্ধি হবে। পরিবারে অশান্তির বাতাবরণ থাকলেও সুখ প্রাপ্তি হবে। সন্তানের দ্বারা কিছু দুশ্চিন্তাবৃদ্ধি হবে, বিদ্যালয়ে এবং কোন ইনস্টিটিউশন এর প্রধানের সঙ্গে তর্কবিতর্ক সম্ভাবনা প্রবল। যানবাহন সাবধানে চালানো ভালো, ধৈর্য রেখে ঠান্ডা মাথায় রাস্তায় বের হওয়া ভালো। দেবী দুর্গার চরণে হলুদ পুষ্প প্রদানে বাধা কাটবে।

মকর রাশি : প্রবীণ নাগরিকের দ্বারা উপকার হবে পরিবারে। সন্তানের সাথে শুভ সমঝোতা। শান্তির বাতাবরণ পরিবারে। এক অনাত্মীয় দ্বারা উপকার সাধিত হবে। পরিবারে যে পুজো দীর্ঘদিন হয়ে এসেছে, তা বন্ধ থাকার কারণে কিছু অশুভ যোগ আছে, সেই পুজোটিকে আবার শুভারম্ভ করতে হবে। দেবী দুর্গা চরণে ১০৮ বিশ্বপত্র প্রদানে শুভ।

কুম্ভ রাশি : দূরে থাকা নিকট আত্মীয় দ্বারা সুখবৃদ্ধি। ফোন কল, ফ্যাক্স, ইমেইল দ্বারা শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আনন্দ বৃদ্ধি। পরিবারে যারা অসুস্থতায় হসপিটালে বা চিকিৎসকের শরণাপন্ন হয়েছিলেন, আজ সুস্থতার পূর্ণ লক্ষণ। যারা প্রশাসনিক কর্মে আছেন, তাদের শুভ। বাণিজ্যে নতুন পথের সুযোগ তৈরি হবে। কর্মে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের দ্বারা সম্মান প্রাপ্তির দিন। ১০৮ বিল্বপত্র মা দুর্গার চরণে দিলে শুভ প্রাপ্তি হবে।

মীন রাশি : পরিবারে শান্তির বাতাবরণ। ছাত্রছাত্রী যারা উচ্চবিদ্যা যোগে অধ্যায়ন করেন, তাদের সুযোগ বৃদ্ধি, ছাত্র-ছাত্রী যারা নিম্নবিদ্যা যোগে পড়াশোনা করেন, তাদের গৃহ শিক্ষকের সহায়তা দ্বারা আজ বড় সাফল্য অপেক্ষা করছে। ব্যবসায়ীদের আজ একটি বড় চুক্তি হওয়ার সম্ভাবনা। জমি বাড়ি কৃষি জমি বিষয় শুভ। প্রবীন নাগরিকের বুদ্ধির দ্বারা কোন জটিল সমস্যা মুক্তির পথ দেখা যাবে। আজ মন্দিরে গিয়ে সাতটি প্রদীপ জ্বালান, আপনার নাম গোত্র বলে শুভ হবে।

(আজ শ্রী পঞ্চমী যুক্ত ষষ্ঠি তিথি। পঞ্চমী শেষ সকাল ৮/৪৯, পরে ষষ্ঠির বোধন। শারদীয়া দুর্গোৎসব শুক্লা ষষ্ঠি তিথী। সায়ংকালে বোধন প্রশস্ত। বিশ্ব পর্যটন দিবস। শুভ বিবাহ।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

পুজো উদ্বোধনে কলকাতায় এসে কালীঘাট মন্দিরে পুজো দিলেন কেন্দ্রের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত সাহ। মা কালীর পুজো দিয়ে দেশের জনগণের সুখ, সমৃদ্ধি ও মঙ্গল কামনা করলেন।

বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে নৈহাটির বড়া মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: সংস্কারের অভাবে বেহাল দশায় পরিণত গুরুত্বপূর্ণ সড়ক নৈহাটির বড়া গ্রামের প্রধান সড়ক পথ। অভিযোগ, পাঁচ মাস আগে এই বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে গ্রামবাসীরা রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলেন। যদিও মামুদপুর গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের তরফে রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দেওয়া হলেও, এখনও পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার করা হয়নি। অভিযোগ, বড়া গ্রামের এই গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাটি চলাচলের পক্ষে অযোগ্য হয়ে উঠেছে। শুক্রবার সকাল ন'টা থেকে রাস্তা সংস্কারের দাবিতে ব্যস্ততম নৈহাটির বড়া মোড় অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায় গ্রামবাসীরা। শিবদাসপুর থানার পুলিশ পৌঁছে অবরোধ তুলতে ব্যর্থ হয়।

শাসকদলের পদাধিকারীরা ঘটনাস্থলে হাজির না হওয়া পর্যন্ত অবরোধ চালিয়ে যেতে অনড় থাকেন গ্রামবাসীরা। টানা চারঘণ্টা অবরোধ চলার পর অবশেষে জগদ্দলের বিধায়ক ঘটনাস্থলে পৌঁছে রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দিলে তাঁরা অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন। স্থানীয় তরুণী রিনি সেন বলেন, গ্রামের যাতায়াতের প্রধান রাস্তার অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। অল্প বৃষ্টিতে রাস্তায় জল জমে ডোবার আকার নেয়। রিনি জানান, পাঁচ মাস আগে পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের তরফে রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দেওয়া হয়েছিল। তবুও রাস্তা সংস্কার করা হয়নি। তাই তাঁরা ফের রাস্তা অবরোধ করতে বাধ্য হয়েছেন। জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে বলেন, পাঁচ মাস আগে স্থানীয়রা রাস্তা অবরোধ করেছিলেন। তখন পঞ্চায়েত প্রধান ১৫ দিনের মধ্যে রাস্তা সংস্কার করার আশ্বাস দিয়েছিলেন। বাধ্য হয়ে স্থানীয়রা টানা চার ঘণ্টা রাস্তা অবরোধ করেন। প্রিয়াঙ্গুর অভিযোগ, পুজোর মরশুম চলছে। অথচ জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের সমস্ত রাস্তাঘাট বেহাল দশায় পরিণত। ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে স্থানীয় বিধায়কের সাফাই, ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে যাতায়াতের জন্য রাস্তাটি ঠিক করে দেওয়া হবে। পুজোর পর টেন্ডার ডেকে রাস্তাটি ভালো করে তৈরি করা হবে।

সাঁতরাগাছি সর্বজনীনের ৯৮ বছরের সূচনায় রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়ার সাঁতরাগাছির অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী পুজো সাঁতরাগাছি সর্বজনীন দুর্গোৎসব এবার ৯৮তম বর্ষে পড়ল। শুক্রবার এই পুজোর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোস। রাজ্যপাল প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে মায়ের পাদপদ্মে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করেন এবং সকলের সার্বিক মঙ্গল ও শান্তি কামনা করেন।

আয়োজক সংস্থা রামরাজা স্পোর্টিং ক্লাব। ক্লাব সভাপতি জয়তি ভট্টাচার্য জানান, এই পুজো বহু বছরের ঐতিহ্য বহন করছে। প্রবীণ-নবীন হাতে হাত মিলিয়ে আমরা দুর্গোৎসব পালন করি। এই পুজোকে কেন্দ্র করে এলাকায় উৎসবের আমেজ ছড়িয়ে পড়েছে। আলোকসজ্জা, শিল্পকলার ছোঁয়া এবং সামাজিক বন্ধনের বার্তা নিয়ে দুর্গাপুজোর মহোৎসবকে ঘিরে মানুষের উচ্ছ্বাস চোখে পড়ার মতো। এই দুর্গোৎসব এখন শুধু পুজো নয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক মিলনমেলার এক গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠেছে।

দমদম পার্ক তরুণ সংঘে এবছর গোয়েন্দা ব্যোমকেশ বক্সীকে থিম হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে।

রোহিঙ্গারা প্রবেশ করে বাংলার ডেমোগ্রাফি বদলে দিয়েছে: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: রোহিঙ্গারা প্রবেশ করে বাংলার ডেমোগ্রাফি বদলে দিয়েছে। শুক্রবার রাতে শ্যামনগর ফিডার রোডের খ্রিস্টান হাসপাতাল মোড়ে দুর্গাপুজো উপলক্ষে শাড়ি বিতরণ অনুষ্ঠানে এসে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। এদিন তিনি বলেন, রোহিঙ্গারা ঢুকে যেমন ডেমোগ্রাফি বদলে দিয়েছে। তেমনি বাংলার মা-বোনেরা এখানে সুরক্ষিত নেই। বাংলায় অসুর শক্তি মা-বোনদের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে। সেই অসুর শক্তির বিনাশ হবেই। প্রাক্তন সাংসদ আরও বলেন, প্রধানমন্ত্রীর স্পষ্ট বার্তা, ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত সনাতনী যারা বাংলাদেশ, আফগানিস্তান কিংবা পাকিস্তান থেকে এদেশে এসেছেন। সেই সকল শরণার্থীদের নাগরিকত্ব দেবে মোদি সরকার। রোহিঙ্গারা যারা ভিন দেশ থেকে এদেশে এসেছে তাদেরকে নিজের দেশে ফিরিয়ে দেওয়া হবে। উক্ত সেবামূলক কর্মসূচিতে হাজির ছিলেন জগদ্দল-৪ মণ্ডল সভাপতি অনন্ত বেরা, প্রাক্তন কাউন্সিলর নির্মল দাস ও সোহন প্রসাদ চৌধুরী, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, সঞ্জয় সিং, শ্যামল তলাপাত্র, শিক্ষক নেতা সুপ্রিয় বিশ্বাস, বিপ্লব ঘোষ প্রমুখ। এদিন জগদ্দল বিধানসভা কেন্দ্রের শঙ্করপুর গ্রাম ও কেউটিয়া জগদ্ধাত্রীতলায় বিজেপির তরফে মহিলাদের নতুন শাড়ি উপহার দেওয়া হয়। দুটি স্থানে হাজির ছিলেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং, বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, সঞ্জয় সিং প্রমুখ।

বিধাননগর একে ব্লকের দুর্গা প্রতিমা।

বালিগঞ্জ ২১ পল্লির দুর্গা প্রতিমা।

ছুটি পড়ল সরকারি দপ্তরে, খোলা নবান্নের কন্ট্রোল রুম

নিজস্ব প্রতিবেদন: শুক্রবার চতুর্থী থেকে সরকারি অফিসে শুরু হয়েছে পুজোর ছুটি। পুজোর আগে বৃহস্পতিবারই ছিল শেষ কাজের দিন। দুর্গাপুজো এবং তার পরে লক্ষ্মীপুজো মিলিয়ে ছুটি চলবে ৭ অক্টোবর পর্যন্ত। তবে ছুটি থাকলেও শনিবার ও রবিবার-সহ নির্দিষ্ট কিছুদিন ছাড়া প্রতিদিনই কয়েকজন করে আধিকারিক কাজে আসবেন রাজ্যের অফিসগুলিতে। সেই অনুযায়ী, অফিসে অফিসে রোস্টার তৈরি হয়েছে। নবান্নের কন্ট্রোল রুম প্রতিদিন ২৪ ঘণ্টা চালু থাকবে। সেখানে দিনে দুটি করে শিফট চলবে। প্রতিটি শিফট চলবে একজন করে ডব্লুবিসিএস অফিসারের নেতৃত্বে। পুজোর ছুটির পর ফের থাকবে দীর্ঘ বিরতি কালীপুজো ও ছটপুজোর সময়ে।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ২৭ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১১ আশ্বিন ১৪৩১ শনিবার

আইলো উমা...

গড়িয়া কানুনগো পার্কের প্রতিমা।

গড়িয়া শ্রীরামপুর কল্যাণ সমিতির প্রতিমা।

টালা প্রত্যয়ে দর্শনার্থীদের ভিড়।

বেলেঘাটা গুঁড়া স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিমা।

পাটুলি উপনগরী স্পোর্টিং ক্লাবের প্রতিমা।

বাগবাজারের প্রতিমা।

হাইকোর্টের নির্দেশে স্বস্তিতে সোনালি বিবি, ৪ সপ্তাহের মধ্যে দেশে ফেরানোর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: হাইকোর্টের নির্দেশে স্বস্তিতে সোনালি বিবি। সোনালি সহ পাঁচজনকে বাংলাদেশে পাঠানোর কেন্দ্রের সিদ্ধান্ত খারিজ করে কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার হাইকোর্টের বিচারপতি তপোব্রত চক্রবর্তী ও বিচারপতি ঋতব্রত কুমার মিত্রের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয়। পাশাপাশি আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে সোনালি বিবিকে দেশে ফিরিয়ে আনার নির্দেশও দেওয়া হয় এদিন।

প্রসঙ্গত, সোনালি বিবিকে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে তাঁর স্বামী এবং পুত্র সহ সোনালিকে বাংলাদেশে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপর বাংলাদেশে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হয়। সোনালিকে বাংলাদেশে 'পুশব্যাক' করা হতেই তার ভিত্তিতে কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে হেবিয়াস কর্পাস মামলা দায়ের করেছিল পশ্চিমবঙ্গ শ্রমিক ওয়েলফেয়ার বোর্ড। কিন্তু ওই সময়কালেই সুপ্রিম কোর্টে রাজ্যের পরিযায়ী শ্রমিক সংক্রান্ত এই একই ধরনের মামলা চলায় সোনালির মামলা শুনতে রাজি হয়নি হাইকোর্ট। এদিকে আবার কলকাতা হাইকোর্টে সোনালি বিবির মামলায় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে জানানো হয়, এই সংক্রান্ত মামলা সুপ্রিম কোর্টে বিচারাধীন তাই হাইকোর্ট যেন এখন এই মামলা না শোনে। কেন্দ্রীয় আবেদন মেনে নেয় হাইকোর্ট। মুলতুবি হয় শুনানি।

একদিকে যখন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পুশব্যাক ইস্যুতে একের পর এক যুক্তি পেশ করেন শ্রমিক সংগঠনের সওয়ালকারী। সেই সময় কেন্দ্রের প্রতিনিধি সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা মামলার বিরোধিতা করে বলেছিলেন, 'যদি কোনও একজন ব্যক্তি বিচার চান, তাহলে তার পরিবার আদালতে আসুক। সরকার সবরকম সহযোগিতা করবে। এই ধরনের সংগঠন কেন আসছে? এদের নেপথ্যে রাজ্য সরকার রয়েছে।'

আইএমএ-র অ্যাকাউন্টে রহস্যজনক লেনদেন, প্রশ্নের মুখে শান্তনু

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আইএম এ'র অ্যাকাউন্টে রহস্যজনক দেড় কোটির লেনদেনে কোন ও উল্লেখ ই নেই আইএম এ'র নথিতে, এমনটাই অভিযোগ সামনে আসতে ফের বিতর্কে জড়ালেন শান্তনু সেন। অ্যাকাউন্টের এই লেনদেন ঘিরে প্রশ্নের মুখে শান্তনু সেন, কাকলি সেন- সহ আর ও দুই চিকিৎসকও। লেনদেনের বিষয়ে বিস্তারিত জানতে চেয়ে চার সদস্যকে চিঠি করেন আইএম এ'র সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শর্বরী দত্ত।

অনিকেত মামলায় বিচারপতি বসুর নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: জুনিয়র ডাক্তার অনিকেত মাহাতোকে আরজি কর-এ পোস্টিং দিতে হবে বলে সম্প্রতি নির্দেশ দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুর এই রায়কে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে এবার ডিভিশন বেঞ্চের দ্বারস্থ হতে দেখা গেল স্বাস্থ্য ভবনকে।

প্রসঙ্গত, অনিকেত কাউন্সেলিং-এ আরজি করের কথা জানালেও পোস্টিং-এর তালিকা প্রকাশের সময় দেখা যায়, তাঁকে রায়গঞ্জ মেডিক্যাল কলেজে পোস্টিং দেওয়া হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হন অনিকেত মাহাতো। আর এখানেই তৈরি হয় বড় এক প্রশ্নচিহ্ন। কারণ, পছন্দ মতো যদি পোস্টিং-ই না দেওয় হয়, তাহলে কাউন্সেলিং করা হয় কেন তা নিয়ে শুরু হয় চর্চা। পাশাপাশি এও দেখা যায়, একমাত্র তিনি ও আর ২ জনকে সেই পছন্দের জায়গা দেওয়া হয়নি। বাকি জুনিয়র ডাক্তারেরা নিজেদের পছন্দ মতো পোস্টিং পেয়েছেন। এবার এই মামলায় রাজ্যের তরফে আইনজীবী নিজের সওয়ালে বলেন, স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় অনিকেতের র‍্যাঙ্ক হল ২৪। আর এখানেই প্রশ্ন ওঠে, আরজি করেই মেধার ভিত্তিতে কাজ করতে দিতে হবে, এটা কী করে অনিকেত দাবি করছেন। এরপর দুই পক্ষের সওয়াল শোনার পর এদিন বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু নির্দেশ দেন, আরজি কর-এ পোস্টিং দিতে হবে অনিকেত মাহাতোকে। সেই নির্দেশকেই এবার চ্যালেঞ্জ করল রাজ্য।

ঠাকুরপুকুর এসবি পার্কে মোগলমারির বৌদ্ধবিহার

নিজস্ব প্রতিবেদন, বেহালা: ঠাকুরপুকুর এসবি পার্কের পুজো এ বছর পদার্পণ করল ৫৫তম বর্ষে। এবারের থিম 'প্রত্নকথা'। থিমের আঙিনায় উঠে এসেছে পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনের ঐতিহাসিক মোগলমারি বৌদ্ধবিহার। মণ্ডপে প্রবেশের মুহূর্ত থেকে শেষ অবধি দর্শনার্থীরা ইতিহাসের আবহে ডুবে যাবেন। ২০০৩ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের উদ্যোগে মোগলমারিতে শুরু হয়েছিল খননকার্য। সেখান থেকে আবিষ্কৃত হয় ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শতকের বৌদ্ধ মঠ, স্তূপ, ভাস্কর্য ও পোড়ামাটির অসংখ্য নিদর্শন। বিশেষজ্ঞদের মতে, মোগলমারি ছিল একসময়ের বৌদ্ধ শিক্ষা ও সাধনার কেন্দ্র। গুপ্ত ও পাল যুগের সমৃদ্ধ ধারাকে সামনে আনে ওই আবিষ্কার। এসবি পার্কের শিল্পী রাজু সরকার সেই প্রত্নতাত্ত্বিক ধারা ফুটিয়ে তুলেছেন মণ্ডপ ও প্রতিমা নির্মাণে। মণ্ডপে দেখা যাবে বৌদ্ধযুগের সরা, আতরদানি, হাঁড়ি, মুদ্রা ও ভাস্কর্যের প্রতিলিপি। প্রতিমাতেও বৌদ্ধ আদল স্পষ্ট। বাড়তি আকর্ষণ হিসেবে থাকছে জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত পরিচালক গৌতম ঘোষের তথ্যচিত্র এবং সুজয়নীলের সুরে ইতিহাস-ভিত্তিক আবহ। পুজোর উদ্যোক্তা সঞ্জয় মজুমদারের কথায়, পশ্চিম মেদিনীপুরের গর্ব মোগলমারি বাংলার বৃহত্তম বৌদ্ধবিহার।

যদি পর্যটন মানচিত্রে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়, তা হলে গোটা অঞ্চলের অর্থনীতি উপকৃত হবে। ২৬ সেপ্টেম্বর পুজোর উদ্বোধন করলেন পুরাণবিদ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি, পরিচালক গৌতম ঘোষ ও প্রত্নতত্ত্ববিদ দুর্গা বসু। উদ্যোক্তাদের আশা, দর্শনার্থীরা এবার ঠাকুরপুকুরে এসে যেন মাটির নীচে চাপা পড়ে থাকা ইতিহাসকেই নতুন করে আবিষ্কার করবেন।

চতুর্থীতে কলকাতার ট্র্যাফিক পরিস্থিতি সরেজমিনে দেখলেন নগরপাল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: চতুর্থীতেই মানুষের ঢল কলকাতার রাস্তায়। উত্তরের টালা প্রত্যয় থেকে মধ্য কলকাতার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ার, দক্ষিণে সুরুচি সংঘ, এমনকী সল্টলেকের একাধিক পুজো মণ্ডপে সর্বত্রই ছবিটা একই। এরইমধ্যে চতুর্থীতে শহরের সার্বিক নিরাপত্তা, ট্রাফিক ব্যবস্থা খতিয়ে দেখতে রাস্তায় নামেন পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা স্বয়ং। একের পর এক পুজো মণ্ডপ পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখার পাশাপাশি উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথাও বলেন।

এদিন তাঁকে পায়ে হেঁটে গড়িয়াহাট মোড়ের ভিড়ের ওপরেও নজর রাখতে দেখা যায়। সঙ্গে খতিয়ে দেখেন ট্র্যাফিক ব্যবস্থা। কোথায় ভিড়ের চাপ বেশি সবটাই দেখেন সরেজমিনে। এরপর কথাও বলেন পুলিশ বুথে থাকা কর্তব্যরত পুলিশ কর্মীদের সঙ্গেও। পাশাপাশি ঘুরে দেখেন একের পর এক পুজো মণ্ডপও। একাডালিয়া থেকে সিংহিপার্ক, হিন্দুস্তান পার্ক ঘুরে সোজা চলে যান বেহালার উদ্দেশ্যে।

এদিকে সাইবার নিরাপত্তা বাড়াতে এবার আলাদা করে এই পুজোতে স্টলও দিচ্ছে কলকাতা পুলিশ। দেওয়া হচ্ছে সচেতনতার বার্তাও। ইন্টারনেটের গোলক ধাঁধায় কোন পথে গেলে বিপদ বাড়তে পারে, কোন পথই বা সুরক্ষিত তাও বুঝিয়ে দেওয়া হচ্ছে মানুষকে। এদিকে এদিন কলকাতার ট্র্যাফিক প্রসঙ্গে পুলিশ কমিশনার বলেন, 'মানুষের ঢল নেমে গিয়েছে। রাতে হয়তো আরও বাড়বে ভিড়। আমাদের প্ল্যান তৈরি রয়েছে। তবে এখন সাইবার অপরাধ ঠেকানো আমাদের কাছে একটা বড় চ্যালেঞ্জ। তাই এবার সাইবার নিরাপত্তা জোরদার করতে, সাইবার সচেতনতা বাড়াতে ১৯-২০টা কিয়স্ক করেছি। অনেক মানুষই এখানে আসছেন।'

পশ্চিমবঙ্গে বিএলও নিয়োগে অনিয়মের অভিযোগ বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: পশ্চিমবঙ্গে বুথ লেভেল অফিসার নিয়োগে নির্বাচন কমিশনের নির্দেশনা অমান্য করার অভিযোগ তুলে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রস্তাব পাঠাল ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) রাজ্য শাখা। ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫ বিজেপি প্রতিনিধি দল ২,৯১৯ জন সরকারি স্থায়ী কর্মচারীর প্রস্তাবিত বিএলও তালিকা কমিশনের কাছে জমা দিয়েছিল। অভিযোগ, তৃণমূলের অনেক কর্মীর নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছে ভুলভাবে এবং কিছু ক্ষেত্রে পদবী পরিবর্তন করে আসল পরিচয় লুকনো হয়েছে। এবার বিজেপি ১, ৮৯৮ জন স্থায়ী কর্মচারীর তালিকা জমা দিয়েছে, যারা বর্তমান অস্থায়ী বিএলওদের স্থলে নিয়োগের যোগ্য বলে প্রস্তাবিত। চিঠিতে বলা হয়েছে, স্থানীয় বিডিওর মাধ্যমে প্রস্তাবিত স্থায়ী কর্মচারীদের ওপর চাপ দেওয়া হচ্ছে, যাতে তারা বিএলও দায়িত্ব গ্রহণে অনিচ্ছুকতা জানায়। বিজেপি অভিযোগ করেছে, এই

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम
A Government of India Undertaking

রিজিওনাল অফিস : কলকাতা মেট্রো
২২৫সি, এ. জে. সি. বোস রোড, ২য় তল
কলকাতা-৭০০ ০২০
ই-মেল: crld.rokolkatametro@unionbankofindia.bank

স্থাবর/অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য মেগা ই-নিলাম (সারফেইসি অ্যাক্ট অধীন)

২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৬(২) এবং স্থাবর সম্পত্তিসমূহর জন্য রুল ৮(৬) বিধানের সহিত পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীন অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে বন্ধকীকৃত/দায়বদ্ধ/অঙ্গীকারকৃত/চার্জকৃত অস্থাবর/স্থাবর সম্পত্তিসমূহ **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**/সুরক্ষিত ঋণদাতার নিকট যা সুরক্ষিত ঋণদাতা হিসেবে ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সংশ্লিষ্ট শাখার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক গঠনমূলক/বাস্তবিক দখলীকৃত ৩০.১০.২০২৫ তারিখে বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যে অবস্থায় আছে', যেখানে যা আছে'** এবং **'যেখানে যেভাবে আছে ভিত্তিতে' ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**র বকেয়া পরিমাণ সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য।

সংরক্ষিত মূল্যের বিস্তারিত এবং ইএমডি প্রতিটি জামিনদত্ত সম্পত্তি (সমূহ)-র জন্য। বিক্রয় সম্পাদিত হবে নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মে ওয়েব পোর্টালে প্রদত্ত অনুযায়ী। বিক্রয়ের বিস্তারিত নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে ওয়েবসাইট **https://baanknet.com** এবং **www.unionbankofindia.co.in** প্রদত্ত লিঙ্ক অনুযায়ী।

নিম্নোক্ত সম্পত্তি ''অনলাইন ই-নিলাম'' বিক্রি করা হবে ওয়েবসাইট https://baanknet.com এবং BAANKNET ই-কমার্সের ওয়েবসাইট support.BAANKNET@psballiance.com মাধ্যমে।

নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ ৩০ অক্টোবর, ২০২৫ দুপুর ১২:০০টা থেকে বিকেল ০৫:০০টা

টেন্ডার/ইএমডি জমা দেবার শেষ তারিখ ঃ ই-নিলাম শুরু হওয়ার পূর্বে অথবা তার মধ্যে

ইএমডি জমা দেবার ধরন ঃ ডাকদাতা তার BAANKNET ওয়ালেটের মাধ্যমে ইএমডি জমা দিতে পারেন

লট নং	ক) ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম গ) সম্পত্তির বিবরণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য টাকায় খ) বায়না অর্থ জমা টাকায়	বিডের সম্প্রসারণ এবং বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	বকেয়া ঋণ	ব্যাংক /এসএ -এর জানা দায় যদি থাকে তবে তা বিচারাধীন। গঠনমূলক/ বাস্তবিক দখল
১.	**ক) মেসার্স কৃষ্ণ ট্রেডার্স (নিউ)** **খ) ওভারসিজ শাখা** **গ) সম্পত্তি:** শ্রীরাম নগর হাউজিং কমপ্লেক্স নামে পরিচিত বহুতল ভবনের ব্লক-২, ৩য় ফ্লোরে অবস্থিত ফ্ল্যাট নং ৩ই-এর সকল জমি ও সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশ, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি ১৬০৮ বর্গফুট, সঙ্গে গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটি উন্মুক্ত কার পার্কিং স্পেস এবং আনুপাতিক হারে জমির শেয়ার রয়েছে। সম্পত্তিটি হোল্ডিং নং এএস/৪৯৫/এফ/বিএল-এল/১৩-১৪, মৌজা - তেঘরিয়া, দাগ নং ৯, ১১, ১২, ১৬, ১৭, জে.এল. নং ০৯, ওয়ার্ড নং ১৩, রাজারহাট-গোপালপুর পৌরসভার অধীন (বর্তমানে বিধাননগর পৌর কর্পোরেশনের অধীনে), থানা - বাগুইআটি, কলকাতা - ৭০০ ০৫৯, জেলা- ২৪ পরগনা (উত্তর), পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত।	ক. ৭৪,০০,০০০.০০ টাকা খ. ৭,৪০,০০০.০০ টাকা	বিড বৃদ্ধির পরিমাণ **৭৪,০০০.০০ টাকা** সহ ১০ মিনিটের বর্ধিত সময়	**১,৪১,০৮,০৪৩.৬২ টাকা** (এক কোটি একচল্লিশ লক্ষ আট হাজার তেতাল্লিশ টাকা এবং বাষট্টি পয়সা মাত্র), যা **১২.০৩.২০২৫** অনুযায়ী তদুপরি চুক্তিবদ্ধ হারে সুদ এবং খরচ, ডিমান্ড নোটিশের তারিখের পরে কোনো অর্থ পরিশোধ করা হয়ে থাকলে তা বাদ দিয়ে।	**ক) অনুমোদিত অফিসারের কাছে অজ্ঞাত** **খ) প্রতীকী দখল**

*** সরকারি রুল অনুযায়ী জিএসটি প্রযোজ্য।**
*** সরকারি রুল অনুযায়ী টিডিএস প্রযোজ্য।**

বিক্রয়ের নিয়ম এবং শর্তাদি বিস্তারিত জানতে **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার ই-নিলাম ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.unionbankofindia.co.in** এবং **BAANKNET পোর্টাল ওয়েবসাইট https://baanknet.com** দেখুন। ই-নিলামের অংশগ্রহণ এবং রেজিস্ট্রেশনের জন্য ডাকদাতাদের **BAANKNET ই-কমার্সের ওয়েবসাইট অর্থাৎ support.BAANKNET@psballiance.com** দেখতে অনুরোধ করা হচ্ছে। সকল ডাকদাতাকে আবশ্যিকভাবে কেওয়াইসি নীতি পালন করতে হবে ই-নিলাম পোর্টালের মাধ্যমে রেজিস্ট্রেশন এবং অংশগ্রহণের জন্য।

যেকোনও প্রযুক্তিগত সহায়তার জন্য **BAANKNET হেল্পডেস্ক ৮২৯১২২০২২০ এবং ইমেল আইডি - support.BAANKNET@psballiance.com** পরিচালন / রেজিস্ট্রেশনের অবস্থা জানতে **https://baanknet.com আর্থিক এবং ইএমডির অবস্থান জানতে https://baanknet.com সাহায্য নিন। সহায়ক নম্বরগুলি '৮২৯১২২০২২০' দেখুন BAANKNET পোর্টাল সম্পর্কিত সমস্যার জন্য।**

বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের বিক্রয় নোটিশ, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৬(২) এবং ৮(৬)/রুল ৯(১) অধীনে

সংশ্লিষ্ট নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলসের রুল ৬(২) এবং রুল ৮(৬) / ৯(১) অধীনে গণ্য করতে হবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদারগণকে উক্ত ঋণ বিষয়ে ই-নিলাম বিক্রয় উক্ত তারিখ অনুযায়ী

ই-নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলী নিম্নরূপ:

১. **''যেখানে যা আছে''** এবং **''যেখানে যে অবস্থায় আছে ভিত্তিতে''** এবং **''যেখানে যেমন ভাবে আছে ভিত্তিতে''** বিক্রয় করা হবে, এবং ''অন লাইনে'' পরিচালিত হবে।
২. ই-অকশন বিড ফর্ম, ঘোষণা, অনলাইন নিলাম বিক্রির সাধারণ নিয়ম ও শর্তাবলী ওয়েবসাইট
(ক) **https://www.unionbankofindia.co.in/auctionproperty/view-auction-property.aspx এবং www.unionbankofindia.co.in**
(খ) **https://baanknet.com** দরদাতারা **https://baanknet.com** দেখতে পারেন, যেখানে শিক্ষা বিষয়ক ভিডিও সহ দরদাতার জন্য **''নির্দেশিকা''** পাওয়া যাবে। দরদাতাদের অগ্রিম নিম্নলিখিত কার্যগুলি সম্পন্ন করতে হবে :
ধাপ ১:- দরদাতা/ক্রয়কারী নিবন্ধন দরদাতাদের ই-নিলাম অকশন প্ল্যাটফর্মে (উপরে দেওয়া লিংক এ) তাদেরতার মোবাইল নম্বরএবং ই-মেইল আইডি ব্যবহার করে নিবন্ধন করতে হবে।
ধাপ ২:- কেওয়াইসি যাচাইকরণ দরদাতার প্রয়োজনীয় কেওয়াইসি নথি আপলোড করতে হবে। (সম্পূর্ণ কেওয়াইসি নথি পাওয়ার পর এবং তার যাচাইকরণের ৩ দিনের মধ্যে নিবন্ধন সক্রিয় করা হবে) ই নিলাম সফলভাবে সম্পন্ন হলে বিডার কর্তৃক জমা দেওয়া কেওয়াইসি নথি সংশ্লিষ্ট ব্যাংকে উপলব্ধ করা হবে।
ধাপ ৩:- দরদাতাদের গ্লোবাল ইএমডি ওয়ালেটে ইএমডি অর্থ স্থানান্তর ই-অকশন প্ল্যাটফর্মে তৈরি চালান ব্যবহার করে এনইএফটি/ স্থানান্তর ব্যবহার করে অনলাইন/অফলাইন তহবিল স্থানান্তর। ই-নিলামে অংশগ্রহণের আগে ইএমডি পরিমান অর্থ দরদাতার ওয়ালেটে উপলব্ধ হতে হবে যাতে নিলামের পরবর্তী কাজ পরিপূর্ণ হয়।
ধাপ ৪:- নিলামের সময় অংশগ্রহণের জন্য উপরে উল্লিখিত **BAANKNET পোর্টালে** লগ ইন করতে হবে।
৩. অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা শেষ পাওয়া তথ্যের উপর ভিত্তি করে জানা যায় উক্ত সম্পত্তি/গুলির উপর কোন দায়ভার নেই। যদিও ইচ্ছুক দরদাতাদের তাদের বিড জমা দেওয়ার পূর্বে নিলামে রাখা উক্ত সম্পত্তির জায়ভার, দাবি/অধিকার/বকেয়া/স্বত্ব এবং যা সম্পত্তিকে প্রভাবিত করে সে বিষয়ে তাদের নিজস্ব স্বাধীন অনুসন্ধান করা উচিত। ই-নিলাম বিজ্ঞাপন ব্যাংকের কোন প্রতিশ্রুতি বা প্রতিনিধি গঠন করে বলে গণ্য হবে না। ব্যাংকের কাছে জানা বা অজানা, বিদ্যমান এবং ভবিষ্যতের দায়ভার নিয়ে সম্পত্তিটি বিক্রি করা হচ্ছে। অনুমোদিত আধিকারিক /সুরক্ষিত পাওনাদার কোনোভাবেই তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/পাওনার জন্য দায়ী থাকবে না। নিলামে বিক্রির জন্য রাখা সম্পত্তি/গুলি সম্পর্কে অনলাইন বিড জমা দেওয়ার পরে কোন দাবী গ্রহণ করা হবে না।
৪. **অনলাইন ই-নিলামের তারিখ ৩০.১০.২০২৫ দুপুর ১২.০০টা থেকে বিকাল ০৫.০০ টার মধ্যে।**
৫. **ইএমডি এবং ডকুমেন্ট জমা দেওয়ার শেষ তারিখ এবং সময় নিলামের সময় শেষ হওয়ার আগে ইএমডি জমা দিতে হবে এবং সম্পত্তি আইডির সাথে লিঙ্ক/ম্যাপ করতে হবে। কোনও প্রযুক্তিগত ত্রুটি এড়াতে ইএমডির পরিমাণ আগে থেকেই সম্পত্তি আইডির সাথে জমা এবং লিঙ্ক/ম্যাপ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।**
৬. **পরিদর্শনের তারিখ – ২৪.১০.২০২৫ তারিখ বিকেল ৫.০০টা পর্যন্ত।**
৭. শুধুমাত্র অনলাইন পদ্ধতির মাধ্যমে বিড জমা দিতে হবে।
৮. ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য তার ওয়ালেটে বিড মূল্য থাকতে হবে। দরদাতাকে সেই সম্পত্তি(গুলির) নির্দিষ্ট করার প্রয়োজন হবে না যার জন্য এই ধরনের ইএমডি পরিমাণ জমা করা হচ্ছে।
৯. দরপত্র জমা দেওয়ার আগে সম্পত্তির বিষয়ে পরিদর্শন ও সন্তুষ্ট হওয়ার ব্যাপারে দায়িত্ব ইচ্ছুক দরদাতাদের। **BAANKNET** ৩ দিনের মধ্যে ফেরত প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে।
১০. আর্নেস্ট মানি ডিপোজিট কোন সুদ বহন করবে না। সফল দরদাতাকে সফল বিডের পরিমাণের ২৫% (ক্রয় মূল্যে) (আপনার গ্লোবাল ওয়ালেট থেকে ইতিমধ্যেই প্রদত্ত ইএমডি পরিমাণ হিসাবে ১০% রিজার্ভ মূল্য সহ) জমা দিতে হবে অবিলম্বে যেটা নিলামের দিনে বা পরবর্তী কাজের দিনের মধ্যে, এবং তার অনুকূলে থেকে ই-নিলামের বিক্রির তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে সফল ডাকদাতাকে বিডের অবশিষ্ট ৭৫% পরিমাণ (ক্রয়মূল্য)জমা করতে হবে। নিলাম বিক্রয় ব্যাংকের নিশ্চিতকরণ সাপেক্ষে।
১১. ইনকাম ট্যাক্স অ্যাক্ট ১৯৬১ এর সেকশন ১৯৪-আইএ অনুসারে, টিডিএস @ ১.০০% বিক্রয় প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যেখানে বিক্রয় বিবেচনা ৫০,০০,০০০/-টাকা (পঞ্চাশ লক্ষ টাকা) এবং তার উপরে। সফল দরদাতা/ক্রেতাকে বিক্রয়মূল্য থেকে টিডিএস কেটে আয়কর দফতরে ফরম নং ১৬-বি-তে জমা দেবে, যাতে ব্যাংকের নাম এবং প্যান নম্বর AACU0564G বিক্রেতার হিসেবে থাকবে এবং টিডিএস সার্টিফিকেট এর মূল রশিদ জমা দেবে ব্যাংকে। (কৃষি জমি ব্যতীত স্থাবর সম্পত্তির জন্য প্রযোজ্য)
১২. সফল বিডার কর্তৃক অর্থ জমা করার ক্ষেত্রে ডিফল্ট হলে ইতিমধ্যে জমা করা সম্পূর্ণ টাকা বাজেয়াপ্ত হবে, এবং সম্পত্তি পুনরায় নিলামে রাখা হবে এবং খেলাপি দরদাতার সম্পত্তি/পরিমাণের ব্যাপারে কোন দাবি/অধিকার থাকবে না।
১৩. ক্রেতা প্রযোজ্য স্ট্যাম্প ডিউটি/রেজিস্ট্রেশন ফি/টিডিএস নিলাম মূল্য/অন্যান্য চার্জ ইত্যাদি বহন করবে এবং সেই সাথে বিধিবদ্ধ/অ -সংবিধিবদ্ধ পাওনা, কর, মূল্যায়ন চার্জ ইত্যাদি।
১৪. অনুমোদিত আধিকারিক কোন কারণ উল্লেখ না করে ই-নিলাম বিক্রয় কার্যক্রম স্থগিত/ বাতিল করতে পারেন। যদি ই-নিলাম বিক্রয় বিক্রির পূর্বনির্ধারিত তারিখ থেকে ১৫ দিনের জন্য স্থগিত করা হয়, তবে এটি পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে প্রদর্শিত হবে। অনুমোদিত আধিকারিকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত, বলবৎ এবং প্রশ্নাতীত।
১৫. বিক্রেতার সার্টিফিকেট অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক সফল বিডারের অনুকূলে সম্পূর্ণ ক্রয় মূল্য/ বিড পরিমাণ জমা করার পরে এবং সমস্ত কর/ চার্জ প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় প্রমাণ উপস্থাপনের মাধ্যমে শুধুমাত্র জারি করা হবে এবং অন্য কোনো নামে দেওয়া হবে না।
১৬. পরিবহন, স্ট্যাম্প ডিউটি, রেজিস্ট্রেশন চার্জ এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক চার্জের জন্য প্রযোজ্য আইনি চার্জ নিলাম ক্রেতা বহন করবে।
১৭. সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে নির্ধারিত নিয়ম/শর্ত সাপেক্ষে হবে। বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে আরও বিস্তারিত জানতে /জিজ্ঞাস্য থাকলে প্রদত্ত যোগাযোগ নম্বরে সংশ্লিষ্ট শাখাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
১৮. যে সকল দরদাতা দরপত্র জমা দিয়েছেন, তারা ই-নিলাম বিক্রির শর্তাবলী পড়েছেন এবং বুঝেছেন এবং তাদের দ্বারা আবদ্ধ বলে গণ্য হবে।

বিশেষ নির্দেশনা / সতর্কতা :

ডাকদাতাদের নিজ স্বার্থে শেষ মিনিট/ সেকেন্ডর ডাক এড়াতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া অথবা পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার সংশ্লিষ্ট শেষ সময়ের (ইন্টারেনেট ফেলিওর, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ইত্যাদি) ত্রুটির জন্য দায়ী হবে না সব দায় নিতে হবে ডাকদাতাদের। সংশ্লিষ্ট অসুবিধা এড়ানোর জন্য ডাকদাতাদের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা/বিকল্প ব্যবস্থার যেমন ব্যাক আপ পাওয়ার সাপ্লাই এবং প্রয়োজনীয় তাৎক্ষণিক ব্যবস্থাদির মোকাবিলার জন্য ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করা হচ্ছে সফলভাবে নিলামে অংশগ্রহণের জন্য।

তারিখ : ২৫.০৯.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সম্পাদকীয়

পায়ে পায়ে মৃত্যু নিয়ে বেঁচে শহরবাসী, প্রমাণ করল কয়েক ঘণ্টার বৃষ্টি

পুজোর মুখে কলকাতা শহর ও শহরতলি জুড়ে আচমকা সারারাত ধরে কয়েক ঘণ্টা বৃষ্টি। আর তাতেই বেরিয়ে পড়ল শহরের নিকাশি ও বিদ্যুৎ ব্যবস্থার পরিকাঠামোর কঙ্কাল। বৃষ্টির পরিমাণ প্রায় তিনশো মিলিমিটার। কোনও কোনও জায়গায় তারও বেশি। আচমকা এত পরিমাণ বৃষ্টি হলে কলকাতা যে জলে ভাসবে এটা নতুন কিছু নয়, স্বাভাবিক ঘটনা। প্রশ্নটা তাই জমা জল নিয়ে নয়, প্রশ্ন এতগুলো মৃত্যু নিয়ে। সরকারি ভাবে এখনও পর্যন্ত মৃতের সংখ্যা ১০। তবে বেসরকারি মতে সংখ্যাটা আরও বেশি ১১ অথবা ১২। আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মৃত্যু হয়েছে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে। মজার ব্যাপার, এতগুলো অকাল মৃত্যুর দায় নেওয়া তো দূর, উল্টে গোটা দায়টাই সিইএসসি-র ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী। আশ্চর্য ব্যাপার, জমা জলে রাস্তায় বেরিয়ে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে ১০ জন সহ-নাগরিকের মর্মান্তিক মৃত্যু হল, সরকার কোথায় এর দায় নেবে, না নিয়ে উল্টে মুখ্যমন্ত্রী আঙুল তুলছেন বিদ্যুৎ পরিবহণ সংস্থার দিকে। আজব প্রশাসন! তাদেরই বলছেন ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। শহরের রাস্তায় লোক পথে বেরিয়ে বেঘোরে মরছে। সরকার, পুরসভা কারও ন্যূনতম দায় নেই? এরাই আবার মানবিক সরকার বলে দাবি করে! সব দায় এক বেসরকারি সংস্থার ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে সবাই হাত ধুয়ে পুজো উদ্বোধনে নেমে পড়ল। অবশ্য নিজেদের 'মানবিক' মুখ রক্ষার্থে মৃতদের পরিবারকে নগদ ২ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ ও হোমগার্ডের চাকরি দেওয়ার ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর হুংকারে প্রথমে দায় অস্বীকার করলেও পরে কোনও এক অজানা কারণে নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসে সিইএসসি। পরে মুখ্যমন্ত্রীর কথা মতো তাঁরাও ৫ লক্ষ টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার ঘোষণা করেছে। এতে পুজোর মুখে সারা জীবনের মতো সব আনন্দ হারানো পরিবারগুলোর কতটা কী হবে, কে জানে। তবে শহরের রাজপথে পায়ে পায়ে এই যে মৃত্যুফাঁদ পাতা তার কী হবে, প্রশ্ন এখন সেটাই। না! সরকার, না পুরসভা, না বিদ্যুৎ দফতর, কারও কোনও হুঁশ নেই। এভাবেই প্রতিদিন মৃত্যুকে জড়িয়ে নিয়ে বেঁচে আছে কলকাতাবাসী। এটাই চরম দুর্ভাগ্য।

শব্দবাণ-৪০০

■	১			২		■
■		■	■		■	■
৩		৪	■	৫		৬
	■		■		■	
৭			■	৮	৯	
■	■		■	■		■
■	১০					■

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. দীপ্তি, উজ্জ্বলতা ৩. দুঃসাধ্য ৫. উপবন, বাগান ৭. তিলক ৮. শিবের উৎসব ১০. শক্তি ও প্রতাপ।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. চারটির সমষ্টি ২. বেখেয়ালি ৩. স্নেহের পাত্র ৪. নাট্যশালা ৬. কামদেব, কন্দর্প ৯. আহত।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৯৯

পাশাপাশি: ১. পুরাঙ্গনা ৩. চেহারা ৪. খারিজ ৬. নিতান্ত ৯. বেনামি ১০. শাকম্ভরী।

উপর-নীচ: ১. পুরাণ ২. নাগরি ৩. চেতাবনি ৫. জলাজমি ৭. তামাশা ৮. কাবেরী।

জন্মদিন

আজকের দিন

লক্ষ্মীপতি বালাজি

১৮৩৫ *জয়পুরের মহারাজা দ্বিতীয় রাম সিংয়ের জন্মদিন।*

১৯৩২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক-প্রযোজক যশ চোপড়ার জন্মদিন।*

১৯৮১ *বিশিষ্ট ক্রিকেট খেলোয়াড় লক্ষ্মীপতি বালাজির জন্মদিন।*

সরকারি বাসের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সময় পেরোনোর পরেও উদাসীন কর্তৃপক্ষ

প্রীতিলতা বন্দ্যোপাধ্যায়

নিজস্ব প্রতিবেদন: সরকারি বাস। সেই বাসের স্বাস্থ্য পরীক্ষা অর্থাৎ ফিটনেস ভ্যালিড ডেট ৪ ডিসেম্বর ২০২১। যা রেজিস্ট্রেশন তারিখ ছিল ৫ ডিসেম্বর ২০১৯। দুর্গাপুর-বাঁকুড়াগামী এই সরকারি বাসের হঠাৎই গোলমাল দেখা দেয়। রাস্তার মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায় বাস।

দুর্গাপুর থেকে ছেড়ে আসার পর বেলা দশটা নাগাদ এই ধরনের ঘটনায় বিকল হয়ে যাওয়া বাসের ইঞ্জিনের ফলে বনগ্রামের কাছে বাসটি দাঁড়িয়ে পড়ে। বাসের চালক-সহ খালাসি বাস থেকে নেমেপড়ে দেখতে থাকেন গন্ডগোল কি হয়েছে। পরে জানা যাচ্ছে, সরকারি বাস ডাবলু বি ৩৯, বি ৮৬৪০ যা রেজিস্ট্রেশন ডেট ৫ ডিসেম্বর ২০১৯ এবং ফিটনেস ভ্যালিড আপ-টু ৪ ডিসেম্বর ২০২১। এই প্রকারের উদাসীনতা যাত্রীদের বারবার অসুবিধের মধ্যে ফেলছে। কখনও কখনও দুর্ঘটনার সম্মুখীন পর্যন্ত হতে হয়। এদিন মাঝ রাস্তায় বিকল হয়ে যাওয়ার ফলে সরকারি বাসের যাত্রীদের চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয়। তাঁদের অভিযোগ, বারবার সরকারি বাসে এই ধরনের ঘটনা ঘটে। বাসটির ইঞ্জিনের জায়গাটি গরম হয়ে যাওয়ার ফলে বাসটিতে সমস্যা দেখা দেয়। ঠাণ্ডা করার জন্য জল ঢাললেও, জল বেরিয়ে চলে আসে। দুর্গাপুর বেরোনোর পর থেকেই বাসটিতে গন্ডগোল দেখা দিয়েছিল। এরআগেও বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটেছে সরকারি বাসে। এইভাবে ডেট পেরিয়ে যাওয়ার ফলেও বাসগুলোকে চালানো হচ্ছে। এর দায় কে নেবে প্রশ্ন এখানেই। মৃন্ময় মজুমদার নামে দুর্গাপুরের এক বাসিন্দা জানান, তিনি একটি কাজে বাঁকুড়ায় যাচ্ছিলেন। কিন্তু এই ধরনের ঘটনাতে চরম দুর্ভোগের মধ্যে পড়তে হয়। বাসের মধ্যে থাকা চালক ও খালাসি জানান, তাদের এই বিষয়ে কোনও দোষ নেই। কারণ তাঁরা এখানে কর্তব্য পালন করার জন্যই আছে। এই বিষয়ে তারা কিছু বলতে পারবে না। বারে বারে সরকারি বাসের বিরুদ্ধে যে অভিযোগের আঙুল উঠছে তার দায় কারা নেবে? প্রশ্ন সাধারণ নিত্যযাত্রীদের। যাত্রীদের বক্তব্য, এই বিষয়ে সরকারি বাসের কর্তৃপক্ষ যদি মানবিক হয়ে বিষয়টি দেখেন নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেন, তাহলে এই ধরনের ঘটনা এড়ানো যাবে।

তারকেশ্বরের পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে বিরক্তি প্রকাশ কলকাতা হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন, তারকেশ্বর: মামলায় 'সুবিধে' পাইয়ে দেওয়ার টোপ দিয়ে এক ব্যক্তির কাছ থেকে ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে হুগলির তারকেশ্বরের এক মহিলা পুলিশকর্মীর বিরুদ্ধে। ঘুষ চেয়ে ফেঁসে যাওয়া পুলিশকর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে গা-ছাড়া মনোভাব দেখে চরম বিরক্ত কলকাতা হাইকোর্ট। ওই পুলিশ কর্মীকে শাস্তি কেন দেওয়া হচ্ছে না, সেই প্রশ্নও তুলেছে আদালত।

অভিযোগ, প্রথমে সামনাসামনি ও পরে মোবাইলে ঘুষ চান ওই পুলিশকর্মী। কার্যত হাইকোর্টের চাপেই তাঁর বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন আইনে মামলা করেছে রাজ্য। কিন্তু তারপরেও তাঁকে জেরা করার বদলে, তাঁর ছুটির আবেদন মঞ্জুর করে, আদতে তাঁকে আরও সময় দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে হুগলি জেলা পুলিশের বিরুদ্ধে। বৃহস্পতিবার আদালতে রাজ্য যখন জানায়, অসুস্থতার কারণে ওই পুলিশকর্মীকে ছুটি দেওয়া হয়েছে, তখন দৃশ্যতই চরম ক্ষোভ প্রকাশ করে হাইকোর্ট। বিচারপতি দেবাংশু বসাক ও বিচারপতি শব্বর রশিদির ডিভিশন বেঞ্চের প্রশ্ন, 'যেখানে ঘুষ চাওয়ার অভিযোগ উঠেছে, সেখানে শুধু কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে শোকজ করা হল! এরপরেও কোর্ট চুপ থাকবে?' হাইকোর্টের স্পষ্ট অবস্থান, 'বলতে বাধ্য হচ্ছি, যেভাবে বিষয়টি হ্যান্ডেল করছেন, তাতে এখনও আপনারা সিরিয়াস নন। প্রথম থেকেই আপনারা বিষয়টি হালকা ভাবে নিয়েছেন, আর কোর্ট বার বার হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছে।' রাজ্যকে আদালতের সরাসরি প্রশ্ন, 'একজন ঘুষ চাওয়া পুলিশকে শাস্তি দিতে গোটা পুলিশ প্রশাসনের কীসের এত বাধা? এভাবে কর্তৃপক্ষ যদি বাঁচানোর চেষ্টা করেন, তা হলে কী হবে! কোর্টের কড়া মনোভাবের পরে যাও শুরু করলেন, সেখানেও অদ্ভুত গা-ছাড়া ভাব।' রাজ্যকে ঘটনাপ্রবাহ মনে করিয়ে দেওয়ার ঢঙে আদালতের বক্তব্য, 'হাইকোর্টের হস্তক্ষেপের পরে আর্থিক দুর্নীতির ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। কিন্তু এখন তিনি (অভিযুক্ত পুলিশকর্মী) অসুস্থ বলে ছুটি চেয়েছেন। আর আপনারা তদন্ত না এগিয়ে, ছুটি দিয়ে এখন হাত গুটিয়ে বসে আছেন!' আদালতের প্রশ্ন, 'কেন তাঁকে এখনও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি? অথচ তিনি ঘুষ চাওয়ার কথা স্বীকার করেছেন। হাইকোর্ট চেপে ধরার পরে এফআইআর করে অভিযোগকারীকে নোটিস দিয়ে তাঁর থেকে নথি (অডিয়ো টেপ) নিলেন। ধরে নিচ্ছি, এরপরে ওই অডিয়ো টেপ ফরেন্সিকের জন্য পাঠাবেন। অথচ অসুস্থতার জন্য অভিযুক্তকে পাঁচ দিন ছেড়ে দিলেন?' মামলাকারীর আইনজীবী শুভব্রত দত্তর আবেদন, জেলা পুলিশের হাত থেকে নিয়ে এই তদন্ত রাজ্যের দুর্নীতি দমন শাখার হাতে তুলে দেওয়া হোক। কারণ ডিভিশন বেঞ্চ কড়া নজরদারি রাখার পরেও জেলা পুলিশ নির্লজ্জভাবে অভিযুক্ত পুলিশকর্মীকে বাঁচানোর চেষ্টা করছে। ফলে এই তদন্তের ভবিষ্যৎ সহজেই অনুমান করা যায়। বিচারপতি বসাক আপাতত জেলা পুলিশের হাতেই তদন্ত রেখে নজরদারির পক্ষে মত দেন। আদালতের নির্দেশ, ২৯ সেপ্টেম্বর ওই অভিযুক্ত পুলিশকর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করবে তদন্তকারী সংস্থা। ২৭ অক্টোবর তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট দিতে হবে হাইকোর্টে।

বিরিয়ানি খেয়ে মৃত মুহুরি, অসুস্থ ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, কালনা: পুজোর ছুটি শুরু হচ্ছে। দেখা হবে আবার বেশ কিছুদিন পর। ছুটির প্রাক্কালে বিএলআরও দপ্তরের কর্মীরা একসঙ্গে বিরিয়ানি খাওয়ার আয়োজন করেন। সেই বিরিয়ানি খাওয়ার পরেই অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হল মুহুরি সুমন্ত মল্লিকের। অসুস্থ অবস্থায় বর্ধমান হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রেভিনিউ অফিসার কুন্তল মাঝি। ঘটনা পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী ১ ব্লকে। অস্বাভাবিক মৃত্যুর ঘটনা খতিয়ে দেখ ছে পুলিশ। যদিও মৃত সুমন্ত মল্লিকের স্ত্রীর দাবি, কম পয়সায় কাজ করত স্বামী সেই কারণে অনেক শত্রুও হয়েছিল তাঁর। সেই আক্রশবসত স্বামীকে মারা হতে পারে খাবারে বিষ মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল। পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছে তাঁর স্বামীকে। নাদনঘাট থানায় অভিযোগ জানানো হয়েছে মৃতের পরিবারের তরফে। জানা গিয়েছে,বৃহস্পতিবার রাতে বিরিয়ানি খাওয়ার পর আচমকাই অসুস্থ হয়ে মৃত্যু হয় নাদনঘাট থানার বকপুর পঞ্চায়েতের অন্তর্গত মশাগরিয়া এলাকার যুবক সুমন্ত মল্লিকের। তিনি পূর্বস্থলী ১ নম্বর ব্লকের বিএলআর অফিসে মুহুরি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। পুজোর আগে অফিসে শেষ দিনের উপলক্ষে খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। নিয়ে আসা হয় ৪০ প্যাকেট বিরিয়ানি, যা খেয়েই নাকি দু'জন অসুস্থ হয়ে পড়েন। মৃতের পরিজনদের দাবি, ওই অফিসের কেউই এই ঘটনা শোনার পর হাজির হয়নি এলাকায়। এতেই সন্দেহ আরো বাড়ছে পরিবারের। মৃত ওই যুবকের পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন কালনার এসডিপিও রাখেশ চৌধুরীও। শুক্রবার দুপুরে ঘটনাস্থল তদন্তে যান নাদনঘাট থানার আইসি, ফুড সাপ্লাই ডিপার্টমেন্টের আধিকারিকরা এবং কালনার এসডিপিও রাকেশ চৌধুরী। রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ জানিয়েছেন, মৃতের স্ত্রী যে অভিযোগ করেছেন তা যেমন খতিয়ে দেখবে পুলিশ, তেমনই সরকারি অফিসের ভিতরে কর্মচারিদের মধ্যে কে বা কারা খাওয়া দাওয়ার এইরকম আয়োজন করলেন তাও তদন্ত করে দেখার প্রয়োজন আছে।

বসিরহাট দক্ষিণের হানাবাড়ি এবারও নজর কাড়বে

সুমন তালুকদার

বসিরহাট: পুজোর মরশুমে ভূতের উপদ্রব বেড়েছে বসিরহাটে। ঘরের মধ্যেই ১০-১২টা কঙ্কাল অবিরাম ছোটাছুটি করছে। কখনও আলমারি খুলে বেরিয়েপড়ছে ভূত। আবার কখনও আরাম কেদারায় দোল খাচ্ছে অদৃশ্য ব্রহ্মদৈত্য। কখনও ঘরের ব্যালকনি দিয়ে সাদা শাড়ি পরে হাঁটাচলা করছে ভূতের রানি। সে এক গাঁ ছমছম করা পরিস্থিতি। ধোঁয়া মিশ্রিত আলো আঁধারির ভৌতিক পরিবেশ আর তার সঙ্গে হাড় হিম করা আবহে মধ্যে কখন যে কে ঘাড়ে এসে পড়ে পিলে চমকে দেবে, তার ইয়ত্তা নেই। না এটা কোনও বসত বাড়িতে নয়! অত্যাধুনিক তথ্যপ্রযুক্তি, আলো, শব্দ, আবহ সঙ্গীতকে ব্যবহার করে এমনই মণ্ডপসজ্জায় করে তাক লাগাতে চাইছে বসিরহাটের প্রাণের পুজো কমিটি। মণ্ডপসজ্জার সঙ্গে সমঞ্জস্য রেখে অত্যাধুনিক আলোকসজ্জা ও এসবের সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই তৈরি হচ্ছে প্রতিমা। সব নিয়ে যেন এক গা-হিম করা ভৌতিক পরিবেশ ফুটিয়ে তোলার শৈল্পিক চেষ্টা করছে উদ্যোক্তারা।

পুজো কমিটির সম্পাদক তথা বসিরহাট ১৪ নম্বর ওয়ার্ডে পুরপিতা ভাস্কর মিত্র জানান, 'বসিরহাটের প্রাণের পুজোর এবার চতুর্থ বর্ষের আকর্ষণ 'হানাবাড়ি'। সম্পূর্ণ অডিও ভিজুয়াল পদ্ধতিতে ভূতেদের সঙ্গে দেখা হবে দর্শনার্থীদের। ছোট থেকে বড় সবার আনন্দের ঠিকানা হতে চলেছে এবারের প্রাণের পুজোয়। প্রতিমা মৃণ্ময়ী রূপে পুজো হবে। তবে দেখলে মনে হবে শ্বেতপাথরের

প্রতিমা।' পুজো কমিটির প্রধান পৃষ্ঠপোষক তথা বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক ডাঃ সপ্তর্ষি ব্যানার্জি জানান, 'শেষ দু'বছর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জেলার বিশ্ব বাংলা শারদ সম্মানে ভূষিত হয়েছে প্রাণের পুজো। এবার বিশেষ আকর্ষণ, বসিরহাটের সর্বপ্রথম থ্রিডি লাইটের গেট এবং অত্যাধুনিক আলোকসজ্জা। প্রতিমা শিল্পী স্বনামধন্য বিকাশ নাথের হাতেই প্রতিমা হচ্ছে ২৬ ফুট চওড়া এবং ২১ ফুট লম্বা। আগামী ২৩ সেপ্টেম্বর রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভার্চুয়ালি এই মণ্ডপের উদ্বোধন করবেন। ফলে শেষ মুহূর্তে কাজ চলছে জোরদার গতিতে।'

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া / Union Bank of India

ক্যানিং স্ট্রিট শাখা
৬ডি, গ্রাউন্ড ফ্লোর, আর. এন. মুখার্জি রোড্ধ
কলকাতা - ৭০০ ০০১
ইমেল: ubin0543691@unionbankofindia.bank

ঋণগ্রহীতাকে বিক্রয় সম্পর্কে অবহিত করার নোটিশ (৩০ দিনের নোটিশ)
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর ৬ (২)/৮ (৬) নং রুল অনুযায়ী

Ref.: RO:KOL:8(6):CABS:09:25:001 তারিখ: ১৯.০৯.২০২৫

প্রতি, ঋণগ্রহীতা(গণ)/সহ-আবেদনকারী(গণ) / জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ)

১. **মেসার্স সিইই এএআর বিইই সেলস, যার প্রতিনিধিত্ব করছেন এর স্বত্বাধিকারী শ্রীমতী ঝর্না বণিক,** বারাসাত রোড, ওয়ারলেস গেট, ব্যারাকপুর, কলকাতা - ৭০০ ১২২।

২. **শ্রীমতী ঝর্না বণিক,** বারাসাত রোড, ওয়ারলেস গেট, ব্যারাকপুর, কলকাতা - ৭০০ ১২২।

৩. **শ্রী চিত্তরঞ্জন বণিক,** বারাসাত রোড, ওয়ারলেস গেট, ব্যারাকপুর, কলকাতা - ৭০০ ১২২।

মহাশয়,

বিষয় : সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে ব্যাংকের পাওনা টাকা আদায়ের জন্য ''শ্রী চিত্তরঞ্জন বণিক'' -এর সম্পত্তির বিক্রয়।

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, ক্যানিং স্ট্রিট শাখা, সিকিওর্ড ক্রেডিটর, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর ১৩(২) ধারার অধীনে গত ০৫.০৬.২০২৫ তারিখে একটি দাবি নোটিশ জারি করেছিল, যেখানে আপনাদেরকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বকেয়া টাকা পরিশোধ করার জন্য আহ্বান জানানো হয়েছিল। আপনারা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উক্ত নোটিশের নির্দেশাবলী পালন করতে ব্যর্থ হওয়ায়, অনুমোদিত অফিসার, সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর ৬/৮ নং বিধি সহ উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারার অধীনে গত ০৮.০৯.২০২৫ তারিখে সুরক্ষিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন।

সুরক্ষিত সম্পত্তির দখল নেওয়ার পরেও আপনারা ব্যাংকের বকেয়া টাকা পরিশোধ করেননি। অতএব, এই নোটিশ প্রাপ্তির তারিখ থেকে ৩০ দিন পর অনলাইনে ই-নিলামের মাধ্যমে নিচে উল্লিখিত সম্পত্তি বিক্রয় করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছে। ই-নিলামের তারিখ ও সময় সহ সম্পত্তির রিজার্ভ মূল্য এবং যে পরিষেবা প্রদানকারীর মাধ্যমে ই-নিলাম পরিচালিত হবে তার বিবরণ আপনাদেরকে আলাদাভাবে জানানো হবে।

অতএব, যদি আপনারা বিক্রয় নোটিশ প্রকাশের তারিখের পূর্বে ব্যাংকের পাওনা টাকা, সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাংকের দ্বারা ব্যয়িত অর্থ পরিশোধ করেন, তবে সম্পত্তি বিক্রির জন্য আর কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে না এবং আপনারা সারফেইসি আইনের ১৩(৮) ধারার বিধান অনুযায়ী আপনাদের সম্পত্তি মুক্ত করতে পারবেন।

১৯.০৯.২০২৫ অনুযায়ী আপনাদের অ্যাকাউন্টগুলিতে বকেয়া পাওনা নিম্নরূপ:

সুবিধা ও অ্যাকাউন্ট নম্বর	সীমা	বকেয়া স্থিতি	অবশিষ্ট ব্যয়িত অর্থ	অবশিষ্ট ইউআরআই	অবশিষ্ট ডামি পরিমাণ	মোট পাওনা
ক্যাশ ক্রেডিট এ/সি নং ৪৩৬৯০৫০০৪০০১২০৭৮	৩,০০,০০,০০০.০০ টাকা	৩,২৭,৫৬,৯৭৪.১৯ টাকা	৩,৮৯,৯১৫.০০ টাকা	০.০০ টাকা	১৪,২৩,০১৬.০০ টাকা	৩,৪৫,৬৯,৯০৫.১৯ টাকা

মোট পাওনা ৩,৪৫,৬৯,৯০৫.১৯ টাকা (তিন কোটি পঁয়তাল্লিশ লক্ষ উনসত্তর হাজার নয়শত পাঁচ টাকা এবং উনিশ পয়সা মাত্র) **১৯.০৯.২০২৫** তারিখের হিসাবে এবং সেই সঙ্গে পরবর্তী সুদ, খরচ, চার্জ এবং ব্যাংকের দ্বারা ব্যয়িত অর্থ সহ।

সম্পত্তির তফসিল

১) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি-সম্পত্তি যার পরিমাপ প্রায় ১৩ কাঠা এবং যার ওপর একটি ভবন রয়েছে, যা মৌজা- মোহনপুর, জে.এল. নং ৮, আর.এস. নং ৬৩, তৌজি নং ২২৫, খতিয়ান নং ৫৭০, ৫৫৪, দাগ নং ৬৮৩, ৬৮২ এর অধীনে মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, এ.ডি.এস.আর. অফিস - ব্যারাকপুর, থানা - টিটাগড়, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। **চৌহদ্দি:** উত্তর দিকে- সরস্বতী সাহার বাড়ি দ্বারা, দক্ষিণ দিকে- গ্রিন চিলিস হোটেল দ্বারা , পূর্ব দিকে- কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে দ্বারা; পশ্চিম দিকে- শ্রীমতী ঝর্না বণিকের বাড়ি দ্বারা পরিবেষ্টিত।

২) সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি-সম্পত্তি যার পরিমাপ প্রায় ৬০.২৭ কাঠা এবং যার ওপর একটি ভবন/গুদাম রয়েছে, যা মৌজা - মোহনপুর, জে.এল. নং ৮, আর.এস. নং ৬৩, তৌজি নং ১৪৭, আর.এস. খতিয়ান নং ৬৭, ২৪, ২৫, ৫১, ৫০, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৮৫, ৯৩৭, ৭৩৪, ১১৬১, ৯৪৮, আর.এস. দাগ নং ২৩৭, ২৯২, ২৩৩, ২৯০, ২৩৪, এল.আর. দাগ নং ৮০৩, ৮০২, ৮০৫ এর অধীনে মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, এ.ডি.এস.আর. অফিস- ব্যারাকপুর, থানা - টিটাগড়, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-এ অবস্থিত। **চৌহদ্দি:** উত্তর দিকে- দাগ নং ২৩২, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৯ দ্বারা; দক্ষিণ দিকে- দাগ নং ২৯১ এবং ৮ ফুট চওড়া সাধারণ পথ দ্বারা; পূর্ব দিকে-দাগ নং ২৩২ দ্বারা; পশ্চিম দিকে- আংশিকভাবে দাগ নং ২৩৮, ২৩৯ এবং আংশিকভাবে কল্যাণী এক্সপ্রেস হাইওয়ে দ্বারা পরিবেষ্টিত।

তারিখ : ১৯.০৯.২০২৫
স্থান : কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পঞ্জাব নৈশনল বৈংক / punjab national bank

সারফেইসি অ্যাক্ট অধীনে বিক্রয়ের অভিপ্রায় সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

মুর্শিদাবাদ সার্কেল অফিস, ২৬/১১, শহিদ সূর্য সেন রোড, পোস্ট-বহরমপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, (পঃবঃ), ই-মেইল: cs8283@pnb.co.in

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬) সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(৪) এবং অধীনে নোটিশ

প্রিয় মহাশয়/মহাশয়া,

অনুগ্রহ করে নিম্নস্বাক্ষরকারী/পিএনবি, সার্কেল অফিস মুর্শিদাবাদ কর্তৃক সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর সেকশন ১৩(২) অধীনে জারি করা নোটিশ এবং সেই সাথে নিম্নলিখিত সম্পত্তিগুলির দখল নেওয়ার সময় নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক জারি করা দখল নোটিশটি দেখুন।

ক্র.নং-১

CO/MSD/Intended Sale Notice/2372/2025-26 শাখা: জিয়াগঞ্জ (০৩৩৩২০) তারিখ: ২৬.০৯.২০২৫

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/ অংশীদার/বন্ধকদাতার নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবির নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পাওনা
মহঃ আকসারুল হক পিতা- মহঃ মারজেম হোসেন গ্রাম ও ডাকঘর- কোলান সোনাডাঙ্গা, থানা- রানীতলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২৩।	জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যার মৌজা- পলাশী সোনাডাঙ্গা, জে.এল. নং ৯৩, এল.আর. প্লট নং ৩২, পুরাতন হাল খতিয়ান নং ৬৫৫/২, ৪৭১/১, ৭১৪/১, নতুন এল.আর. খতিয়ান নং ৩৫৭৫-এর অধীনে অবস্থিত, যার পরিমাপ ৪.২০৫ ডেসিমেল, জমির প্রকার- ভিটি, আমধরা গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীন, থানা- রানীতলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ। সম্পত্তিটি ২০২০ সালের ৩২২৫ এবং ২০২২ সালের ১১৩৩-এর গিফ্ট ডিড অনুযায়ী, যা এ.ডি.এস.আর. ভগবানগোলায় নিবন্ধিত। **স্বত্বাধিকারী: মহঃ আকসারুল হক,** পিতা- মহঃ মারজেম হোসেন, গ্রাম ও ডাকঘর- কোলান সোনাডাঙ্গা, থানা- রানীতলা, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১২৩। **সম্পত্তির চৌহদ্দি:** উত্তর- মিনহাজুদ্দিন শেখ-এর জমি দ্বারা, দক্ষিণ- আসিরুদ্দিন শেখ-এর বাড়ি দ্বারা, পূর্ব- ইয়াদ শেখ -এর জমি দ্বারা, পশ্চিম- পঞ্চায়েত রাস্তা দ্বারা পরিবেষ্টিত।	ক) ০৪.১২.২০২৩ খ) ২২.০৪.২০২৫ গ) ১৮,২২,১৯৫.৪৪ টাকা (আঠারো লক্ষ বাইশ হাজার একশত পঁচানব্বই টাকা এবং চুয়াল্লিশ পয়সা মাত্র) যা ৩০/১১/২০২৩ অনুযায়ী সুদ সহ ধার্য করা হয়েছে ৩০.১১.২০২৩ পর্যন্ত।

ক্র.নং-২

CO/MSD/Intended Sale Notice/2373/2025-26 শাখা: বেলডাঙ্গা (০২৩০২০) তারিখ: ২৬.০৯.২০২৫

ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/ অংশীদার/বন্ধকদাতার নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	ক) দাবির নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) বকেয়া পাওনা
সাদেক আলী পিতা- কওসার আলী, মির্জাপুর, মুন্সিপাড়া, ডাকঘর- মির্জাপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩।	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল জমি ও বিল্ডিং এর ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যা মৌজা- বারুয়া, জে.এল. নং ৬০, আর.এস. খতিয়ান নং ১৪২, আর.এস. দাগ নং ২২৫১, এল.আর. দাগ নং ২৪৪৪-এ অবস্থিত, মোট পরিমাপ ৫.০০ ডেসিমেল যার মধ্যে ৪.৬৯ ডেসিমেল সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া আছে এবং তার উপর নির্মিত একতলা বিল্ডিং সহ দেবকুণ্ডু গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে অবস্থিত, ডাকঘর- মির্জাপুর, থানা- বেলডাঙ্গা, জেলা- মুর্শিদাবাদ। **স্বত্বাধিকারী: সাদেক আলী,** পিতা- কওসার আলী, মির্জাপুর, মুন্সিপাড়া, ডাকঘর- মির্জাপুর, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন- ৭৪২১৪৩ **চৌহদ্দি:** উত্তরে- ৬ ফুট প্ল্যাটিং কাঁচা রাস্তা দ্বারা, দক্ষিণে- ইব্রাহিম শেখ-এর বাড়ি দ্বারা, পূর্বে- ভেলু শেখ-এর খালি জমি দ্বারা, পশ্চিমে- আমজাদ চৌধুরীর খালি জমি দ্বারা পরিবেষ্টিত।	ক) ২০.০৯.২০২২ খ) ০৩.১২.২০২২ গ) ৭,৮৬,৬৮৩.২২ টাকা (সাত লক্ষ ছিয়াশি হাজার ছয়শত তিরাশি টাকা এবং বাইশ পয়সা মাত্র) ১০.০৮.২০২১ অনুযায়ী, ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্তসুদ সহ ধার্য করা হয়েছে ।

এই প্রসঙ্গে, আপনাকে এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে যে আপনি যেন এই নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পাওনাদি, তার উপর ধার্য আরও সুদ ও চার্জ সহ, এবং উক্ত সম্পত্তির দখল নেওয়ার সময় ও তার পরে সংরক্ষণের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা খরচ হওয়া সর্বশেষ সুদ ও ব্যয়ের সাথে এই নোটিশ জারির তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করেন এবং নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট থেকে উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি মুক্ত করে নেন। যদি আপনি উক্ত সময়ের মধ্যে উপরিউক্ত অর্থ পরিশোধ করতে ব্যর্থ হন, তবে বকেয়া অর্থ আদায়ের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী উল্লিখিত সম্পত্তিগুলি বিক্রি করতে এবং উক্ত আইন ও বিধিমালার বিধান অনুসারে অন্য যে কোনো পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হবেন।

তারিখ: ২৬.০৯.২০২৫
স্থান: বহরমপুর

চিফ ম্যানেজার
অনুমোদিত অফিসার, পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক সিকিওর্ড ক্রেডিটর

SBI

স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, দক্ষিণবঙ্গ
জীবন দীপ বিল্ডিং, ৩য় তল,১,মিডলটন স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০ ০৭১
ফোন: (০৩৩) ২২৮৮-৪৪৩৭, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২৮৮- ৪৩০২, ই-মেইল: sbi.15196@sbi.co.in

ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: তপন কুমার রায়, ই-মেইল আইডি: sbi.15196@sbi.co.in, মোবাইল নং: ০৮০০১২০৭৮১১

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৯ (১) ও ৮ (৬) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।

এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ/ বন্ধকদাতাগণ কে নোটিশ দেওয়া হল যে নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধকীকৃত আছে, যার **বাস্তবিক দখল** স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া সিকিউরড ক্রেডিটর এর অনুমোদিত অফিসার দ্বারা নেওয়া হয়েছে **''যেখানে যেমন আছে'', ''যা যেমন আছে''** এবং **''সেখানে যা কিছু আছে''**-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে নিম্নবর্ণিত তারিখে।

ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ১৭.১০.২০২৫ (ক্র. নং. -১)
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২১.১০.২০২৫ (ক্র. নং. -২)
অকশনের সময় : সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টে পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

ক্র. নং	ইউনিট /ঋণগ্রহীতা/ জামিনদারের নাম	যে সম্পদ বিক্রি করা হচ্ছে তার বিবরণ	বকেয়া পাওনা	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি @ ১০% গ) দর বৃদ্ধির পরিমান
১.	**ঋণগ্রহীতা(গণ):** **শ্রী সুমিত কুমার বোস** পিতা- সুনীল কুমার বোস **এবং** **শ্রীমতি রাখি কুণ্ডু** স্বামী- শ্রী সুমিত কুমার বোস **সকলের ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং ৩০৩, ব্লক-২, ৩য় ফ্লোর, কেশব ধাম কমপ্লেক্স, ৮০, আলা বাবু শিরে রোড, বেলুড়মঠ, হাওড়া- ৭১১২০২ **এছাড়াও** ১১/৩/বি, ধর্মতলা রোড, বেলুড়মঠ, হাওড়া- ৭১১২০২	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সম্পূর্ণ স্ব-নির্ভর ফ্ল্যাট নং '৩০৩' ব্লক-২ এর তৃতীয় ফ্লোরের উত্তর-পূর্ব কোণে অবস্থিত, যা 'কেশব ধাম কমপ্লেক্স' নামক আবাসিক ভবনে অবস্থিত এবং যার মধ্যে আছে ২টি (দুটি) বেডরুম, ১টি (একটি) রান্নাঘর, ২টি (দুটি) শৌচাগার, ১টি (একটি) হল এবং ১টি (একটি) বারান্দা, যা উপরে লিখিত ফার্স্ট সিডিউলে বর্ণিত জমির চিহ্নিত অংশ বা অংশের উপর নির্মিত, যার পরিমাপ প্রায় ৭৫০ বর্গফুট বা সামান্য কমবেশি, সুপার বিল্ট আপ এলাকাসহ এবং যার সাথে ভবনের জমির অবিভক্ত সমানুপাতিক অবিচ্ছেদ্য অংশ রয়েছে এবং জমিটি বালি মিউনিসিপ্যালিটি প্রেমিসেস নং ৮০, লালা বাবু শিরে রোড, পো- বেলুড় মঠ, থানা-বালি, জেলা-হাওড়া- ৭১১২২, ওয়ার্ড নং ১২-এর অন্তর্গত। **সম্পত্তিটি শ্রী সুমিত কুমার বোস এবং শ্রীমতি রাখি কুণ্ডুর নামে আছে।** ২০১০ সালের ০৩৭৪৭ দলিল নং-এর মাধ্যমে বুক-১, সিডি ভলিউম নং ১৭, পৃষ্ঠা ১২০৫ থেকে ১২৪ পর্যন্ত এডিএসআর, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-এ নিবন্ধিত। **সম্পত্তিটি বাস্তবিক দখল অধীনে**	১৯,০৩,৮৮০.০০ টাকা **(উনিশ লক্ষ তিন হাজার আটশো আশি টাকা মাত্র) ২৬.১০.২০২৩** তারিখ **অনুযায়ী, এর ওপর ২৭.১০.২০২৩** তারিখ থেকে আরও সুদ এবং আনুষঙ্গিক খরচাদি ও ব্যয় সহ।	ক) ২১,০২,০০০.০০ টাকা খ) ২,১০,২০০.০০ টাকা গ) ২৫,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১, ৭০১৯২২৩৬৯৬ পরিদর্শনের তারিখ: ১০.১০.২০২৫
২.	**ঋণগ্রহীতা:** **শ্রীমতি অনিন্দিতা মুখার্জি** স্বামী- পঙ্কজ মুখার্জি, **ঠিকানা:** ৮ শ্রীপুর স্কুল রোড, (বাঘেরঘোল রোড), থানা- সোনারপুর, কলকাতা- ৭০০১০৩ **এবং** বাঘেরঘোল, নবোদয় পল্লী, বনহুগলী, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১০৩	সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল সমস্ত বাস্তু জমি প্রায় ৭ ডেসিমেল (মোট ১৫.৫৬ ডেসিমেল বা ৯ কাঠা ০৬ ছটাক ২৮ বর্গফুট কমবেশি দলিল নং ১৯০১০২০৮২ অনুসারে) এবং এর সাথে জি +২ তলা ইটের তৈরি আবাসিক বাড়ি, যার সিমেন্টের মেঝে এবং কোনো লিফট সুবিধা নেই, যা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মালিকানাধীন, দক্ষিণ ২৪ পরগনার মাননীয় কালেক্টরের অধীনে রায়তি দখলদারিত্বের অধিকার রয়েছে। জমিটির মৌজা - শ্রীপুর বাঘের ঘোল, তৌজি নং-১, জে.এল. নং- ৫৯, রে- সা নং-১৭২, সি.এস. এবং আর.এস. খতিয়ান নং-১৬৬, এল.আর. খতিয়ান নং ৩৮৪, আর.এস. দাগ নং-১৪৮৫, এল.আর. দাগ নং-২১৫২, বাস্তু জমির পরিমাপ প্রায় ০৫ শতক, আর.এস. খতিয়ান নং-২৪৭, এল.আর. খতিয়ান নং-৩৮৪, আর.এস. দাগ নং-১৫৩৬, এল.আর. দাগ নং-২১৪০, বাস্তু জমির পরিমাপ প্রায় ০২ শতক, যা রাজপুর - সোনারপুর মিউনিসিপ্যালিটির এখতিয়ারের মধ্যে, ওয়ার্ড নং-৩২, হোল্ডিং নং-৮, শ্রীপুর স্কুল রোড (বাঘের ঘোল রোড), থানা এবং অতিরিক্ত জেলা সাব-রেজিস্ট্রার অফিস সোনারপুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা-এর অধীনে ২০১৯ সালের দলিল নং-১৯০১০২০৮২ **অনুযায়ী, শ্রীমতী অনিন্দিতা মুখার্জীর নামে রয়েছে।**	৮৭,১৭,৪০০.০০ টাকা **(সাতাশি লক্ষ সতেরো হাজার চারশো টাকা মাত্র) ১৫.০১.২০২৪** তারিখ অনুযায়ী, চুক্তিতে উল্লেখিত হারে চূড়ান্ত পেমেন্টের তারিখ পর্যন্ত আরও সুদ সহ।	ক) ৭৪,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৭,৪০,০০০.০০ টাকা গ) ৫০,০০০.০০ টাকা যোগাযোগের ব্যক্তি ৮০০১২০৭৮১১, ৯৬৭৪৭৭৫৩০৭ পরিদর্শনের তারিখ: ১৪.১০.২০২৫

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা https://BAANKNET.com এ দেওয়া নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে ।
যেকোন অনুসন্ধানের জন্য যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com বা যোগাযোগ নং-৮২৯১২২০২২০ তে

ইচ্ছুক দরদাতাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার আগে উপরে উল্লিখিত সাইটে আপলোড করা বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী দেখার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

তারিখ: ২৭.০৯.২০২৫,
স্থান: কলকাতা

কোনো বিবাদের ক্ষেত্রে ইংরেজি সংস্করণ প্রাধান্য পাবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

সন্দেশখালির ছায়া বেরুগ্রামে?

তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর দ্বন্দ্বে আক্রান্ত পুলিশ, গাড়ি ভাঙচুর

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: এক বছর আগের ঘটনা হলেও জনমানসে এখনও টাটকা হয়ে আছে সন্দেশখালির সন্ত্রাস কাহিনী। এবার একই রকম সন্ত্রাস ও অত্যাচারের ঘটনায় তপ্ত পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার বেরুগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার চক্ষণজাদি গ্রাম। সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের মতো সন্ত্রাস ও অত্যাচার চালানোর অভিযোগে বেরুগ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধানের স্বামী শেখ ফিরোজে বিরুদ্ধে। সম্প্রতি গর্জে উঠেছিলেন চক্ষণজাদির বাসিন্দারা। যদিও সেই ফিরোজ এখন গ্রামছাড়া। অভিযোগ, ফিরোজকে শাজাহান বানানোর পেছনে গ্রামের মানুষকে উস্কে ছিল বেরু গ্রামের অঞ্চল সভাপতি শাহাবুদ্দিন (দানি)। তারইমধ্যে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় ফিরোজের ভাই শেখ চাঁদের বিরুদ্ধে আছড়ে পড়ে জনরোষ। তাঁকে জনরোষ থেকে মুক্ত করতে গিয়ে আক্রান্ত হয় পুলিশও। ভাঙচুর হয় পুলিশের গাড়ি। কোনও রকমকে পরিস্থিতি সামল দিয়ে পুলিশ শেখ চাঁদ-কে জনরোষের হাত থেকে উদ্ধার করে জামালপুর গ্রামীণ হাসপাতালে পৌঁছায়। রাতে বিশাল পুলিশ বাহিনী চক্ষণজাদি গ্রামে পৌঁছে শুরু করে ধরপাকড় অভিযান। উত্তেজনা থাকায় রাতে গ্রামে পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়। পুলিশ ঘটনার সঙ্গে কোনও রাজনৈতিক যোগ বিষয়ে সুস্পষ্টভাবে কিছু না জানালেও, স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, পূর্ব বর্ধমানের জামালপুরে দামোদর তীরবর্তী বিস্তীর্ণ বালিই এখানকার মূল রাজনীতি। এখানে বালির রাজনীতি চলে। কার দখলে থাকবে বেআইনি বালির কারবার সেই নিয়েই চলে নেতাদের মধ্যে লড়াই। যেমন এখানে পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী শেখ ফিরোজ আর তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি শাহাবুদ্দিন শেখ ওরফে দানির মধ্যে চলছে লড়াই। বালির কারবারের অর্থের ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে বিরোধের জেরেই দুই নেতা একে অপরের শত্রু হয়ে যান। যদিও শেষ পর্যন্ত শেখ শাহাবুদ্দিন তাঁর ধুরন্ধর রাজনৈতিক চালে ফিরোজকে ব্যাকফুটে পাঠিয়ে দিতে সক্ষম হন। জনরোষে ফিরোজ এলাকা ছাড়া হতে বাধ্য হয়েছেন। ফিরোজের বিরুদ্ধে পাহাড় প্রমাণ অভিযোগও জমা পড়েছে জামালপুর থানায়।

আক্রান্ত শেখ চাঁদ জানান, 'জামালপুর থানার মেজবাবু আমায় বলেছিলেন বাইরে চলে যাবি। আমি কোচবিহারে চলে গিয়েছিলাম। দু'দিন আগে আমি গ্রামে এসেছি। তার টিকিট আমার কাছে এখনও আছে। আগামী মঙ্গলবার আমার ফের কোচবিহার যাওয়ার কথা ছিল। আমি কিছু করিনি। তবুও ওরা এদিন আমায় ব্যাপক মারধর করলো।' এ নিয়ে পুলিশের কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। অঞ্চল ও ব্লক তৃণমূলের নেতারাও গোটা ঘটনা নিয়ে কার্যত মুখে কুলুপ এঁটেছেন। এই ঘটনায় পুলিশ ১৭ জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের মধ্যে কয়েকজনের পরিবারের দাবি ঘটনার সময় তারা ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না। পরে তারা সেখানে যায়। আর তখনই পুলিশ তাদের গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে।

ভগ্ন রামকৃষ্ণ সেতুর হাইটবারের জেরে নাজেহাল পুজো উদ্যোক্তারা

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগের রামকৃষ্ণ সেতুর হাইটবারের জন্য সমস্যায় পুজো উদ্যোক্তারা। সেতু পারাপারের প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে হাইটবার। চতুর্থীর দিন সকাল থেকেই মণ্ডপে মণ্ডপে প্রতিমা পৌঁছে যাচ্ছে। হুগলির গোঘাট-সহ আশপাশের বেশ কয়েকটি জেলায় পুজো উদ্যোক্তাদের পড়তে হচ্ছে সমস্যায়। কারণ, ভগ্ন রামকৃষ্ণ সেতুর মেরামতির কাজে ভারী যানবাহন চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে প্রশাসন। সেতুর দু'পাশে বসানো হয়েছে 'হাইট বার'। আর সেই হাইটবারেই আটকে যাচ্ছে প্রতিমা বহনকারী ছোট হাতি বা ট্রাক। শুক্রবার গোঘাট ২ নম্বর ব্লকের বদনগঞ্জ পঞ্চায়েতের কৃষ্ণগঞ্জ এলাকার এক ক্লাবের প্রতিমা নিয়ে যাওয়ার সময় এমনই দৃশ্য ধরা পড়ে। প্রতিমা নিয়ে যেতে উদ্যোক্তাদের গাড়ির চাকার হাওয়া কমিয়ে প্রতিমা নিয়ে যেতে হচ্ছে। এতে শুধু সময় নষ্ট নয়, প্রতিমা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কাও তৈরি হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে গাড়িচালক শোভন হাজরা জানান, 'প্রতিমা নিয়ে যেতে ভীষণ সমস্যায় পড়ছি। চাকার হাওয়া কমিয়ে কোনরকমে প্রতিমা পার করতে হচ্ছে। প্রশাসনের কাছে আমাদের অনুরোধ, অন্তত পুজোর সময়টা হাইটবার কিছুটা ওপরে তোলা হোক। তাহলেই মণ্ডপে প্রতিমা পৌঁছে দেওয়া সহজ হবে।' স্থানীয় পুজো উদ্যোক্তাদের দাবি, পুজোর মরশুমে এই সমস্যার দ্রুত সমাধান না হলে আরও বহু ক্লাবকে চরম দুর্ভোগের মুখে পড়তে হবে। সবমিলিয়ে রামকৃষ্ণ সেতু সংস্কারের কাজ চলায় হাইটবার লাগাতে বাধ্য হয় প্রশাসন।

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ এর সংশোধনী
(সিলভারটন স্পিনারস লি -দেউলিয়াগ্রস্ত সম্পর্কিত)

এই সংশোধনী পূর্বে প্রকাশিতর ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ তারিখ ২৬.০৯.২০২৫ অনুযায়ী সিলভারটন স্পিনারস লি.এর সম্পদ বিক্রয় সম্পর্কিত।
এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য আবশ্যক হলফনামা এবং নথি দাখিলের শেষ তারিখ সংশোধন করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দাখিলের পরিবর্তিত শেষ তারিখ ২৯.১০.২০২৫ সকাল ১১ টা পর্যন্ত (পূর্বের নোটিশে ১৭.১০.২০২৫ তারিখের পরিবর্তে)।
ই-নিলাম নির্ধারিত মতে ৩১.১০.২০২৫ তারিখে সম্পাদিত হবে।
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশের অন্যান্য সকল নিয়ম এবং শর্তাদি অপরিবর্তিত থাকবে।

প্রতিম বয়াল
লিকুইডেটর- সিলভারটন স্পিনারস লিমিটেড সম্পর্কিত
রেজি নং **IBBI/IPA-003/IP-N00213/2018-19/12385**

রেজি অফিস ঠিকানা :	যোগাযোগের নির্দিষ্ট জন্য প্রজেক্ট-নির্দিষ্ট ঠিকানা :
ফলতা ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্রোথ সেন্টার, সেক্টর নং -৪, ফলতা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা- ৭৪৩৫০৪, পশ্চিমবঙ্গ। তারিখ : ২৭.০৯.২০২৫ স্থান : কলকাতা।	৭০৮, ৮মতল, সেন্ট্রাল প্লাজা, ২/৬ শরৎ বোস রোড, কলকাতা -৭০০০২০। যোগাযোগের নং : (-৯১) ৯৯০৩৮৮৬৭৮২। ইমেল আইডি (প্রসেস নির্দিষ্ট) : silvertonspinners.liquidation@gmail.com

ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক Union Bank of India

আন্দুল রোড শাখা
৭১/৬, জ্যোতিষ আর্কেড
৭১/৬, দানেশ সেখ লেন, হাওড়া
পিন - ৭১১ ১০৯।

পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা সাধারণ জনগণকে জানানো হচ্ছে যে, **ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া,** ব্যাঙ্ক / রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার বিদ্যমান নিয়ম ও প্রবিধান অনুসারে, এবং তাতে বর্ণিত যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে, নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা/ব্যক্তিকে **ইচ্ছাকৃত খেলাপি** হিসাবে ঘোষণা করেছে

ক্রমিক নং	ঋণগ্রহীতা
১	শ্রী অর্ণব চৌধুরী

ব্যাঙ্ক, ঋণগ্রহীতা / জামিনদারকে তাঁকে ইচ্ছাকৃত খেলাপি হিসাবে ঘোষণা করার বিষয়ে ব্যাংকের সিদ্ধান্ত জানিয়ে উপযুক্ত যোগাযোগ করেছে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমতি অনুসারে, ব্যাঙ্ক সাধারণ জনগণের তথ্যের জন্য **ইচ্ছাকৃত খেলাপিদের** ছবি প্রকাশ করছে।

তারিখ: ২৬.০৯.২০২৫
স্থান: কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি এবং দেউলিয়া কোডের অধীনে বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
মেসার্স গ্যালিয়াম ডিলার প্রাইভেট লিমিটেড (ভলান্টারি লিকুইডেশন)
লিকুইডেটরের ঠিকানা : ৮, এন. এন. মুখার্জি থার্ড লেন, উত্তরপাড়া
হুগলি-৭১২২৫৮, পশ্চিমবঙ্গ

মেসার্স গ্যালিয়াম ডিলার প্রাইভেট লিমিটেড (স্বেচ্ছা দেউলিয়া) CIN No. U51909WB1995PTC067670 এর নিম্নোক্ত সম্পদ এবং সম্পত্তি যা দেউলিয়া এস্টেটের অংশ বিক্রয় করা হবে লিকুইডেটর কর্তৃক ই-নিলাম মাধ্যমে 'যেখানে যা আছে'। যেথানে যেমন আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে এবং পরিবর্ত ভিত্তি ব্যতীত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে :

সম্পদের বিবরণ	পর্যবেক্ষণের তারিখ	নিলামের তারিখ এবং সময়	সংরক্ষিত মূল্য (লাখ টাকায়)	ইএমডি পরিমাণ এবং নথি দাখিলের শেষ তারিখ (লাখ টাকায়)
ব্লক ১ : ভেহিকেলগুলি	**১৯ অক্টোবর ২০২৫ তারিখের পূর্বে।**	২৫ অক্টোবর, ২০২৫ (সকাল ১০.৩০ টা থেকে বিকেল ৪.৩০ পর্যন্ত) প্রতিটি ৫ মিনিটের সম্প্রসারণ সাপেক্ষে।	১২.৫৯,	১.২৬ ১১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখের পূর্বে,
ব্লক ২ : আসবাব, অফিস সরঞ্জাম এবং কম্পিউটার।			০.৫৫	০.০৬ ১১ অক্টোবর ২০২৫ তারিখের পূর্বে

১. আগ্রহী আবেদনকারীরা অনলাইন ই-নিলামের শর্তাবলী, ই-নিলাম বিড ফর্ম, যোগ্যতার মানদণ্ড, দরদাতাদের ঘোষণা, ইএমডি প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদির বিস্তারিত তথ্য সম্বলিত সম্পূর্ণ ই-নিলাম প্রক্রিয়া তথ্য নথি দেখতে পারেন, যা লিংকস্টার ইনফোসিস প্রাইভেট লিমিটেডের ওয়েবসাইট **https://www.eauctions.co.in** অথবা ই-মেইল admin@eauctions.co.in এর মাধ্যমে পাওয়া যাবে।
২. লিকুইডেটরের যেকোনো সময় ই-নিলামের যেকোনো শর্তাবলী গ্রহণ বা বাতিল, সম্প্রসারণ বা পরিবর্তন ইত্যাদি করার অধিকার রয়েছে। কোনো কারণ না দেখিয়েই যেকোনো দর প্রত্যাখ্যান করার অধিকার তার রয়েছে। লিকুইডেটর যেকোনো সময় ই-নিলাম বাতিল করতে পারেন, কোনো কারণ না দেখিয়েই।
৩. ই-নিলাম প্ল্যাটফর্ম **www.eauctions.co.in** আগ্রহী দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটগুলি পরিদর্শন করে দর জমা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
৪. ইএমডি শুধুমাত্র ডিমান্ড ড্রাফ্টের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।

স্বা/-
সুদীপ্ত ঘোষ, লিকুইডেটর
আইবিবিআই রেজি. নম্বর **IBBI/IPA-001/IP-P00484/2017-18/10872**
admin@eauctions.co.in (প্রক্রিয়া এবং নির্দিষ্ট)
সেল নম্বর ৯২৩০৮২৩০৩৩/৭০০৩৩৮৪২৮৯

তারিখ : ২৭.০৯.২০২৫
স্থান : কলকাতা

সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড
CIN : L45209WB1924PLC004969
রেজিঃ অফিস : 'সিমপ্লেক্স হাউজ', ২৭, শেক্সপিয়র সরণি, কলকাতা- ৭০০ ০১৭
ফোন: + ৯১ ০৩৩ ২৩০১ ১৬০০, ফ্যাক্স: ০৩৩ ২২৮৯ ১৪৬৮
ই-মেল: secretarial.legal@simplexinfra.com ওয়েবসাইট : www.simplexinfra.com

শেয়ারহোল্ডারগণের প্রতি বিজ্ঞপ্তি

ভৌত আকারে শেয়ারসমূহ এর স্থানান্তর অনুরোধের পুনর্নথিভুক্তকরণ এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থার বিজ্ঞপ্তি

সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 তারিখ ২ জুলাই ২০২৫ অনুযায়ী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারগণকে অবহিত করা হচ্ছে যে, ০১ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের পূর্বে যে সকল ভৌত আকারে শেয়ার দাখিল পুনর্নথিভুক্তকরণের জন্য দাখিল করা হয়েছিল এবং অপ্রতুল নথি/প্রক্রিয়া/বা অন্য কারণে বাতিল/ফেরত/ব্যবস্থিত হয়নি সেগুলি পুনর্নথিভুক্ত করণের জন্য।

০৭ জুলাই ২০২৫ থেকে ০৬ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখ পর্যন্ত ছয় মাসের মেয়াদে এক বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই সময়কালে, সমস্ত পুনর্নথিভুক্ত করা সিকিউরিটিজ শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিম্যাট) আকারে ইস্যু করা হবে।

যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের স্থানান্তর অনুরোধ কোম্পানি বা তার রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর কাছে জমা দিতে পারেন।

পুনর্নথিভুক্তকরণ প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন বা সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন :

যোগাযোগের ঠিকানা	
সেক্রেটারিয়াল ডিপার্টমেন্ট সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড, "সিমপ্লেক্স হাউস" ২৭, শেক্সপিয়র সরণি কলকাতা -৭০০০১৭ ফোন (০৩৩) ২৩০১১২১৫/২১৬/১৬০০ ইমেল : secretarial.legal@simplexinfra.com ওয়েবসাইট www.simplexinfra.com	মেসার্স এমসিএস শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট লিমিটেড ৩৮৩, লেক গার্ডেনস, ২য় তল, কলকাতা-৭০০ ০৪৫ ফোন (০৩৩) ৪০৭২৪০৫১/৫২ ফ্যাক্স (০৩৩) ৪০৭২৪০৫০ ইমেল mcssta@rediffmail.com/ mcssta2012@gmail.com

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
সিমপ্লেক্স ইনফ্রাস্ট্রাকচারস লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
বি. এল. বাজোরিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং
কমপ্লায়েন্স অফিসার
M. No. F3020

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ২৬.০৯.২০২৫

FORM NO. 3
[See Regulaton 15 (1) (a)]

IN DEBTS RECOVERY APPELLATE TRIBUNAL AT KOLKATA
9, Old Post Office Street, 7th Floor, Kolkata - 700001
Misc Appeal No. 70 OF 2025
Arising Out of SA NO. 456 of 2025 in DRT III AT Kolkata

এল&টি হাউসিং ফিন্যান্স লিমিটেড। ...আবেদক

বনাম

মেসার্স সানি ওয়াল্ড এবং অন্যান্য ...উত্তরদাতা।

সমীপে
মেসার্স সানি ওয়ার্ল্ড,
400/B/2F, নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু রোড,
কোলকাতা – 700047, পশ্চিমবঙ্গ।

আদেশপত্র

1. যেহেতু আবেদক কোলকাতাতে Ld. প্রিসাইডিং অফিসার, ডেটস রিকভারী ট্রাইবুনাল III কর্তৃক গৃহীত আদেশ এবং অন্যান্য পরিত্রাণের বিরুদ্ধে সিকিউরিটাইজেশন অ্যাণ্ড রিকন্‌স্ট্রাকশন অফ ফিন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যাণ্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেষ্ট অ্যাক্ট, 2002–এর 18 ধারাধীনে একটা আপীল দায়ের করেছেন। তাই আপনাকে এতদ্বারা দাবির উত্তর দিতে 26/11/2025 তারিখে এই ট্রাইবুনালের সামনে সকাল 10টা 30 মিনিটে বা ট্রাইবুনালের সুবিধা অনুসারে তারপরে অবিলম্বে এমন সময়ে হাজির হতে এবং লিখিত বিবৃতি দায়ের করতে তলব করা হয়েছে।

2.আপনি কোনো দস্তাবেজ দায়ের করা মনস্থ করলে, আপনি বিবৃতির সঙ্গে একত্রে একটা তালিকা সহ সমবিষয় দায়ের করতে পারেন।

3. ব্যক্তিগত রূপে বা যথাযথভাবে নির্দেশিত একজন উকিল৺অ্যাডভোকেট দ্বারা ট্রাইবুনালের সামনে আপনি হাজিরা দিতে আসার ক্ষেত্রে আপনাকে আপনার রেজিষ্টার্ড ঠিকানা এবং হাজিরার একটা মেমো দায়ের করতে হবে।

4. মনে রাখুন যে, পূর্বে এরমধ্যে উল্লেখিত দিনে আপনার হাজিরার বিফলতায়, মামলা শোনা হবে এবং আপনার অনুপস্থিতি নির্ধারিত হবে।

এই আদেশ আমার স্বাক্ষর এবং এই ট্রাইবুনালের সীল অধীনে 22 সেপ্টেম্বর, 2025 তারিখে দেওয়া হয়েছে।

আধিকারিকের স্বাক্ষর

আদেশপত্র জারি করতে অনুমোদিত

SBI

এসবিআই আরএসিপিসি-কাম-এসএআরসি হাওড়া (১০২৬৩)
২৩৯এ পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া - ৭১১১০১
ইমেল : **sbi.10263@sbi.co.in**

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি

মূল বিক্রয় দলিল হারিয়েছে

এতদ্বারা বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, **শ্রীমতি সুস্মিতা রায় স্বামী শ্রী অভিজিৎ রায় এবং শ্রী অভিজিৎ রায় পিতা শ্রী মুরারী মোহন রায়,** নিবাস ১৪/সি, পি সি মুখার্জি স্ট্রিট, পো : কোন্নগর, থানা : উত্তরপাড়া, জেলা হুগলি,পিন ৭১২২৩৫, হোম লোন মঞ্জুর করা হয়েছিল উল্লেখ্য অ্যাকাউন্ট নং **৩৫৭১৫০৯০২৯০** এবং শ্রীমতি সুস্মিতা রায় এবং শ্রী অভিজিৎ রায় স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি, হাওড়া, ২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া ৭১১১০১ শাখায় মূল দলিল নং ০৬২১০১৭৩৫ তারিখ **২০.০৫.২০১৬,** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ০৬২১-২০১৬, পৃষ্ঠা ৪৪২৯২ থেকে ৪৪৩২২, ২০১৬ সালের রেজিস্ট্রিকৃত অফিস এডিএসআর উত্তরপাড়া জমা দিয়েছিলেন, সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং সি , ব্লক নং ১, ৪র্থতলে, ভবনের নাম প্রকৃতি অ্যাপার্টমেন্ট, পরিমাপ ৮৫০ বর্গফুট (আনুমানিক) অবস্থিত জমির পরিমাপ ৩৬৭৪ বর্গফুট কমবেশি, ২/এ/২, শরৎ চ্যাটার্জি রোড, পো : নবগ্রাম, নবগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা উত্তরপাড়া, জেলা হুগলি -৭১২২৪৬ এর জন্য। উক্ত দলিল স্থানান্তর/হারিয়ে যাওয়ার বিষয়ে হাওড়া থানায় এক জেনারেল ডায়েরি জিডিই নং ২৪১৯, ২৪.০৯.২০২৫ তারিখে দায়ের করা হয়েছে।
কোনও ব্যক্তির উক্ত দলিল/সম্পত্তি সম্পর্কে কোনও দাবি, অধিকার, স্বত্ব এবং/বা স্বার্থ থাকলে নোটিশ প্রকাশের তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে দাবি জানাতে পারেন, ব্যর্থ হলে কোনও দাবিই গ্রাহ্য হবে না।

তারিখ : ২৭.০৯.২০২৫

অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার
এসবিআই আরএসিপিসি হাওড়া

IDBI BANK

আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি., রিটেল রিকভারি সেল
জোনাল অফিস বিল্ডিং (৩য় তল)
৪৪, শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০১৭
ফোন নং : ০৩৩ ৬৬৫৫৭৮৪৮ / ০৩৩ ৬৬৫৫৭৮৩৯

পরিশিষ্ট - IV [রুল -৮(১)] দখল নোটিশ (স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড,-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে ২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে দাবি নোটিশ **৩০.০৬.২০২৫ তারিখে ঋণগ্রহীতা শ্রী অনিল কুমার শাউ (ঋণগ্রহীতা) এবং শ্রীমতী অনুরাধা শাউ (সহ-ঋণগ্রহীতা)** নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৪৪,২৪,৫৭১.০০ টাকা (চুয়াল্লিশ লাখ চব্বিশ হাজার পাঁচশ একাত্তর টাকা) ০৯.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, ব্যয় এবং চার্জ সহ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন।
ঋণগ্রহীতাগণ বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতার প্রতি বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন **২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে।**
ঋণগ্রহীতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণকে সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে তারা যেন কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করেন এবং কোনওরূপ লেনদেন আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লিমিটেড-এর **৪৪,২৪,৫৭১.০০ টাকা (চুয়াল্লিশ লাখ চব্বিশ হাজার পাঁচশ একাত্তর টাকা) ০৯.০৪.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, চার্জ এবং ব্যয় সহ আদায়দান সাপেক্ষ। ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি এবং তদস্থিত একতলা ভবন পরিমাপ এরিয়া কমবেশি ২ কাঠা অর্থাৎ দাগ নং ১৬৯৬, আরএস খতিয়ান নং ১১, জমি বিক্রি ২ কাঠা। মৌজা : বেহালা, জেএল নং ০২। তৌজি নং ৩৪৫, আরএস ৮৩, থানা : বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, বর্তমানে অবস্থিত পুরসভা জয়রামপুর জলা রোড, কলকাতা পৌর সংস্থা (এস এস ইউনিট) ওয়ার্ড নং ১২৯, কলকাতা : ৬১, রেজিস্ট্রি অফিস ডিএসআর আলিপুর, এবং এডিএসআর বেহালা, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সংশ্লিষ্ট সকল সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ এবং ৬ ফুট চওড়া সকালের ব্যবহারের চলার পথ সহ। উক্ত প্লট এর **চৌহদ্দি : উত্তরে :** মীরা দাসের জমি এবং ভবন; **দক্ষিণে :** ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; **পূর্বে :** প্রফুল্ল চক্রবর্তীর জমি; **পশ্চিমে :** গৌরাঙ্গ শীলের জমি এবং ভবন।
সংশ্লিষ্ট জমি স্থিত যাবতীয় নির্মাণ এবং সংস্থাপন সমুদয় বর্তমান এবং ভবিষ্যতের।

তারিখ : ২৫.০৯.২০২৫
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার, আইডিবিআই ব্যাঙ্ক লি.

GPT

জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড
কর্পোরেট আইডেন্টিফিকেশন নম্বর (CIN) : U70101WB1989PLC047402
রেজিস্টার্ড অফিস : জিপিটি সেন্টার, জেসি - ২৫, সেক্টর - ৩, সল্টলেক কলকাতা - ৭০০১০৬, পশ্চিমবঙ্গ (ভারত)
ফোন : +৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০, ইমেল : ghl.cosec@gptgroup.co.in ওয়েবসাইট : www.ilshospitals.com

পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, ("আইন") (যদি থাকে) (আপাতত বলবৎ থাকা কোনও বিধিবদ্ধ পরিবর্তন (গুলি) বা পুনঃপ্রণয়ন (গুলি) সহ), কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ ("নিয়ম"), প্রবিধান ৪৪ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য প্রবিধান, যদি থাকে, সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) প্রবিধান, ২০১৫ ("সেবি তালিকাভুক্তি প্রবিধান"), ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া ("এসএস-২") দ্বারা জারি করা সাধারণ সভা সম্পর্কিত সচিবালয় স্ট্যান্ডার্ড, সংশোধিত এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ") দ্বারা নির্ধারিত প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, ৮ এপ্রিল, ২০২০ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ১৪/২০২০ অনুসারে ইলেকট্রনিক ভোটিং (রিমোট ই-ভোটিং) এর মাধ্যমে সাধারণ সভা আয়োজন / পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য, ১৭/২০২০ তারিখ ১৩ এপ্রিল, ২০২০, ০৯/২০২৩ তারিখ ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৩ এবং ০৯/২০২৪ তারিখ ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ ("এমসিএ সার্কুলার") এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও প্রবিধান, যা সময়ে সময়ে সংশোধিত হয়েছে (যেকোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) আপাতত বলবৎ), যে নীচে সংযুক্ত সিদ্ধান্তগুলি কোম্পানির সদস্যদের দ্বারা (কাট-অফ তারিখ অনুসারে, শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫) দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ডাক ব্যালটের মাধ্যমে ("দূরবর্তী ই-ভোটিং") পাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

নং	বিশেষ কাজ	
১	বিশেষ প্রস্তাব	কোম্পানির অ্যাসোসিয়েশনের ধারা পরিবর্তন
২	বিশেষ প্রস্তাব	কোম্পানির প্রোমোটার শ্রী গোপাল তাঁতিয়া, প্রমোটার (ডিন - ০০০০১৩৪৬) (অ-নির্বাহী এবং অ-স্বাধীন) পরিচালক হিসেবে নিয়োগ

এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কোম্পানির সকল সদস্যের কাছে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ পোস্টাল ব্যালট নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি প্রেরণ সম্পন্ন করেছে, যারা শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত রেজিস্ট্রার বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত করেছেন ("কাট-অফ তারিখ")।
পোস্টাল ব্যালট নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.ilshospitals.com**-এও পাওয়া যাবে; স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট, যেমন বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, যথাক্রমে **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com** এবং এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড (MIIPL) (পূর্বে লিঙ্ক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) এর ওয়েবসাইট **https://instavote.linkintime.co.in** এ পাওয়া যাবে।
সদস্যদের ভোটাধিকার কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে সদস্যদের ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের সমানুপাতিক হবে, অর্থাৎ শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে। শুধুমাত্র সেইসব সদস্য যারা কাট-অফ তারিখে ভৌত আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণ করেন তারাই কেবল রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন। কাট-অফ তারিখে সদস্য না থাকা ব্যক্তিদের এই বিজ্ঞপ্তিটি কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত।
কোম্পানিটি MIIPL এর পরিষেবাগুলিকে নিযুক্ত করেছে যাতে তারা তার সমস্ত সদস্যদের ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দিতে পারে, সংশোধিত নিয়মের ২০ নম্বর নিয়মের সাথে পঠিত আইনের ধারা ১০৮ এবং তালিকাভুক্তি নিয়ন্ত্রণের ৪৪ নম্বর নিয়ম এবং পূর্বোক্ত এমসিএ সার্কুলার অনুসারে।
ই-ভোটিং সময়কাল রবিবার, ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ৯টা (আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং সোমবার, ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ বিকেল ৫টা (আইএসটি) (ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার শেষ দিন) এ শেষ হবে। এই সময়ের মধ্যে, কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে ইক্যুইটি শেয়ারধারী কোম্পানির সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ বিকাল ৫টা (আইএসটি) সোমবারের পরে ভোটদানের জন্য MIIPL কর্তৃক ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করা হবে। কোনও সদস্য কর্তৃক কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, তারা পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না। অধিকন্তু, সদস্যদের ডাক ব্যালট নোটিশের অংশ হিসাবে নোটগুলি (দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলী সহ) পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
এমসিএ সার্কুলার দ্বারা প্রদত্ত ছাড় অনুসারে, এই পোস্টাল ব্যালটের জন্য সদস্যদের কাছে পোস্টাল ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড ব্যবসায়িক খামের প্রকৃত কপি পাঠানো হবে না। সদস্যদের কেবল রিমোট ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের সম্মতি বা ভিন্নমত জানাতে হবে।
যেহেতু পোস্টাল ব্যালটের নোটিশ শুধুমাত্র ই-মেইলের মাধ্যমে সেই সদস্যদের কাছে পাঠানো হচ্ছে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত। যে সদস্যদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি বা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে নিবন্ধিত নয় এবং যারা পোস্টাল ব্যালটের নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি পেতে চান তারা **ghl.cosec@gptgroup.co.in** ঠিকানায় কোম্পানিতে তাদের অনুরোধ পাঠাতে পারেন।
ডিমেটিরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের তাদের কেওয়াইসি বিবরণ সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। বাস্তব আকারে শেয়ারধারী সদস্যদের **kolkata@in.mpms.mufg.com** ঠিকানায় যথাযথভাবে পূরণ এবং স্বাক্ষরিত ফর্ম আইএসআর -১ জমা দিয়ে ইমেল ঠিকানা সহ তাদের কেওয়াইসি বিবরণ নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, সাথে শেয়ার সার্টিফিকেটের কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি এবং ফর্মে নির্ধারিত অন্যান্য নথিপত্র জমা দিতে হবে। সকল প্রকৃত সিকিউরিটিজধারীদের জন্য তাদের সংশ্লিষ্ট ফোলিও নম্বরের জন্য প্যান, মনোনয়ন, যোগাযোগের বিবরণ, ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং নমুনা স্বাক্ষর প্রদান করা বাধ্যতামূলক হবে।
ই-ভোটিং প্রক্রিয়া অর্থাৎ দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে প্রদত্ত ভোট সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য, শ্রী অশোক কুমার দাগা, প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারি (সদস্য নং এফ২৬৯৯, সিপি নং ২৯৪৮) কে যাচাই-বাছাইকারী হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে। ভোটের বৈধতা সম্পর্কে যাচাই-বাছাইকারীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। যাচাই-বাছাইকারী তার প্রতিবেদন কোম্পানি সচিব এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার, অথবা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত অন্য কোনও ব্যক্তির কাছে জমা দেবেন। দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা দ্বারা প্রদত্ত ভোটের যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হওয়ার পর, ডাক ব্যালটের ফলাফল দূরবর্তী ই-ভোটিং সময়কাল শেষ হওয়ার দুই কার্যদিবসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে, যাচাই-বাছাইকারীর প্রতিবেদনের সাথে, কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.ilshospitals.com**, স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যথাক্রমে **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com** এ পোস্ট করে। উল্লিখিত ফলাফলগুলি ই-ভোটিং পরিষেবা প্রদানকারীর ওয়েবসাইটে (যেমন MIIPL) **https//instavote.linkintime.co.in**-এও পাওয়া যাবে। ই-ভোটিং সম্পর্কিত কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকলে, অনুগ্রহ করে **https:/instavote.linkintime.co.in**-এ উপলব্ধ (এফএকিউএস) এবং ইনস্টাভোট ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি সহায়তা বিভাগের অধীনে দেখুন অথবা **ghl.cosec@gptgroup.co.in**-এ কোম্পানি সচিবকে একটি ইমেল লিখুন অথবা **enotices@in.mpms.mufg.com**-এ MIIPL-কে ইমেল করুন অথবা ০২২-৪৯১৮৬০০০ নম্বরে কল করুন।
ই-ভোটিং সম্পর্কিত অভিযোগগুলি শ্রী রাজীব রঞ্জন, সিনিয়র সহকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট - ই-ভোটিং, সি-১০১, অ্যামব্যাসি ২৪৭, এল.বি.এস. মার্গ, ভিক্রোলি (পশ্চিম), মুম্বাই - ৪০০ ০৮৩, টেলিফোন +৯১ ২২ ৪৯১৮ ৬০০০ (২৫০৫) এবং ইমেল আইডি **rajiv.ranjan@in.mpms.mufg.com**-এর কাছে পাঠানো যেতে পারে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
জিপিটি হেলথকেয়ার লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
অঙ্কুর শর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
এম নং এ৩১৮৩৩

তারিখ : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
স্থান : কলকাতা

KVB Karur Vysya Bank
Smart way to bank

দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.
ঘোষপাড়া শাখা
সুপার মার্কেট বিল্ডিং, ঘোষপাড়া পোস্ট বালি, হাওড়া,
পশ্চিমবঙ্গ - ৭১১২২৭, যোগাযোগ নং - ০৩৩ ২৬৭১৪০২৯
ইমেল : ghoshpara@kvbmail.com

ই-নিলাম বিজ্ঞপ্তি
ই-নিলামের তারিখ
১৪.১০.২০২৫

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন, তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ)এর প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি., ঘোষপাড়া শাখা, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক কার্যকরী দখলীকৃত "যেখানে যে অবস্থায় আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেখানে যেমন আছে" ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **০৮.০৯.২০২৫ তারিখে** উশুলের জন্য **১৩,১৪,৯৭২.৫৬ টাকা (তেরো লাখ চোদ্দ হাজার নশো বাহাত্তর টাকা এবং ছাপান্ন পয়সা)** ২১.০৭.২০২৫ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ ২২.০৭.২০২৫ থেকে কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.'র আইন মোতাবেক জামিন অধীনে ঋণদাতা **শ্রী শৈবাল কুমার রায় (ঋণগ্রহীতা)** পিতা প্রয়াত সিদ্ধেশ্বর রায়, খানা জংশং, কিশোরকোনা গাসি ২, বর্ধমান - ৭১৩১৪১, **শ্রী সঞ্জীব চ্যাটার্জি (জামিনদাতা)** পিতা তারক নাথ চ্যাটার্জি, ১ শিবনারায়ণ রোড, উত্তরপাড়া, কোতরং এম উত্তরপাড়া, পিন - ৭১২২৫৮ কাছ থেকে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ২০৪ (৪৩৪ বর্গফুট) ১বিএইচকে, দোতলায় (জি-৪) বহুতল নবনির্মিত নির্মাণে আরএস দাগ নং ৭০৮৮/২১০১৯, আরএস খতিয়ান নং ৭১৩১, মৌজা বালি, থানা নিশ্চিন্দা (বালি), জেএল নং ১৪, অবস্থিত উত্তর ঘোষপাড়া, বালি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, জেলা : হাওড়া।

সংরক্ষিত মূল্য : ৮,০০,০০০ টাকা	ইএমডি (সংরক্ষিত মূল্যের ১০ শতাংশ) : ৮০,০০০ টাকা	ডাক বর্ধিতকরণ মূল্য : ১০,০০০ টাকা

সম্পদ পর্যবেক্ষণ	**সকল কাজের দিন - ০৩.১০.২০২৫ থেকে ০৩.১১.২০২৫ সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত**
অনলাইন টেন্ডার এবং আবেদন ফর্ম দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময়	**তারিখ ০৫.১১.২০২৫ সময় : বিকেল ৫টা।**
ই-নিলামের তারিখ এবং সময়	ই-নিলাম সম্পাদিত হবে পোর্টাল **https://bankauctions.in** মাধ্যমে ০৭.১১.২০২৫ তারিখ সকাল ১১ টা থেকে দুপুর ১২ টার মধ্যে, বিক্রয় প্রক্রিয়া সমাপ্ত হওয়া পর্যন্ত অসীমায়িত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ।
নোডাল ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম	দি কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি. সেন্ট্রাল অফিস এ/সি শ্রী শৈবাল কুমার রায় এর অনুকূলে অ্যাকাউন্ট নং ১১০১৩৫১০০০০০০৯৭৩। আইএফএসসি কোড : **KVBL0001101**
যোগাযোগের ব্যক্তি এবং ফোন নং	**শাখা প্রবন্ধক - ফোন : ৮৩৩৬৯৭২৮৫৯/০৩৩ ২৬৭১৪০২৯ শেখ শাহনাওয়াজ : ফোন : ৮৩৩৬০০৫২৬০ ইমেল : ghoshpara@kvbmail.com**

বিক্রির নিয়ম এবং শর্তাদির বিস্তারিত জানতে আমাদের ব্যাঙ্কের/নির্ধারিত ঋণদাতা কর্তৃক প্রদত্ত ওয়েবসাইটে লিঙ্ক **www.kvb.co.in/Property Under Auction** দেখুন এবং পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থা, মেসার্স ৪ ক্লোজার পোর্টাল **https://bankauctions.in** দেখুন।

বিধিবদ্ধ ৩০ দিনের নোটিশ ২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৮(৬) অধীনে

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা/গণ এবং জামিনদাতা/গণ কে অবগত করা হচ্ছে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ সাম্প্রতিক মেয়াদ পর্যন্ত সুদ এবং অন্যান্য খরচ সহ ই-নিলামের পূর্বে আদায় দিতে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি নিলাম করা/বিক্রি করা হবে এবং অবশিষ্ট বকেয়া, যদি কিছু থাকে, আদায় করা হবে সুদ এবং শুল্ক সহ।

স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার
দ্য কারুর বৈশ্য ব্যাঙ্ক লি.

তারিখ : ২২.০৯.২০২৫
স্থান : কলকাতা

GPT

জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড
(CIN- L20103WB1980PLC032872)
রেজি. অফিস: জিপিটি সেন্টার, জেসি-২৫, সেক্টর-৩, সল্টলেক, কলকাতা - ৭০০ ১০৬; পশ্চিমবঙ্গ (ভারত);
দূরভাষ: +৯১-৩৩-৪০৫০-৭০০০, ই-মেল: gil.cosec@gptgroup.co.in দেখুন: www.gptinfra.in,

পোস্টাল ব্যালটের বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১০৮ এবং ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধান, যদি থাকে, ("আইনক্ষ") (আপাতত বলবৎ থাকা কোনও বিধিবদ্ধ পরিবর্তন (গুলি) বা পুনঃপ্রণয়ন (গুলি) সহ), কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধি, ২০১৪ ("নিয়ম"), রেগুলেশন ৪৪ এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ ("সেবি তালিকাভুক্তি রেগুলেশন"), ইনস্টিটিউট অফ কোম্পানি সেক্রেটারিজ অফ ইন্ডিয়া ("এসএস-২") দ্বারা জারি করা সাধারণ সভা সম্পর্কিত সচিবালয় স্ট্যান্ডার্ড, সংশোধিত এবং কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় ("এমসিএ") দ্বারা নির্ধারিত প্রয়োজনীয়তা অনুসারে, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৪ তারিখের সাধারণ বিজ্ঞপ্তি নং ০৯/২০২৪ অনুসারে ইলেকট্রনিক ভোটিং (রিমোট ই-ভোটিং) এর মাধ্যমে সাধারণ সভা আয়োজন / পোস্টাল ব্যালট প্রক্রিয়া পরিচালনার জন্য। ("এমসিএ সার্কুলার") এবং অন্যান্য প্রযোজ্য আইন ও বিধিমালা, যা সময়ে সময়ে সংশোধিত (যেকোনো বিধিবদ্ধ পরিবর্তন(গুলি) বা আপাতত বলবৎ পুনঃপ্রণয়ন(গুলি) সহ), নীচে সংযুক্ত প্রস্তাবগুলি কোম্পানির সদস্যদের দ্বারা (কাট-অফ তারিখ অনুসারে অর্থাৎ **শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫)** দূরবর্তী ই-ভোটিং প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ডাক ব্যালটের মাধ্যমে ("দূরবর্তী ই-ভোটিং") পাস করার প্রস্তাব করা হয়েছে।

ক্রম নং	বিশেষ ব্যবসা :	
১.	বিশেষ প্রস্তাব	২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী কোম্পানির নতুন মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের সেটের সংযুক্তিকরণ।
২.	বিশেষ প্রস্তাব	২০১৩ সালের কোম্পানি আইন অনুযায়ী কোম্পানির আর্টিকেল অব অ্যাসোসিয়েশনের সেটের সংযুক্তিকরণ।
৩.	বিশেষ প্রস্তাব	ড. ওম তাঁতিয়া (ডিন: ০০০০১৩৪২), প্রমোটার , কোম্পানির নন-এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর, চেয়ারম্যান হিসেবে ঘোষিত এর নিয়োগ
৪.	বিশেষ প্রস্তাব	শ্রী অতুল তাঁতিয়া (ডিন : ০০০০১২৩৮) এর পদাধিকার পরিবর্তন এবং উন্নয়ন এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর থেকে কোম্পানির যুগ্ম ম্যানেজিং ডিরেক্টর এবং সিএফও।

এমসিএ সার্কুলার অনুসারে, কোম্পানি ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ শুক্রবার, ইলেকট্রনিক মাধ্যমে কোম্পানির সকল সদস্যের কাছে ব্যাখ্যামূলক বিবৃতি সহ পোস্টাল ব্যালট নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি প্রেরণ সম্পন্ন করেছে, যারা ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ শুক্রবার পর্যন্ত রেজিস্ট্রার বা ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর কাছে তাদের ই-মেইল ঠিকানা নিবন্ধিত করেছেন ("কাট-অফ তারিখ")।
পোস্টাল ব্যালট নোটিশটি কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gptinfra.in**-এও পাওয়া যাবে; স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট, যেমন বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, যথাক্রমে **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com** এবং এমইউএফজি ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড ("এমআইআইপিএল") (পূর্বে লিংক ইনটাইম ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড) এর ওয়েবসাইট **https://instavote.linkintime.co.in**
সদস্যদের ভোটাধিকার কাট-অফ তারিখে কোম্পানির পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধনে সদস্যদের ধারণকৃত ইক্যুইটি শেয়ারের অনুপাতে হবে। কাট-অফ তারিখে ভৌত আকারে বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা কেবল রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন। কাট-অফ তারিখে সদস্য না থাকা ব্যক্তিদের এই বিজ্ঞপ্তিটি কেবল তথ্যের উদ্দেশ্যে বিবেচনা করা উচিত।
কোম্পানিটি এমআইআইপিএল-এর পরিষেবাগুলিকে নিয়োগ করেছে যাতে তারা তাদের সকল সদস্যদের ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দিতে পারে, যা সংশোধিত নিয়মের ২০ নম্বর ধারার সাথে পঠিত আইনের ধারা ১০৮ এবং তালিকাভুক্তি বিধিমালা এবং এমসিএ সার্কুলারের ৪৪ নম্বর প্রবিধান অনুসারে প্রযোজ্য।
ই-ভোটিং সময়কাল ২৮ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ রবিবার সকাল ৯টা (আইএসটি) থেকে শুরু হয় এবং সোমবার, ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ বিকেল ৫টা (আইএসটি) (ইলেকট্রনিকভাবে ভোট দেওয়ার শেষ দিন) শেষ হয়। এই সময়ের মধ্যে, কাট-অফ তারিখ অর্থাৎ শুক্রবার, ১৯ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে ইক্যুইটি শেয়ারধারী কোম্পানির সদস্যরা ইলেকট্রনিকভাবে তাদের ভোট দিতে পারবেন। এমআইআইপিএল সোমবার, ২৭ অক্টোবর, ২০২৫ (বিকাল ৫টা আইএসটি) এর পরে ভোট দেওয়ার জন্য ই-ভোটিং মডিউলটি নিষ্ক্রিয় করবে। কোনও সদস্য একবার কোনও প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়ার পরে, পরবর্তীতে তারা এটি পরিবর্তন করতে পারবেন না। অধিকন্তু, সদস্যদের ডাক ব্যালট নোটিশের অংশ হিসাবে থাকা নোটগুলি (দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের নির্দেশাবলী সহ) পড়ার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
এমসিএ সার্কুলার দ্বারা প্রদত্ত ছাড় অনুসারে, ডাক ব্যালট নোটিশের প্রকৃত কপি, ডাক ব্যালট ফর্ম এবং প্রি-পেইড ব্যবসায়িক খাম এই ডাক ব্যালটের জন্য সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে না। সদস্যদের কেবল দূরবর্তী ই-ভোটিং সিস্টেমের মাধ্যমে তাদের সম্মতি বা ভিন্নমত জানাতে হবে।
যেহেতু ডাকযোগে ভোটের নোটিশ শুধুমাত্র সেইসব সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে পাঠানো হচ্ছে, যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত। যেসব সদস্যের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানিতে বা তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে নিবন্ধিত নয় এবং যারা ডাকযোগে ভোটের নোটিশের ইলেকট্রনিক কপি পেতে চান, তারা **gil.cosec@gptgroup.co.in** ঠিকানায় কোম্পানিতে তাদের অনুরোধ পাঠাতে পারেন।
ডিমেটিরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের তাদের কেওয়াইসি বিবরণ সংশ্লিষ্ট ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের কাছে ইমেল ঠিকানা সহ নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। বাস্তব আকারে শেয়ারধারী সদস্যদের **kolkata@in.mpms.mufg.com** ঠিকানায় যথাযথভাবে পূরণ এবং স্বাক্ষরিত ফর্ম আইএসআর -১, শেয়ার সার্টিফিকেটের কপি (সামনে এবং পিছনে), প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি এবং ফর্মে নির্ধারিত অন্যান্য নথি জমা দিয়ে ইমেল ঠিকানা সহ তাদের কেওয়াইসি বিবরণ নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। সকল ভৌত সিকিউরিটিজ ধারকদের জন্য তাদের সংশ্লিষ্ট ফোলিও নম্বরের জন্য প্যান, মনোনয়ন, যোগাযোগের বিবরণ, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ এবং নমুনা স্বাক্ষর প্রদান বাধ্যতামূলক হবে।
ই-ভোটিং প্রক্রিয়া অর্থাৎ দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে প্রদত্ত ভোট সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে যাচাই-বাছাই করার জন্য যাচাই-বাছাইকারী হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য মিঃ অশোক কুমার দাগাকে নিযুক্ত করা হয়েছে। ভোটের বৈধতা সম্পর্কে যাচাই-বাছাইকারীর সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হবে। যাচাই-বাছাইকারী চেয়ারম্যান অথবা তার দ্বারা অনুমোদিত অন্য যে কোনও ব্যক্তির কাছে তার প্রতিবেদন জমা দেবেন। দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা দ্বারা প্রদত্ত ভোটের যাচাই-বাছাই সম্পন্ন হওয়ার পর, ডাক ব্যালটের ফলাফল রিমোট ই-ভোটিং সময়কাল শেষ হওয়ার (২) দুই কার্যদিবসের মধ্যে ঘোষণা করা হবে এবং যাচাই-বাছাইকারীর প্রতিবেদনের সাথে কোম্পানির ওয়েবসাইট **gil.cosec@gptgroup.co.in**, স্টক এক্সচেঞ্জ যেমন বিএসই লিমিটেড এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেডের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com**-এ পোস্ট করা হবে। উল্লিখিত ফলাফলগুলি ই-ভোটিং পরিষেবা প্রদানকারীর অর্থাৎ MIIPL-এর ওয়েবসাইট **https://instavote.linkintime.co.in**-এও পাওয়া যাবে।
ই-ভোটিং সম্পর্কিত যদি শেয়ারহোল্ডারদের কোনও প্রশ্ন বা সমস্যা থাকে, তাহলে অনুগ্রহ করে **https:/instavote.linkintime.co.in**-এ সহায়তা বিভাগের অধীনে উপলব্ধ প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (এফএকিউএস) এবং ইন্সটাভোট ই-ভোটিং ম্যানুয়ালটি দেখুন অথবা **gil.cosec@gptgroup.co.in**-এ কোম্পানি সচিবকে একটি ইমেল লিখুন অথবা enotices@in.mpms.mufg.com-এ MIIPL-কে ইমেল করুন অথবা টেলিফোন ০২২-৪৯১৮৬০০০-এ কল করুন।
ই-ভোটিং সম্পর্কিত অভিযোগগুলি শ্রী রাজীব রঞ্জন, সিনিয়র সহকারী ভাইস প্রেসিডেন্ট - ই-ভোটিং, সি -১০১, এমব্যাসি ২৪৭, এলবিএস মার্গ, ভিক্রোলি (পশ্চিম), মুম্বাই - ৪০০ ০৮৩, টেলিফোন +৯১ ২২ ৪৯১৮ ৬০০০ (২৫০৫) এবং ইমেল আইডি rajiv.ranjan@in.mpms.mufg.com -এর কাছে পাঠানো যেতে পারে।

ডিরেক্টর বোর্ডের আদেশক্রমে
জিপিটি ইনফ্রাপ্রোজেক্টস লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/-
সোনম লাখোটিয়া
কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার
এম নং - এ৪১৩৫৮

তারিখ : ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
স্থান : কলকাতা

জমিদারি না-থাকলেও কুলডিহার চট্টোপাধ্যায় পরিবারের পুজোয় আজও রয়েছে জৌলুশ

বিসর্জনে পুরুষদের লাঠি খেলার রীতি প্রচলিত

সুজিত ভট্টাচার্য্য

কাঁকসা: জমিদারি না থাকলেও কাঁকসার কুলডিহা গ্রামে চট্টোপাধ্যায় পরিবারের দুর্গাপুজোর জৌলুস বিন্দুমাত্র কমেনি বলাই চলে। প্রাচীন রীতি মেনে আজও এখানে পুজোর আয়োজন করা হয়। এখনও বিসর্জনের সময়ে পাশের হাজরা পাড়ার পুরুষরা লাঠি খেলে। কাঁধে করে প্রতিমা নিরঞ্জন করা হয়। বৈষ্ণব মতে পুজো হয় বলে এখানে কোনও বলি প্রথা নেই। সপ্তমী থেকে নবমী- এই তিন দিন তিন রকমের ভোগ দেওয়া হয়। প্রথা মেনেই বাড়ির পুরুষ সদস্যরা পুজোর ভোগ রান্না করেন। পুজোর চারটে দিন গ্রামের বাসিন্দারাও খাওয়া দাওয়া করেন এই বাড়িতেই। কুলডিহা গ্রামের চট্টোপাধ্যায়দের পুজো এবার ৩২১ বছরে পা দিল। পুজোর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই পরিবারের পূর্বপুরুষ জানকিনাথ চট্টোপাধ্যায়। এই এলাকায় তাঁর নামে একটি বাঁধ আছে। সেই বাঁধে প্রতিমা বিসর্জন হয়। জানকিনাথের স্ত্রী লক্ষ্মীদেবীর নামে একটি পুকুরও আছে। তাঁর নাম লক্ষ্মী সায়র। এই পুকুরের জলেই নবপত্রিকা স্নান করে পুজোর সূচনা হয়। তবে এখানে নবপত্রিকা গণেশের পাশে নয়, কার্তিকের পাশে থাকেন। প্রতিমা হয় একচালার। এই বাড়িতে পুজোর বাদ্যি শুধু ঢাক নয়, সঙ্গে বাজে সানাইও। পরিবারের লোকেদের বক্তব্য, শাস্ত্র মতে দুর্গাপুজোয় সানাই নিষিদ্ধ। তবু এটাই তাঁদের বাড়ির প্রথা। চট্টোপাধ্যায় বাড়িতে ভোগের নিয়ম একদম আলাদা। সপ্তমীর দিন ৭ রকমের ভাজার সঙ্গে এখানে সাত শের চালের ভাত ভোগ দেওয়া হয় সাতটি থালায়। অষ্টমীর দিন ৮ রকমের ভাজার সঙ্গে গোবিন্দভোগ চালের পায়েস দেওয়া হয়। নবমীর দিন ৯ রকম ভাজা সঙ্গে ৯ শের চাল ডালের খিচুড়ি ভোগ দেওয়া হয়। পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, 'অষ্টমীর দিন তাঁদের বাড়ির ভোগের বৈশিষ্ট হচ্ছে, চল্লিশ কেজি দুষে ন-পোয়া গোবিন্দভোগ চাল দিয়ে মহাপ্রসাদ তৈরি করা। প্রথমে ৩-৪ ঘণ্টা ঘরে দুধ ফুটিয়ে লাল করে দেওয়া হয়। তার পরে সেই দুধ দিয়ে তৈরি করা হয় মহাপ্রসাদ। যত লোক নিমন্ত্রিত থাকুক না কেন, সকলকে ওই মহাপ্রসাদ দেওয়া হয়। আজ পর্যন্ত কোনও দিন মহাপ্রসাদ কম পড়েনি। যেহেতু এই পরিবারের পুরুষ সদস্যরাই ভোগ রান্না করেন তাই বাড়ির বড়রা পরিবারের ছোটদের শিখিয়ে দেন ভোগ রান্নার নিয়মকানুন। তবে কেন শুধু পুরুষরাই ভোগ রান্না করেন, তার সঠিক কারণ জানা যায় নি। জমিদারি থাকাকালীন প্রতিমা নিরঞ্জনের সময় পাশের হাজরা পাড়ার পুরুষরা মণ্ডপে এসে লাঠি খেলতেন। তারপরে তাঁরাই প্রতিমা কাঁধে তুলে নিয়ে বিসর্জন করতেন। সেই রীতি মেনে এখনও বিসর্জনের সময় হাজরা পাড়ার পুরুষরা লাঠি খেলেন। এরপরে আতসবাজির প্রদর্শনী হয়। সব শেষে হাজরা পাড়ার পুরুষরা কাঁধে করে প্রতিমা বির্সজন করেন।

৭৭তম বর্ষে সিউড়ি আনন্দপুর সর্বজনীন দুর্গাপুজো সমিতির দুর্গা প্রতিমা।

সিউড়ি চৌরঙ্গি ক্লাবের দুর্গা প্রতিমা। এ বছর ক্লাবের পুজোর থিম বাঙালিয়ানা।

শ্রীপতিপুরের কারকুনবাটির পুজোয় আসতেন মহানায়িকা সুচিত্রা সেন

পুজোর ভোগে দেওয়া হয় মাছের ঝোল

বনস্পতি দে

হরিপাল: কলকাতার বড় বড় পুজোর মতো তার অত চাকচিক্যও নেই। তবু এই পুজোর টানে হরিপালে ছুটে আসতেন মহানায়িকা সুচিত্রা সেন থেকে শুরু করে সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, মিঠুন চক্রবর্তী, কালী বন্দ্যোপাধ্যায়, তাপস পালের মতো নামকরা অভিনেতারা, অভিনেত্রীরা। তার একটাই কারণ হরিপালের শ্রীপতিপুরের কারকুন বাটির দুর্গাপুজো।

পুজোর সময় রাজ্যের অনেক নেতা, মন্ত্রীরও পায়ের ধুলো পড়ত এই বাড়িতে। নয় নয় করে এই পুজোর বয়স হয়ে গেল প্রায় ৪০০ বছর। এই পুজোর সূচনা করেছিলেন গুরুদাস মুখোপাধ্যায়। তিনি ছিলেন বর্ধমানের রাজার হিসেব রক্ষক। গুরুদাস মুখোপাধ্যায়ের কাজের সততা ও নিষ্ঠা দেখে তাঁকে 'কারকুন' উপাধি দিয়েছিলেন বর্ধমানের রাজা। তখন থেকেই এটি কারকুন বাড়ির পুজো নামে পরিচিত হয়ে ওঠে। হরিপালের কারকুন পরিবারকে বর্ধমানের রাজারা অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এই পরিবারের আত্মীয় ছিলেন লেখক বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, যিনি বনফুল ছদ্মনামে লিখতেন। তিনিও এক সময় এই পুজো দেখতে আসতেন। আজ থেকে প্রায় ৪০০ বছর আগে যখন এই পুজো শুরু হয়, তখন হুগলির এই সব জায়গায় ঘন জঙ্গল ছিল। জনবসতিও তেমন ছিল না। এই অঞ্চলে প্রথম দুর্গাপুজো চালু হয় কারকুন বাটিতেই। সেই ঐতিহ্য আজও ধরে রেখেছেন পরিবারের সদস্যরা। যদিও পরিবারের অনেক সদস্যই থাকেন বিদেশে অথবা রাজ্যের বাইরে। কিন্তু পুজোর সময় হলেই তাঁরা সবাই বাড়িতে চলে আসেন। এই পরিবারের আর এক বিখ্যাত মানুষ ছিলেন বদ্রীনাথ মুখোপাধ্যায়।

তিনি ছিলেন প্রখ্যাত জ্যোতিষী এবং পণ্ডিত। তাঁর কাছে ভাগ্য গণনা করাতে আসতেন বিখ্যাত ব্যক্তিরা। তারই সুবাদে বড় বড় রাজনৈতিক নেতা, মন্ত্রী, অভিনেতা, অভিনেত্রী, শিল্পপতি সবারই পা পড়েছে এই বাড়িতে। তাঁদের অনেকেই এই বাড়ির দুর্গাপুজো দেখতে আসতেন। প্রতি বছর পুজোর দিনগুলিতে বহু মানুষের সমাগম হয় কারকুন বাড়িতে। আশপাশের গ্রামের মানুষরা কারকুন বাড়ির দেবী দুর্গাকে জাগ্রত বলে মানেন। সেজন্য অনেকে দেবীর কাছে মানত করেন। কারকুন বাড়ির দুর্গা প্রতিমা একচালার। ডাকের সাজ। নবমীতে বলি দেওয়ার প্রচলন আছে। পরিবারের সদস্য তরুণ মুখোপাধ্যায়, সংগ্রাম মুখোপাধ্যায়রা জানাচ্ছেন, 'এই বাড়ির পূর্বপুরুষ গুরুদাস মুখোপাধ্যায় যেভাবে পুজোর সূচনা করেছিলেন, আজও সেই নিয়মেই পুজো হয়ে আসছে। আগের মতো বিশাল আড়ম্বর না থাকলেও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পুজো করে থাকেন তাঁরা। পারিবারিক পুজো হলেও এটি এখন এলাকার সার্বজনীন চেহারা নিয়েছে। দুর্গাপুজোর সময় সাধারণত নিরামিষ রান্নার চল রয়েছে। কিন্তু এই বাড়িতে পুজোর ভোগ হিসেবে মাছের ঝোলও রান্না হয়। পুজোর চার দিনই নানা পদ রান্না করে মায়ের ভোগ সাজিয়ে দেওয়া হয়। তার মধ্যে থাকে ভাত, ডাল, শুক্তো, মাছের ঝোল, পায়েস ও চাটনি।

মা-সহ তিন কন্যা সন্তানের রহস্যমৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: মা ও ৩ মেয়ে-সহ একই পরিবারের ৪ জনের রহস্য মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো পুরুলিয়ার বান্দোয়ান থানার লতাপাড়ায়। মৃত মা ও মেয়েদের নাম পিয়া গড়াই (৩০), বৈশাখি গড়াই (১৩), পল্লবী গড়াই (১০), সৌরভি গড়াই (৬)। জানা গিয়েছে, গতকাল রাতে পকড়ি-মুড়ি খেয়ে ঘুমিয়ে ছিলেন তাঁরা। স্বামী আনন্দ গড়াই ঝাড়খণ্ডের হাট থেকে রাতে বাড়ি ফিরে দেখেন স্ত্রী-সহ তিন মেয়ে অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসকেরা সকলকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। দেহ ৪টি ময়নাতদন্তের জন্য পুরুলিয়া গভর্নমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করছে পুলিশ। কিভাবে এই ঘটনা ঘটলো তার তদন্ত শুরু করেছে বান্দোয়ান থানার পুলিশ।

GIC HOUSING FINANCE LTD.

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.

রেজি. অফিস : রয়্যাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামশেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০, **শাখা অফিস : (কলকাতা শাখা) :** ৫, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, বিবিডি বাগ, রয়্যাল ইনস্যুয়রেন্স বিল্ডিং, পিন - ৭০০০০১। **শাখা অফিস : (গরিয়া শাখা) :** ২১, গরিয়া স্টেশন রোড, আনন্দ আবাসন, বারহংস, গরিয়া, কলকাতা, পিন - ৭০০০৮৪ **শাখা অফিস : (বারাসত শাখা) :** ৩য় তল, কৈলাশ ভবন, ৭৪/৩৮, যশোর রোড, পিন - ৭০০১২৭

দাবি নোটিশ (২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা সংস্থান অধীনে)

জিআইসিএইচএফ লি. কলকাতা শাখা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণকে বসবাসের প্রেমিসেস/ফ্ল্যাট ক্রয়ের জন্য অথবা বসবাসের সম্পত্তি সংগ্রহের জন্য ঋণ মঞ্জুর করেছিল যা সম পরিমাণ বন্ধকদত্ত হিসেবে জিআইসিএইচএফ লি.-এর অনুকূলে। সংশ্লিষ্ট ঋণ পরিশোধের ক্ষেত্রে অনীহা প্রকাশিত হয় এবং সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট চূড়ান্তভাবে নন পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে শ্রেণিভুক্ত হয়, ন্যাশনাল হাউজিং ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলীর অধীনে।

জিআইসিএইচএফ লি. কলকাতা শাখা ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এবং ঋণগ্রহীতাগণকে মোট বকেয়া পরিমাণ এই নোটিশ প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছে, পরবর্তী সুদ, জরিমানা সুদ এবং চার্জ চুক্তি মোতাবেক হারে বকেয়া মূল অর্থাঙ্কের সঙ্গে সম্পূর্ণ আদায়দান পর্যন্ত এবং/বা আদায় হওয়া পর্যন্ত, অন্যথায় ব্যর্থ হলে জিআইসিএইচএফ লি. উক্ত আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে আদায়ের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

আপনাদের আরও অবগত করা হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ এর উপধারা অধীনে আপনারা সংশ্লিষ্ট জমি বিক্রয়, লিজ অথবা অন্যভাবে জামিনদত্ত সম্পদ হস্তান্তর করতে পারবেন না জিআইসিএইচএফএল-এর আগাম লিখিত অনুমতি ব্যতীত, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দন্ডনীয় অপরাধ হিসেবে গণ্য হিসেবে উক্ত আইনের ২৯ ধারা অধীনে।

সংশ্লিষ্ট নোটিশ জিআইসিএইচএফএল কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই আপনাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ এবং প্রযোজ্য আইনের সংস্থান অধীনে ইস্যু করেছে।

নিম্নস্বাক্ষরকারী জিআইসিএইচএফএল-এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে উক্ত আইনের ১২ উপধারা অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে এই নোটিশ ইস্যু করেছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা, সহ-ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম/ লোন ফাইল নং/শাখার নাম	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির ঠিকানা	প্রেরিত দাবি নোটিশের তারিখ	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টাকা)
১.	শ্রী অমিত ছেত্রী এবং শ্রীমতী শম্পা দত্ত WB0070610003288 (কলকাতা শাখা অফিস)	বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাপ আনুমানিক ৯২৫ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) কমবেশি তিনতলায়, (দক্ষিণ দিকে), ফ্ল্যাট নং ই, ভবন অবস্থিত জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, হোল্ডিং নং ১৭, মহাজাতি রোড বাই লেন, কলকাতা : ৭০০০২৮, মৌজা সুলতানপুর, জেএল নং ১০, আরএস নং ১৪৩, তৌজি নং ১৭২, আরএস দাগ নং ২০০, ২০১ এবং ২০২; আরএস খতিয়ান নং ১৪ এবং ১৬, পুরসভা দম দম ওয়ার্ড নং ৭ অধীন, থানা : দম দম অধিক্ষেত্র অধীন, এডিএসআর কাশীপুর দম দম, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, জমির চৌহদ্দি : উত্তরে : অনিমেষ কর এর ভবন; দক্ষিণে : ১২ ফুট পুরসভা সড়ক; পূর্বে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট; পশ্চিমে : স্বপন মজুমদার এর ভবন।	১৫.০৯.২০২৫	৯,০০,৩৩৫/-
২.	শ্রী দুর্গা শংকর সাঁতরা এবং শ্রীমতী চায়না সাঁতরা WB0070610004010 (কলকাতা শাখা অফিস)	জমির পরিমাপ এরিয়া ১৫ ছটাক ৫ বর্গফুট কমবেশি এবং তদস্থিত দোতলা পাকা ভবন মোট পরিমাপ আনুমানিক ৭৪৫.৬২ বর্গফুট কমবেশি , কুলিহান্ডা অধীন, জেএল নং ১৮, আরএস দাগ নং ১৬৭২, এলআর দাগ নং ৩৩৫৪, এলআর খতিয়ান নং ৮৯৩, বর্তমানে ৯৯৯৫, অবস্থিত হোল্ডিং নং ১৯২/১৬৩, চরঘাটা, থানা: চুঁচড়া, ওয়ার্ড নং ১৫, হুগলি চুঁচড়া পুরসভা অধীন, জেলা : হুগলি, এডিএসআর চুঁচড়া অধিক্ষেত্রে, চৌহদ্দি : উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং লে আউট প্লট নং ২; দক্ষিণে : আশিস রায় এবং তাপস ভট্টাচার্যর সম্পত্তি; পূর্বে : পুকুর; পশ্চিমে : লে আউট প্লট নং ২ পরে লেআউট প্লট নং ৪।	১৬.০৭.২০২৫	১৫,১৭,৫২৮/-
৩.	শ্রী খানদোকের সাহেবুদ্দিন আহমেদ এবং শ্রীমতী খানদোকের তাহামিনা খাতুন WB0070610002908 (কলকাতা শাখা অফিস)	বাস্তু জমি পরিমাপ ২ কাঠা ১ ছটাক ১৯ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা : মল্লিকপুর, জেএল নং ১০, আরএস নং ১২৪, আরএস খতিয়ান নং ৫১৬,আরএস এবং এলআর দাগ নং ৯৫১, এলআর খতিয়ান নং ২২৪,বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং ৪১৩৬, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৯৫২, মল্লিকপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : বারুইপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, জমির চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যর ভবন; দক্ষিণে : অন্যান্যর ভবন; পূর্বে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; পশ্চিমে : খালি জমি।	১৫.০৯.২০২৫	১০,৯৮,৮৫৫/-
৪.	শ্রীমতী মাধবী সরকার এবং শ্রী রঞ্জিত সরকার WB0070610002430 (কলকাতা শাখা অফিস)	বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাপ আনুমানিক ৪১৭ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) কমবেশি চারতলায়, ফ্ল্যাট নং সি, ভবনের অবস্থিত প্রেমিসেস নং পিবি-১২৫, অর্জুনপুর পশ্চিম (অর্জুনপুর পশ্চিমপাড়া),কলকাতা ৭০০০৫৯, মৌজা : অর্জুনপুর, জেএল নং ৭, আরএস নং ১৬০, তৌজি নং ১৬৯, সিএস দাগ নং ৬৮২, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪২০, সিএস খতিয়ান নং ৪৮, আরএস খতিয়ান নং ৭১, এবং এলআর খতিয়ান নং ২৭৩৬,থানা : রাজারহাট, বর্তমানে বাগুইআটি, ওয়ার্ড নং ২৩ (পুরানো) ১৬ (নতুন) জমির চৌহদ্দি : উত্তরে : অমৃতা; দক্ষিণে : ২০ ফুট চওড়া পশ্চিমপাড়া রোড; পূর্বে : মনোজ কুমার মিত্র; পশ্চিমে : অমৃত পাল।	১৫.০৯.২০২৫	৫,৭০,৩৬৪/-
৫	শ্রী মান সিং এবং শ্রীমতী অমরাবতী সিং এবং শ্রী সঞ্জীব কুমার সিং এবং শ্রীমতী আরতি সিং জামিনদাতা শ্রী চন্দ্র শেখর সিং WB0070610001060 (কলকাতা শাখা অফিস)	বাস্তু জমি পরিমাপ আনুমানিক ০২ কাঠা এবং তদস্থিত ১৫০ বর্গফুট আর টি শেড অবস্থিত মৌজা : বেহালা, জেএল নং ২, আরএস নং ৮৩, তৌজি নং ৩৪৬, সিএস খতিয়ান নং ২২৩৪, আরএস খতিয়ান নং ২৮১৪, সিএস দাগ নং ২৬২, আরএস দাগ নং ২৬২/১১৬০, থানা : বেহালা, কেএমসি ওয়ার্ড নং ১৩১, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, প্রেমিসেস নং ১১১১এ/১, উপেন্দ্র নাথ ব্যানার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০৬০, উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ভব রঞ্জন দাসের জমি এবং ভবন;দক্ষিণে : ৮ ফুট চওড়া সড়ক; পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক ; পশ্চিমে : সুনীল শাউ এর জমি।	২২.০৭.২০২৫	৫,৯০,২৮৭/-
৬	শ্রী নাওয়াজিশ আলি এবং শ্রীমতী নাজমা খাতুন WB0070610004060 (কলকাতা শাখা অফিস)	সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ই, ৬ষ্ঠ তলে, ব্লক নং ৭, পরিমাপ আনুমানিক ৯৪০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া হাউসিং কমপ্লেক্স পরিচিত রিভার ব্রিজ হাউসিং কমপ্লেক্স, অবস্থিত হোল্ডিং নং ৩৭, , জি টি রোড (পূর্ব) (পূর্বতন নং ৪০, জি টি রোড (পূর্ব), চাঁপদানি, বৈদ্যবাটী, জেলা হুগলি, পিন : ৭১২২২২, ওয়ার্ড নং ২৭, বরো নং ৩, মৌজা :গৌরহাটি, আরএস খতিয়ান নং ৬২, আরএস দাগ নং ১৪৩, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৫৮, দাগ নং ১৬৪, জেএল নং ২,চাঁদেরনগর পুরসভা অধীন, থানা : ভদ্রেশ্বর।	১৬.০৭.২০২৫	২০,৮৭,৫৭৯/-
৭	শ্রী পংকজ কুমার সিং এবং শ্রীমতী উষা সিং WB0070610003402 (কলকাতা শাখা অফিস)	জমির পরিমাপ আনুমানিক ১ কাঠা ১৪ ছটাক ২৫ বর্গফুট কমবেশি লে আউট প্লট নং ৩ অবস্থিত মৌজা : কেওটা, আরএস দাগ নং ১০২০, এলআর দাগ নং ৩১৭৩, আরএস খতিয়ান নং ১৮৩২, এলআর খতিয়ান নং ২৩৭০,সংশোধিত এলআর দাগ নং ৩২৩৪, এলআর খতিয়ান নং ৫৯৫৬, তৌজি নং ১, জেএলনং ৭, হোল্ডিং নং ৫৪৮/২৫৪, পূর্বতন ২২৪/২৮৬, মহল্লা এম জে বাগ, ওয়ার্ড নং ১, স্থানীয় হুগলি-চুঁচুড়া পুরসভা অধীন, থানা : চুঁচুড়া , পিন : ৭১২১০৪, সাব রেজিস্ট্রি অফিস হুগলি, জেলা হুগলি। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : জমি লে আউট প্লট নং ২; দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; পূর্বে : ১৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; পশ্চিমে : জমি এবং লে আউট প্লট নং ৪।	১৫.০৯.২০২৫	৯,৯৬,২৮২/-
৮	শ্রী সাফে উল্লা এবং শ্রী হাজরা খাতুন এবং শ্রী আহসান উল্লা জামিনদাতা শ্রী আনোয়ার আলি WB0071300106955 (কলকাতা শাখা অফিস)	সম্পত্তি পরিমাপ আনুমানিক ৩ কাঠা ১৩ ছটাক ১৮ বর্গপুট অবস্থিত হোল্ডিং নং ৬৮, প্রেমিসেস নং ১৯, দেশবন্ধু লেন, মৌজা : আড়িয়াদহ কামারহাটি, জেএল নং ১, তৌজি নং ১৭৩, আরএস নং ১২, খতিয়ান নং ২০৭৩, দাগ নং ৩০১৯/৩৯২৬, থানা : বেলঘড়িয়া, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৫৮। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : দাগ নং ৩০১৯/৩৯২৩ এবং ৩০১৯/৩৯২২, দক্ষিণে : ১২ ফুট পুরসভা রোড; পূর্বে : দাগ নং ৩০১৯/৩৯২৭, পশ্চিমে : দাগ নং ৩০১৯/৩৯২৫।	১৫.০৯.২০২৫	৪,২৮,৪৪৫/-
৯	শ্রী সমীর কুমার সাহা এবং শ্রীমতী দেবযানী সাহা WB0070610002601 (কলকাতা শাখা অফিস)	জমি এ সি ছাদ নির্মিত টিউব ওয়েল উত্তর অংশে প্রেমিসেস নং ৬৪এ, হো চি মিন সরণি, পরিমাপ আনুমানিক ১ কাঠা ২ ছটাক ৪২ বর্গফুট এবং তদস্থিত ১০১৪ বর্গফুট দোতলা পাকা ভবন বসবাসের জন্য ব্যবহৃত, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, থানা : পর্ণশ্রী,কলকাতা ৭০০০৬১, তৌজি নং ৩৫১, পরগনা : বালিয়া, জেএল নং ১৫, মৌজা : বাসুদেবপুর, অংশ দাগ নং ১১২, ১১৬ এবং ১১৭, সিএস খতিয়ান নং ১৩৫ এবং ১৪৬ অংশ স্কিম প্লট নং ৩২এ, সৎগ্রাম হাউসিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এবং পূর্বতন পি-৩২এ, বীরেন রায় রোড (পশ্চিম) কলকাতা : ৭০০০৬১। উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : প্লট নং ৪০ সৎগ্রাম হাউসিং কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড ; দক্ষিণে : বর্তমান নির্মাণ- শ্রী চিন্ময় গুপ্তা এবং শ্রী কমল কান্তি গুপ্তার অর্থাৎ অংশ পি-৩২। বীরেন রায় রোড (পশ্চিম), পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া কলোনি রোড; পশ্চিমে : শ্রী মনীন্দ্র দাশগুপ্তর অধিকারে।	২২.০৭.২০২৫	১১,৮৬,২১৪/-
১০	শ্রী সঞ্জয় মজুমদার এবং শ্রী সুজয় মজুমদার এবং শ্রী নিরঞ্জন মজুমদার WB0070610003992 (কলকাতা শাখা অফিস)	জমির পরিমাপ এরিয়া ২ কাঠা ৬ ছটাক কমবেশি এবং তদস্থিত দোতলা পাকা ভবন, প্লট নং ৪৪, মৌজা কেওটা, জেএল নং ৭, আরএস দাগ নং ৩৭১৯ এবং ৩৭১২, আরএস খতিয়ান নং ৫৪০ এবং ১৬১৬, এলআর দাগ নং ৬২৫৬, এলআর খতিয়ান নং ৩৪৫, ৪১২, ৪৫৪/২, হাল ৮৩২০, অবস্থিত পুরসভা হোল্ডিং নং ৩৩০/এন, এস এস পুর, থানা : চুঁচুড়া, ওয়ার্ড নং ২ হুগলি চুঁচুড়া পুরসভা অধীন, জেলা হুগলি, এডিএসআর হুগলি অধিক্ষেত্রে চৌহদ্দি : উত্তরে : মনীন্দ্র লাল বড়ুয়ার ভবন;দক্ষিণে : ১২ ফুট চওড়া কলোনি চলার পথ; পূর্বে : নেপাল দে এর ভবন; পশ্চিমে : অরুণ সাহা এর ভবন।	১৬.০৭.২০২৫	১৭,৪৭,০৮৩/-
১১	শ্রী চন্দন জয়সওয়াল এবং শ্রীমতী সোনি জয়সওয়াল WB0070610003495 এবং WB0070110003887 (কলকাতা শাখা অফিস)	সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ২বি, দোতলায় প্রেমিসেস নং ৪৫১, হো চি মিন সরণি, ডাক ঠিকানা : ১৭৪, বেনী মাস্টার লেন, কলকাতা : ৭০০০৬১। পরিমাপ ৯০০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা আরএস দাগ নং ৩০৩৬, আরএস খতিয়ান নং ৬৩৬, মৌজা : পারুই, জেএল নং ৩, আরএস নং ৮০, তৌজি নং ৩৫১, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ১২৮ অধিক্ষেত্রে।	১৭.০৭.২০২৫	১৮,৩৮,৩৩৮/-
১২	শ্রী তপন সরকার এবং শ্রী হরলাল সরকার WB0070610003568 (কলকাতা শাখা অফিস)	জমির পরিমাপ এরিয়া ১ কাঠা ৮ ছটাক কমবেশি মৌজা : জাফরপুর, পরগনা : কলিকাতা, জেএল নং ৯, আরএস নং ১০, তৌজি নং ১৭৩, আরএস দাগ নং ৮৫২, প্রজা খতিয়ান নং ৫৪৪, এলআর দাগ নং ১৭১৭, এলআর খতিয়ান নং ৪৬০৭, অবস্থিত মোহনপুর, উত্তরপাড়া, থানা : টিটাগড়, মোহনপুর গ্রাম পঞ্চায়েতক অধীন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১২১, এডিএসআর বারাকপুর অধিক্ষেত্রে এবং চৌহদ্দি : উত্তরে: সম্পত্তি দাগ নং ৮৫২; দক্ষিণে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক; পূর্বে : সম্পত্তি দাগ নং ৮৫২; পশ্চিমে : সম্পত্তি দাগ নং ৮৫২	১৬.০৭.২০২৫	১২,৫২,৯৯৫/-
১৩	শ্রী সৌমেন সামন্ত এবং শ্রীমতী চায়না সামন্ত WB0070610003519 (কলকাতা শাখা অফিস)	সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ৫০৩। ৫মতলে, পশ্চিম দিকে পরিমাপ ৭১০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত হোল্ডিং নং ১৭২(৩২), এন এস রোড, থানা : শ্রীরামপুর, বৈদ্যবাটী পুরসভা অধীন, জেলা : হুগলি, মৌজা : শেওড়াফুলি, জেএল নং ৬, আরএস খতিয়ান নং ২২৭০, এলআর খতিয়ান নং ৪৮৫৫, ১১১৪৭, আরএস দাগ নং ৫০৭, এলআর দাগ নং ৪৫১৫, ওয়ার্ড নং ২১, পিন : ৭১২২২৩।	১৬.০৭.২০২৫	৮,৭৫,১৮৪/-
১৪	শ্রী সুজিত রায় এবং শ্রীমতী মামনি রায় WB0070610002697 (কলকাতা শাখা অফিস)	বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাপ আনুমানিক ৭৯৭ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) কমবেশি চারতলায়, সামনের অংশে (দক্ষিণ -পূর্ব দিকে) ফ্ল্যাট নং ৮, ভবনে অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১১৭, বাঁশদ্রোণী পার্ক, কলকাতা ৭০০০৭০ মৌজা : বাঁশদ্রোণী, জেএল নং ৪৫, তৌজি ন ১৫১, খতিয়ান নং ৬৭২, দাগ নং ১২৪৭, পো এবং থানা : রিজেন্ট পার্ক ওয়ার্ড নং ১১৩, জমির চৌহদ্দি : উত্তরে : রানা মিত্র এর জমি এবং ভবন; দক্ষিণে : ক্ষিতিশ সাহার ভবন; পূর্বে : ১২ সাধারণ চলার পথ; পশ্চিমে : জমি দাগ নং ১২৪৭।	১৫.০৯.২০২৫	১৪,৫০,৩৩৬/-
১৫	শ্রী সুরজিৎ কুন্ডু এবং শ্রীমতী নবনীতা কুন্ডু WB0070110002077 (কলকাতা শাখা অফিস)	সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং জি-২, অবস্থিত উত্তর পূর্ব দিকে একতলায় পরিমাপ ৬৪৫ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পো : অশ্বিনীনগর, থানা : বাগুইআটি, কলকাতা ৭০০১৫৯, মৌজা : জ্যাঙ্গরা, জেএল নং ১৬, আরএস নং ১১৪, তৌজি নং ৩০২৭, সিএস খতিয়ান নং ২৭৩, আরএস খতিয়ান নং ৮৭৩, ওয়ার্ড নং ২৭, পুরসভা হোল্ডিং নং ব্লক জি, ১৯০/০৭, আরজিএম/১৮৯/৭, ব্লক জি, আরজিএম/১৮৮/৭, ব্লক জি।	১৬.০৭.২০২৫	১৩,০৯,৯৩১/-
১৬	শ্রী সুশান্ত সেনগুপ্ত এবং শ্রীমতী সোনালী সেনগুপ্ত WB0070610003826 (কলকাতা শাখা অফিস)	সম্পত্তি ফ্ল্যাট নং ২বি, ৩য়তলে, উত্তর দিকে পরিমাপ ১১০৬ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৭১/ই, কালীচরণ ঘোষ রোড, হোল্ডিং নং ২৩৯/৫, থানা : বরাহনগর, কলকাতা ৭০০০৫০, মৌজা : নৈনান পূর্ব, জেএল নং ১০, আরএস নং ১২, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, ডিভিশন-১, সাব ডিভিশন -১২, প্রজা খতিয়ান নং ৯৫, আরএস নং ২১, এলআর দাগ নং ১৫৬, এলআর খতিয়ান নং ৭৮০ এবং ৭৮১, ওয়ার্ড নং ২১, বরাহনগর পুরসভা অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা।	১৬.০৭.২০২৫	৩৮,৪৮,৯১৫/-
১৭	শ্রী তপন ঘোষ WB0070610001218 (কলকাতা শাখা অফিস)	সম্পত্তি অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১৫৮/১এ, সুইনহো লেন, থানা : কসবা, কলকাতা ৭০০০৪২,জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, ৪৬৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পশ্চিম দিকে তিনতলায় , মৌজা : কসবা, জেএল নং ১৩, সিএস খতিয়ান নং ৬৪০, দাগ নং ৪৯১ এবং ৪৯২, কলকাতা পৌর সংস্থার ওয়ার্ড নং ৬৭ অধিক্ষেত্রে।	১৭.০৭.২০২৫	৩,১৭,৬৭৭/-
১৮	শ্রীমতী সায়নি ঘোষ WB0070610003910 (কলকাতা শাখা অফিস)	বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাপ আনুমানিক ৯০০ বর্গফুট (সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) কমবেশি পাঁচতলায় ফ্ল্যাট নং ৪বি, ভবনে অবস্থিত জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, প্রেমিসেস নং পুরানো ১১ এস কে দেব রোড, নতুন ১১৬ আদ্যনাথ সাহা রোড, কলকাতা ৭০০০৪৮ ,মৌজা : পুরানো দক্ষিণডহরি, নতুন পাতিপুকুর, তৌজি নং ১২৯৮/২৮৩৩, জেএল নং ২৪, খতিয়ান নং ১৭৪স এলআর খতিয়ান নং ৯৭৪, দাগ নং ৩৭, ৩০১ থেকে ৩০৮, ৩১৩, ৩১৪ এবং ৩০৪/৩৫৬, এলআর দাগ নং ১৬২৯,স্থানীয় দক্ষিণ দম দম পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩১ অধীন, এডিএসআরও বিধাননগর সল্ট লেক সিটি, থানা : লেক টাউন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : উত্তরে :প্লট নং ৪৯ বি আদ্য নাথ পল্লি ; দক্ষিণে : ২০ ফুট চওড়া সড়ক; পূর্বে : ১০ ফুট চওড়া সড়ক; পশ্চিমে : প্লট নং -৪৮ আদ্য নাথ পল্লি।	১৫.০৯.২০২৫	২১,৩৫,২১২/-
১৯	শ্রী নীলাদ্রি শেখর নন্দী এবং শ্রীমতী সানন্দা সরকার WB0700610001841 (গড়িয়া শাখা অফিস)	ফ্ল্যাট নং ডি১, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৬৫৫ বর্গফুট চারতলায় (সামনের অংশে) ভবনের অবস্থিত মৌজা : বরাহনগর (স্কিম প্লট নং ১৬), আরএস দাগ নং ১৪৭৫, আরএস খতিয়ান নং ৯২৭, তৌজি নং ১০৬৮/২৮৩৩, আরএস নং ৬, জেএল নং ৫, হোল্ডিং নং ৫৮১(নতুন)/৪৫৫ (পুরানো), প্রেমিসেস নং ২৩ (পুরানো ২), বনওয়ারি লাল ঢোল লেন, ওয়ার্ড নং ১১ (পূর্বতন ২৮), স্থানীয় বরাহনগর পুরসভা অধিক্ষেত্রে, কলকাতা : ৭০০৩৬, থানা : বরাহনগর। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : পুরসভার হাই ড্রেন, দক্ষিণে : ১৬ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক, পূর্বে : ২২ বনওয়ারি লাল ঢোল লেন, পশ্চিমে : ২৪ বনওয়ারি লাল ঢোল লেন।	২৬.০৮.২০২৫	১৬,৫২,৮৭৯/-
২০	শ্রীমতী মোনালিসা চ্যাটার্জি এবং শ্রীমতী মনীশা চ্যাটার্জি WB0700610001920 (গড়িয়া শাখা অফিস)	ফ্ল্যাট নং বি, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১৭২, বর্গফুট, দোতলায় জি-৪ তলা বহুতল ভবনে পরিচিত ঋদ্ধিমা অ্যাপার্টমেন্ট, অবস্থিত মৌজা : মুলাজোড়, আরএস দাগ নং ৬০৯ এবং ৬১০, আরএস খতিয়ান নং ২৬৬, তৌজি নং ৬৫৫, আরএস নং ৬, জেএল নং ১৮, হোল্ডিং নং ২১৪ এবং ২১৪/১, ব্যানার্জি পাড়া রোড, ওয়ার্ড নং ২৪, স্থানীয় ভাটপাড়া পুরসভা অধীন, থানা : জগদ্দল, সাব রেজিস্ট্রি অফিস নৈহাটি, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১২৭ ।সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : পাঁচু গোপাল চ্যাটার্জির সম্পত্তি; দক্ষিণে : ১৭ ফুট চওড়া ব্যানার্জি পাড়া রোড, পূর্বে : বি ডি কমপ্লেক্স, পশ্চিমে : পুরসভা পার্ক সম্পত্তি।	২৬.০৮.২০২৫	২৫,১৬,০৯৭/-
২১	শ্রী তারকেশ্বর সিং এবং শ্রীমতী পুনম সিং WB0700610003527 (গড়িয়া শাখা অফিস)	সম্পত্তি অবস্থিত জেএল নং ৯, আরএস -১৪, এলআর দাগ নং ১৫৯৫, ভবন নং ৩বি, তৌজি নং ১৫৬, আরএস ডি-১০৬৬, পি এন মুখার্জি রোড, খড়দহ পুরসভা অধীন, আরএস খতিয়ান নং ১৪, এলআর খতিয়ান নং ১৭৬২, ওয়ার্ড নং ২২, গ্রাম : সুখচর, যুগবাণী ক্লাবের নিকট, তালুক : খড়দহ, পিন কোড : ৭০০১১৬। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : অনুপমা অ্যাপার্টমেন্ট; দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; পূর্বে : ২০ ফুট চওড়া পি এন মুখার্জি রোড; পশ্চিমে : হৈমন্তী মুখার্জির জমি।	২১.০৭.২০২৫	১০,১১,৮০৬/-
২২	শ্রী জহর বন্দ্যোপাধ্যায় WB0700610003281 (গড়িয়া শাখা অফিস)	সম্পত্তি অবস্থিত গাট নং আরএসডি৮৫১, আরএসকে৩৮৮, জেএল ২২, প্রেমিসেস নং ২৩৬/৪, একতলা, হোল্ডিং নং ৬, দম দম ক্রস রোড, গ্রাম : পূর্ব সিঁথি, জে এল নেহরু স্কুলের নিকট, ঘুঘুডাঙ্গা, তালুক : আচর্য্য পি সি এভিনিউ,থানা : দম দম, পিন : ৭০০০৩০। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : দীপ্তি রানি নন্দীর ভবন; দক্ষিণে : বি পি মুখার্জি এবং অন্যান্যর ভবন, পূর্বে : নন্দ রানি ঘোষ এর ভবন; পশ্চিমে : ১০ ফুট চওড়া রোড।	২১.০৭.২০২৫	৬,৬৭,৮২৪/-
২৩	শ্রী বিশ্বজিৎ সেন WB0770600000540 (বারাসত শাখা অফিস)	ফ্ল্যাট একতলায়, ফ্ল্যাট নং এজি১, পরিমাপ এরিয়া ৬৫৩ বর্গফুট (আনুমানিক) সুপার বিল্ট আপ এরিযা অবস্থিত পুরসভা হোল্ডিং নং ৩(২), ইএ চাঁদমারী সেকেন্ড লেন, থানা : টিটাগড়, কলকাতা : ৭০০১২২, ওয়ার্ড নং ১১, বারাকপুর পুরসভা অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, মৌজা : চানক, জেএল নং ৪, আরএস নং ৩৯, তৌজি নং ২৯৯৮, কালেক্টরেট উত্তর ২৪ পরগনা, সিএস দাগ নং ১২১৩, ১২১৪, ১২১৫, ১২১৬, ১২১৭, ১৩১৪ এবং ১৩১৫, সিএস খতিয়ান নং ১৮৯, ১১০১, ১১০২ এবং ২১০, আরএস দাগ নং ৫১৫৮, ৭৭৪৩, ৭৭৪২ এবং৫১৫৭, আরএস খতিয়ান নং ২০০৬, সংশোধিত খতিয়ান নং ৯৬৮, নতুন সংশোধিত খতিয়ান নং ৬৩৬৫ এবং ৬৩১৬। চৌহদ্দি : উত্তরে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট, দক্ষিণে : খোলা জায়গা, পূর্বে : অন্যান্যর ফ্ল্যাট, পশ্চিমে : খোলা জায়গা।	৩০.০৭.২০২৫	১৪,২৮,৫৮৪/-
২৪	শ্রীমতী ডালি রায় সরকার WB0770600000595 (বারাসত শাখা অফিস)	জমির পরিমাপ ০১.৪৯৪ শতক চিহ্নিত প্লট নং এফ, অবস্থিত মৌজা : সুপার হাল নং ২৪৮, জেএল নং ১৪০, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২১১২/২৩৬০, এলআর খতিয়ান নং ১৪৯০, খতিয়ান নং ৪২, চৌবেড়িয়া ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : গোপালনগর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর বনগাঁ, চৌহদ্দি : উত্তরে : উত্তম সরকারের সম্পত্তি; দক্ষিণে : সড়ক; পূর্বে : শম্ভুনাথ দাসের সম্পত্তি; পশ্চিমে : কৃষ্ণ সরকারের সম্পত্তি।	২৯.০৮.২০২৫	১২,২০,১৯০/-
২৫	প্রয়াত রীতা বসাক এবং তার জ্ঞাত এবং অজ্ঞাত আইনি উত্তরাধিকারীগণ এর মাধ্যমে WB0770600000060 (বারাসত শাখা অফিস)	জমি ২ কাঠা ৯ ছটাক ২৯ বর্গফুট ভবন কার্পেট ১২৩২ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৪০০ বর্গফুট অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৬৯/এন সোদপুর ব্রিক ফিল্ড রোড, গাট নং সিএসডিজি ৭০৪, ৭০৫, জেএল নং ১২, খতিয়ান নং ২৮৩, তৌজি নং ৮, আরএস নং ৩৪, কলকাতা পৌর সংস্থা অধীন, থানা : হরিদেবপুর,কলকাতা ৭০০০৮২। চৌহদ্দি : উত্তরে : ১২ ফুট চওড়া সড়ক, দক্ষিণে : অরুণ কুমার বসাক এর ভবন, পূর্বে : বিপুল ব্যানার্জির ভবন, পশ্চিমে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	২৯.০৮.২০২৫	১৯,৪৭,৭৮৪/-
২৬	শ্রী সুব্রত দাস এবং শ্রীমতী রচনা দাস WB0770600000261 (বারাসত শাখা অফিস)	জমির পরিমাপ এরিয়া ১ কাঠা ৮ ছটাক ২৪ বর্গফুট কমবেশি তদস্থিত দোতলা ভবন, মৌজা : নাটাগড়, জেএল নং ১৫, আরএস নং ১০১, তৌজি নং ১৫৫, আরএস দাগ নং ২৪০৩,আরএস খতিয়ান নং ১৩২৫, অবস্থিত পুরসভা হোল্ডিং নং ৪৯, সি আর রোড (সূর্য্য সেন নগর), থানা খড়দহ, ওয়ার্ড নং ৩৪, পানিহাটি পুরসভা অধীন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, এডিএসআর সোদপুর অধিক্ষেত্রে চৌহদ্দি : উত্তরে : প্লট দাগ নং ২৪০৩, দক্ষিণে : প্লট নং ২৩, পূর্বে র ১৪ ফুট চওড়া সড়ক, পশ্চিমে : প্লট নং দাগ নং ২৪০২।	১২.০৯.২০২৫	১২,২২,৩০৮/-

এই নোটিশটি ঋণগ্রহীতার সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানার বাইরের অংশেও সাঁটানো হয়েছে

তারিখ : ২৭.০৯.২০২৫
স্থান : কলকাতা

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

মহিলাদের ক্ষমতায়নে জোর, মুখ্যমন্ত্রী রোজগার যোজনার সূচনা প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২৬ সেপ্টেম্বর: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার ভিডিও কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে মুখ্যমন্ত্রী রোজগার যোজনার সূচনা করেছেন। এই প্রকল্পের আওতায় ৭৫ লক্ষেরও বেশি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ১০ হাজার টাকা দেওয়া হবে। এদিন ভার্চুয়ালি সুবিধাভোগী মহিলাদের সঙ্গেও এদিন কথা বলেন প্রধানমন্ত্রী।

প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেন, 'আগে মহিলারা কাঠ সংগ্রহ করে দিন কাটাতেন, ক্রমাগত কষ্টের মুখোমুখি হতেন। বৃষ্টির সময় ভেজা কাঠ জ্বলত না, বন্যার সময় কাঠ ভেসে যেত। অনেক সময় শিশুদের ক্ষুধার্ত অবস্থায় ঘুমাতে হত অথবা ভাজা শস্য খেয়ে বেঁচে থাকতে হত। এই যন্ত্রণা বইয়ে লেখা নেই, এটি বিহারের আমাদের বোনদের জীবন্ত বাস্তব। তাদের প্রত্যেকেই এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে গেছে। কিন্তু যখন এনডিএ সরকার তাদের নীতির কেন্দ্রবিন্দুতে নারীদের স্থান দেওয়া শুরু করে, তখন চিত্রটি বদলে যেতে শুরু করে। কোটি কোটি পরিবার একইসঙ্গে গ্যাস সংযোগ পেয়েছে। এখন কোটি কোটি মহিলা ধোঁয়ামুক্তভাবে শান্তিতে রান্না করছেন। তারা ফুসফুস এবং চোখের রোগ থেকে সুরক্ষিত, এবং শিশুরা এখন প্রতিদিন গরম খাবার পায়।'

Notice Inviting Online/ e-Tender

The Block Development Officer, Bhatar Development Block & Executive Officer, Bhatar Panchayat Samiti invites **Ref. e-NIT- BHATAR BDO & PS/04/2025-26, Dated- 25/09/2025.** Last Date of Bid Submission : **16/10/2025.** Details of e-Tender Notice will be available in Website **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Block Development Officer & Executive Officer
Bhatar Development Block & Bhatar Panchayat Samiti
Bhatar : Purba Bardhaman

ABRIDGED NOTICE
NOTICE INVITING QUOTATION NO 03 OF SDO/T.B. SUB DIVISION OF 2025-26

Sealed Quotationers are hereby invited by the undersigned from resourceful, Bonafide eligible bidders for 1 (one) number of work. Last date & time of receiving application for the purpose of purchase of N.I.Q. form is on **29.10.2025 up to 16.00 hrs.** Kindly note that details may be seen at the office of the undersigned on any working day up to 16.00 hrs.

Sd/-
Sub-Divisional Officer
Tilpara Barrage Sub-Division
Suri, Birbhum

NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/582/25-26 Dated 26.09.2025

E-Tenders are being Invited for Upgradation of Drain From H/O Soumen Chowdhury towards H/O Santimoy Bhattacharjee In Ward No- 21 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 136, Proposal SL No- 4, within 147 Sonarpur Dakshin. **a)Date of uploadation:** 27.09.2025 at 11-00 hrs. **b) Estimated Amount:** Rs. 2,03,459.00, **c) Documents download starting date & time:** 27.09.2025 at 11-00 hrs. **d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 18.10.2025 at 11-00 hrs. **e) Date & Time for Opening of Technical Bid** :20.10.2025 at 11-05 hrs. **f) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**

SD/- Executive Officer
Rajpur-Sonarpur Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 1683, Dt. 23/09/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender ID: 2025_MAD_911815_1,** Last Date of Bid Submission **16/10/2025 at 17.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 1682, Dt. 23/09/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender ID: 2025_MAD_911733_1,** Last Date of Bid Submission **16/10/2025 at 17.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY

The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 1681, Dt. 23/09/2025** for Civil Works at this Municipal Jurisdiction under APAS Programme, **Tender ID: 2025_MAD_911647_1,** Last Date of Bid Submission **16/10/2025 at 17.00 Hrs.**

Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

PWD (GOVT OF WB)
TENDER NOTICE
e-NIT NO.
WBPWD/PC/SE/NIeT-08/2025-2026

SE, Presidency Circle, PWD invites online e-tender for the work of "Replacement of Damaged Sewerage pipe line (both soil line & waste line), water pipe lines and rainwater pipes and relevant ancillary works at Banga Bhawan, 3, Hailey Road, New Delhi during the year 2025-2026." Tender **ID:- 2025_PWD_912744_1.** Bid Submission Start date (online) :- **27/09/2025 from 2.00 PM.** Bid Submission Closing date (online) :- **18/10/2025 up to 10.00 AM.** Corrigendum if any will be published on website only. Details of NIT and Tender Documents may be downloaded from : **http://wbtenders.gov.in**

Sd/-
Superintending Engineer
Presidency Circle, PWD
Govt. of West Bengal

SHORT NIQ NOTICE
NABADWIP MUNICIPALITY

e-NIT are invited by the Chairman Nabadwip Municipality.
NM/APAS/NIT-01e/2025-26
ID: 2025_MAD_914815_1,
NM/APAS/NIT-021e/2025-26
ID: 2025_MAD_ 914960_1
NM/APAS/NIT-03e/2025-26
ID: 2025_MAD_ 915026_1
Last Date of Dropping NIT
18.10.2025 up to 3.00 PM.

N.B. Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**

Sd/- **Chairman**
Nabadwip Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ এসজি.টেন্ডার/ডিএসটিই/এসডিএএইচ/৫৭১, তারিখ ২৬.০৯.২০২৫। সিনিয়র ডিএসটিই, পূর্ব রেলওয়ে, শিয়ালদহ, ৩য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, ডিআরএম বিল্ডিং, কাইজার স্ট্রিট, শিয়ালদহ, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **ই-টেন্ডার নং ঃ এসডিএসটিই/সিগ/টি/৩১/২৫-২৬/আরআরএসকে। অবস্থান সহ কাজের নাম ঃ** শিয়ালদহ-বিধাননগর রোড, বেলঘরিয়া-পায়রাডাঙ্গা ও শিয়ালদহ(এস) শাখায় এল/বক্স, সিগন্যাল পোস্ট, এলসি গেট ইত্যাদির প্রতিস্থাপন ও পুনর্বাসন সহ নির্ভরযোগ্যতা উন্নয়নের কাজ। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৭৫,৯৭,৪৬৭.২৪ টাকা। **বায়না মূল্য/বিড সিকিউরিটি জমা করতে হবেঃ** ১,৫২,০০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **টেন্ডার জমা শুরুর তারিখঃ** ১০.১০.২০২৫। **টেন্ডার জমা বন্ধের তারিখ ঃ** ২৪.১০.২০২৫-এ দুপুর ২.০০ টা পর্যন্ত। **টেন্ডার বিড খোলার তারিখঃ** ২৪.১০.২০২৫-এ দুপুর ২.৩০মিনিট। বিশদ বিবরণ যেখানে পাওয়া যাবেঃ **www.ireps.gov.in** **কারিগরী যোগ্যতার শর্তাবলী ঃ** যে মাসে টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে তার আগের মাসের শেষ দিনে সমাপ্ত, সর্বশেষ ০৭ (সাত) বছরের মেয়াদে, টেন্ডারদাতাকে কাজের নিম্নলিখিত ক্যাটিগরির কোনও একটি কাজ সফলভাবে সম্পূর্ণ করে থাকতে হবে বা বাস্তবে শেষ করে থাকতে হবে ঃ (১) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৩০%-এর সমপরিমাণের নিচে নয় প্রতিটি এরূপ মূল্যের তিনটি অনুরূপ ধরনের কাজ, বা (২) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৪০%-এর সমপরিমাণের নিচে নয় প্রতিটি এরূপ মূল্যের দুটি অনুরূপ কাজ, বা (৩) টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমানের ৬০%-এর সম পরিমাণের নিচে নয় এরূপ মূল্যের একটি অনুরূপ কাজ। **আর্থিক যোগ্যতার শর্ত ঃ** টেন্ডারদাতার, ভি/এন বা 'ভি' যেটা কম হবে, ন্যূনতম গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার থাকতে হবে; যেখানে ভি=কোটি টাকায় টেন্ডারের বিজ্ঞাপিত মূল্যমান, এন=যে কাজের জন্য বিড আহ্বান করা হচ্ছে সেই কাজ সম্পূর্ণ করার জন্য নির্ধারিত বছরের সংখ্যা। নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট অনুযায়ী, পূর্ববর্তী তিনটি আর্থিক বছরে, 'মোট চুক্তিবদ্ধ পেমেন্ট'-এর গড় হিসাবে, গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার হিসাব করা হবে। অবশ্য, পূর্ববর্তী বছরের ব্যালান্স শিট তৈরি/ নিরীক্ষিত না হলে, সেক্ষেত্রে পূর্ববর্তী চতুর্থ বছরের নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট, গড় বার্ষিক চুক্তিবদ্ধ টার্নওভার হিসাবের জন্য বিবেচনা করা হবে। টেন্ডারদাতাকে, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট দ্বারা শংসিত নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট/নিরীক্ষিত ব্যালান্স শিট দ্বারা সমর্থিত চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের থেকে প্রাপ্ত শংসাপত্রের কপি সমেত, জিসিসি ২০২২-এর অ্যানেক্সার-৬বি অনুযায়ী প্রয়োজনীয় তথ্যাদি জমা করতে হবে (আলোচ্য টেন্ডার নথির ফর্ম-৬)। **অন্যান্য নথিপত্র যা জমা করতে হবে ঃ** টেন্ডার নথিপত্রে উল্লেখিতমতো। **অনুরূপ ধরনের কাজ ঃ** ইআই অথবা আরআরআই অথবা পিআই অথবা আইবিএস অথবা আইবিএইচ অথবা এলসি গেট ইন্টারলকিং অথবা ইয়ার্ড মডিফিকেশন অথবা ইউএফএসবিআই অথবা ট্র্যাক সার্কিট (এএফটিসি অথবা ডিসি টিসি) অথবা অ্যাক্সল কাউন্টার (এসএসডিএসি অথবা এমএসডিএসি অথবা এইচএ-এসএসডিএসি) অথবা অটোমেটিক সিগন্যালিং সম্পর্কিত ডেটা লগার অথবা যেকোনো সিগন্যাল ইন্টারলকিং কাজের সরবরাহ, সংস্থাপন ও চালুকরণ। **দ্রষ্টব্য ঃ** টেন্ডারদাতাকে, টেন্ডার নথিতে উল্লিখিত মতো যোগ্যতার শর্তাবলী পূরণে তাঁর/তাঁদের দাবির সমর্থনে প্রাসঙ্গিক নথিপত্র, টেন্ডার অফারের সঙ্গে জমা করতে হবে। টেন্ডারদাতার জমা করা, শংসাপত্রের সমর্থনে নথিপত্রের/শংসাপত্রের কপির প্রতিটি পৃষ্ঠায় স্ব-প্রত্যয়িত/টেন্ডারদাতার বা টেন্ডার প্রদানকারী সংস্থার অনুমোদিত প্রতিনিধির ডিজিটাল স্বাক্ষর থাকতে হবে। স্ব-প্রত্যয়নের অন্তর্ভুক্ত থাকবে স্বাক্ষর, স্ট্যাম্প ও তারিখ (প্রতিটি পৃষ্ঠায়)।

(SDAH-214/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Executive Officer, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-13/2025-26** for "Repairing of Old & Damaged Bituminous Road by Interlocking Designer Concrete Paver Block Road from the Kadamtala Immersion Ghat to Modern Club in Ward No: 24 under within Krishnanagar Municipality". The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. **Tender Id: 2025_MAD_914057_1.**

Sd/- **Executive Officer**
Krishnanagar Municipality

NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/581/25-26 Dated 26.09.2025

E-Tenders are being Invited for Upgradation of Concrete road from H/O Nani Chakraborty Towards H/O Goutam Dutta in Ward No- 21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 136, Proposal SL No- 3, within 147 Sonarpur Dakshin. **a)Date of uploadation:** 27.09.2025 at 11-00 hrs. **b) Estimated Amount:** Rs. 2,21,964.00, **c) Documents download starting date & time:** 27.09.2025 at 11-00 hrs. **d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 18.10.2025 at 11-00 hrs. **e) Date & Time for Opening of Technical Bid** :20.10.2025 at 11-05 hrs. **f) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**

SD/- Executive Officer
Rajpur-Sonarpur Municipality

KRISHNANAGAR MUNICIPALITY
Krishnanagar, Nadia

The Executive Officer, Krishnanagar Municipality invites **NIeT No: WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-8/APAS/2025-26, WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-10/APAS/2025-26, WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-11/APAS/2025-26 & WBMAD/ULB/KRISHNANAGAR/NIT-12/APAS/2025-26** for Construction of Cement Concrete Road,Construction / Repairing of Drain, Construction ofbathing ghat etc.under APAS within Krishnanagar Municipality.The intending Bidders are requested to visit the website: **https://wbtenders.gov.in** for details. **Tender Id: 2025_MAD_904386_1 to 2025_MAD_904386_8, 2025_MAD_910153_1 to 2025_MAD_910153_14, 2025_MAD_911032_1 to 2025_MAD_911032_7 & 2025_MAD_913606_1 to 2025_MAD_913606_7.**

Sd/- **Executive Officer**
Krishnanagar Municipality

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার নম্বর ঃ মেড_প্যাথ_সিএলআইএ_আরআর_১০৭এ, তারিখ ২৬.০৯.২০২৫। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে চিফ মেডিক্যাল সুপারিন্টেন্ডেন্ট, দঃপূঃরেল ওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন যা **২১.১০.২০২৫-এ দুপুর ৩টার আগে** জমা করতে হবে। টেন্ডার **২১.১০.২০২৫ এ দুপুর ৩.৩০টায়** খোলা হবে। **কাজের বিবরণ ঃ** দঃ পূঃ রেলওয়ে ডিভিশনাল হসপিটাল/খড়গপুরে রিএজেন্ট রেন্টাল ব্যবস্থায় বিভিন্ন ইমিউনোলজিক্যাল অ্যাসে নির্ধারণ করার জন্য কেমিল্যুমিনেসেন্স ইমিউনোঅ্যাসে অ্যানালাইজার (সিএলআইএ)। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ১,৭৯,৬৩,০০০ টাকা। **বায়নামূল্য/বিড সিকিউরিটি ঃ** ২,৩৯,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** ৫,০০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ৬০ মাস। **বিড জমা শুরুর তারিখ ঃ** ০৭.১০.২০২৫ থেকে ২১.১০.২০২৫-এ দুপুর ৩টা পর্যন্ত। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারগুলির সম্পূর্ণ বিশদ/বিবরণ/মাপকাঠির জন্য ও অনলাইনে বিড জমা করতে ওয়েব সাইট **www.ireps. gov.in** দেখতে পারেন। কোনওভাবেই এই টেন্ডারের জন্য ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র. ঃ** সমস্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে সম্ভাব্য বিডাররা নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। **(PR-677)**

BHADURA HARIDAS GRAM PANCHAYET

Diamond Harbour-II Dev.Block. Vill-Pana, P.O-Panarhat, P.S-Ramnagar, Dist-South 24 PGS. Pin-743504,
E-Mail:-Pradhan.bharidas@gmail.com

Notice of Inviting E-Tender.

E-Tenders are invited by the undersigned for:- **(1)** BHGP/E-TENDER/2025-2026/13, Date-25/09/2025, **Tender ID 2025_ZPHD_912551_1 to 4, (2)** BHGP/E-TENDER/2025-2026/14, Date-25/09/2025, **Tender ID 2025_ZPHD_912623_1 to 2, (3)** BHGP/E-TENDER/2025-2026/15 Date-25/09/2025, **Tender ID 2025_ZPHD_912582_1 to 6, (4)** BHGP/E-TENDER/2025-2026/16 Date-25/09/2025, **Tender ID 2025_ZPHD_912640_1** Have been invited contract the office of the us & Visit **wbtenders.gov.in** for details. Last Date of Application is **15/10/2025, 11.00 A.M.**

Sd/-Pradhan
Bhadura Haridas.G.P

NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/580/25-26 Dated 26.09.2025

E-Tenders are being Invited for Upgradation of Concrete road from H/O Avik Das Towards H/O Pintu Chowdhury in Ward No- 21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 136, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin. **a)Date of uploadation:** 27.09.2025 at 11-00 hrs. **b) Estimated Amount:** Rs. 2,74,392.00. **c) Documents download starting date & time:** 27.09.2025 at 11-00 hrs. **d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 18.10.2025 at 11-00 hrs. **e) Date & Time for Opening of Technical Bid :** 20.10.2025 at 11-05 hrs. **f) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**

SD/- Executive Officer
Rajpur-Sonarpur Municipality

NOTICE INVITING E-TENDER
N.I.T. No.– WBMAD/ULB/RSM/579/25-26 Dated 26.09.2025

E-Tenders are being Invited for: Upgradation of Concrete road from Netaji Sangha Club towards H/O Dilip Shil in Ward No- 21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 136, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin. a)Date of uploadation: 27.09.2025 at 11-00 hrs. **b) Estimated Amount:** Rs. 2,99,844.00. **c) Documents download starting date & time:** 27.09.2025 at 11-00 hrs. **d) Last Date & Time Limit for Submission of E-Tender:** 18.10.2025 at 11-00 hrs. **e) Date & Time for Opening of Technical Bid** :20.10.2025 at 11-05 hrs. **f) Date & Time for Opening of Financial Bid:** To be notified. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in.**

SD/- Executive Officer
Rajpur-Sonarpur Municipality

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ১৫২_২০২৫-২৬, ১৫৫_২০২৫-২৬, তারিখ ২২.০৯.২০২৫। সিনি. ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার/২, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, পিন-৭১১১০১ কর্তৃক সমতুল কাজে অভিজ্ঞ এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতিপন্ন টেন্ডারদাতাগণ যাঁরা সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা কোনো রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্রে নথিভুক্ত রয়েছেন তাঁদের নিকট থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে ঃ **সিনি. ডিইএন/২/হাওড়া**-র আওতাধীনে ঃ **ক্র. নং ১, ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ১৫২_২০২৫-২৬, কাজের বিবরণ ঃ** সিনি ডিইএন/২/এইচডব্লুএইচ-এর আওতাধীনে বিভিন্ন স্টেশনে (এক বছরের জন্য) কলোনি ও স্টেশনের এলাকাতে আর.ও প্ল্যান্ট, আয়রন রিমুভাল প্ল্যান্ট, ক্লোরিনেশন প্ল্যান্ট রক্ষণাবেক্ষণ এবং বিভিন্ন ও সকল ভালভ পরিচালনার কাজ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ৪২,৬৯,৭৭২.০৪ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৮৫,৪০০ টাকা। **ক্র. নং ২, ই-টেন্ডার নোটিস নং ঃ ১৫৫_২০২৫-২৬, কাজের বিবরণ ঃ** বর্ধমান স্টেশনে ফুট ওভার ব্রিজের সম্প্রসারণ। **আনুমানিক মূল্য ঃ** ১৫,৭১,৬২,৫৯৯.২৪ টাকা। **বায়না অর্থ ঃ** ৯,৩৫,৮০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** প্রতিক্ষেত্রে শূন্য। **সম্পূর্ণ করার মেয়াদ ঃ** ক্র. নং ১-এর জন্য স্বীকৃতিপত্র জারির সময় থেকে ১২ মাস এবং ক্র. নং ২-এর জন্য স্বীকৃতিপত্র জারির সময় থেকে ০৬ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত তারিখটিতে যদি কোনো কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হয়, তাহলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখটির কোনো পরিবর্তন হবে না, কারণ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটের প্রায়োগিক পদ্ধতি টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনো প্রস্তাব দাখিলের অনুমোদন দেবে না। যদিও অনলাইনে টেন্ডার খোলার কাজটি পরবর্তী কাজের দিনে করা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ১৪.১০.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো। **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে বিশদ টেন্ডার পাওয়া যাবে। টেন্ডারদাতাগণকে উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের প্রস্তাব দাখিল করতে অনুরোধ করা হচ্ছে। হাতে হাতে দাখিল করা প্রস্তাব গ্রাহ্য হবে না।

HWH-316/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/583/25-26 Dated 26.09.2025	Construction of Concrete Road At Sonai Das's House to Arun Bhattacharya's House In Ward No- 16 Under Rajpur-Sonarpur Municipality., Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 85, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,37,264.00
WBMAD/ULB/ RSM/584/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Drain From SARKAR PARA SAJAL PARUT'S HOUSE TO PURNENDU. SARKAR'S HOUSE In Ward No- 16 Under Rajpur-Sonarpur Municipality.Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 85, Proposal SL No- 5, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,95,777.00
WBMAD/ULB/ RSM/585/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Drain From Monaj Ghosh TO Asish Ghosh In Ward No- 16 Under Rajpur-Sonarpur Municipality. Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 85, Propcsal SL No- 7, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,36,388.00
WBMAD/ULB/ RSM/586/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Road At SARKAR PARA SAJAL PARUTS House To PURNENDU SARKAR'S House In Ward No- 16 Under Rajpur-Sonarpur Municipality. Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 85, Proposal SL No- 4, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,24,985.00
WBMAD/ULB/ RSM/587/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Road From Sagar Babu's Saloon To Partha Babu's House In Ward No- 16 Under Rajpur-Sonarpur Municipality. Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 85, Proposal SL No- 3, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,84,147.00

Bid Submission end date: **18.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/613/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Drain from H/O Ashoke Roy towards H/O Biswanatha Pal at Ward No- 20 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 150, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,93,933.00

Bid Submission end date: **18.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/614/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Drain from Panchu Sweet Shop towards H/O Budhadev Das gupta at Ward No-20 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 150, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin..	Rs. 6,05,108.00

Bid Submission end date: **18.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/535/25-26 Dated 25.09.2025	Repair & Upgradation work of Concrete Road from Asit Das to Bhaskar Babu at Tarar Bagan in Ward No.- 09 under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No - 18 (Proposal Serial No - 05), within 147 Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 3,33,733.00

Bid Submission end date: **20.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/527/25-26 Dated 24-09-2025	Estimate for Eucalyptus Pilling at Mondal Para beside Pond of Jiban Mandal , Ward No.- 27 under Rajpur-Sonarpur Municipality	Rs. 3,23,582.00

Bid Submission end date: **04.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/588/25-26 Dated 26.09.2025	The Construction of Proposed concrete slab over existing surface drain (marked as Sl.-3/192) beside Jhil No.-1 at Booth No.-192 of Ward No.-30 Under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 9,80,459.00

Bid Submission end date: **18.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/558/25-26 Dated 25.09.2025	The Construction of Proposed Community Hall Shed (marked as Sl. 1/311) at Ukhila Baitul Jamma Masjid, Booth No.- 312 of Ward No.-27 Under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 9,79,847.00
WBMAD/ULB/ RSM/559/25-26 Dated 25.09.2025	The Construction of Proposed C.C. Road and Drain (marked as Sl. 1/162) around Anwar Shah Pond via Durgapuja Pandel to Ananda Abasan at Booth No.-162 of Ward No.-29 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 5,34,682.00
WBMAD/ULB/ RSM/560/25-26 Dated 25.09.2025	The Construction of Proposed Dalij Ground Shed (marked as Sl. 1/312) at Ukhila Majher Laskarpara, Booth No.-312 of Ward No.-27 Under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 9,78,042.00

Bid Submission end date: **06.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/592/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Concrete road from M.N Roy Road Connector towards H/O Arup Paul near Yugipara in Ward No- 18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 167, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,98,531.18
WBMAD/ULB/ RSM/591/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of RCC slab over Existing drain from yugipara road connector to Harisava at Ward No- 18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 167, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,58,374.27
WBMAD/ULB/ RSM/590/25-26 Dated 26.09.2025	Construction bof covered surface drain from H/O Prosanta Chakraborty towards connector of M.N Roy Road In Ward No- 18 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 167, Proposal SL No- 3, within 147 Sonarpur Dakshin	Rs. 2,74,730.41
WBMAD/ULB/ RSM/589/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of existing brick pavement to concrete Road from H/O Sandip Banerjee towards H/O Dipak via H/O Anita Bhambhacharya in Ward No- 18, Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 167, Proposal SL No- 4, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,45,289.52

Bid Submission end date: **06.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in** **Sd/- E.O., Rajpur-Sonarpur Municipality**

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/593/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation OF CONCRETE ROAD From Jaharlal Chakraborty House to Ajit Kar House In ward No-19 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station-161,Proposal SL No:-1 , within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,94,159.19
WBMAD/ULB/ RSM/594/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation OF CONCRETE ROAD From Tutu Nath House to Rita Ghosh HOUSE In ward No - 19 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station-161,Proposal SL No:-2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,46,107.31
WBMAD/ULB/ RSM/595/25-26 Dated 26.09.2025	UPGRADATION OF CONCRETE ROAD From Tandra bhattachrya House to Chatterjee's House In ward No-19 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 161,Proposal SL No:-3 , within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,75,916.79
WBMAD/ULB/ RSM/596/25-26 Dated 26.09.2025	UPGRdTION OF COVERED SURFACE DRAIN FROM ASHIS CHOWFHURY HOUSE TO RAMCHANDRA GHOSH HOUSE In ward No - 18 Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station-161,Proposal SL No:-4 , within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,69,134.00

Bid Submission end date: **06.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/551/25-26 Dated 25-09-2025	Estimate for The Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 7/256) from Angan to Rina Roy's House at Booth No.-256 of Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 1,17,862.00
WBMAD/ULB/ RSM/550/25-26 Dated 25-09-2025	Estimate for The Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 5/256) from Opposite Side of Sanat Das's House to Sumit \Das's House at Booth No.-256 of Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,34,940.00
WBMAD/ULB/ RSM/549/25-26 Dated 25-09-2025	Estimate for The Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 2/256) from Dr. G.R.Das's House to Sibash Halder's House at Booth No.-256 of Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,34,940.00
WBMAD/ULB/ RSM/548/25-26 Dated 25-09-2025	Estimate for The Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 1/256) from Purba Para Shiv Mandir to Peyarabagan Road at Booth No.-256 of Ward No.-31 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 2,93,534.00
WBMAD/ULB/ RSM/532/25-26 Dated 25-09-2025	Construction of Proposed C.C. Road (marked as Sl. 4/301) beside Ground Indiana at Booth No.-301 of Ward No.-27 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 4,14,149.00

Bid Submission end date: **06.10.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/531/25-26 Dated 25.09.2025	Construction of Proposed concrete slab over existing surface High drain at New K.B Roy Garden at Booth No.-173 of Ward No.-29 Under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs.9,68,646.00
WBMAD/ULB/ RSM/533/25-26 Dated 25.09.2025	Construction of Proposed C.C. Road and Slab (marked as Sl. 1/174) from Roy Bari to Maity Bari at Booth No.-174 of Ward No.-29 under Rajpur - Sonarpur Municipality.	Rs. 9,80,181.00

Bid Submission end date: **06.10.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/602/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Concrete road from H/O Subrata Ganguly Towards H/O Bijoy Behera and H/O Sukumar Pramanik towards H/O Rathikanta Saha at Ward No- 21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 132, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,92,805.00
WBMAD/ULB/ RSM/603/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Concrete road from H/O Sannya Makhal Towards H/O Jopada & Manik Halder at Ward No- 21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 132, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,76,978.14
WBMAD/ULB/ RSM/605/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Concrete road from H/O Pandey Towards H/O Dinanath Prasad at Ward No- 21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 132, Proposal SL No- 3, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,45,323.51
WBMAD/ULB/ RSM/604/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Concrete road from H/O Swapan Raj Towards H/O Gour Purkait at Ward No- 21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 132, Proposal SL No- 4, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,65,414.20

Bid Submission end date: **06.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/602/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Concrete road from H/O Subrata Ganguly Towards H/O Bijoy Behera and H/O Sukumar Pramanik towards H/O Rathikanta Saha at Ward No- 21, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 132, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,92,805.47
WBMAD/ULB/ RSM/600/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Concrete Road from H/Oranjit Ghosh towards H/O Pravat Baidya at Ward No – 21 Under Rajpur Sonarpur Municipality Booth No:- 147 (Proposal Serial No - 2) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,17,654.43
WBMAD/ULB/ RSM/599/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Concrete Road from H/O Basudeb Sardar towards H/O Shyama Prasad Roy at Ward No - 21 Under Rajpur Sonarpur Municipality Booth No:- 147 (Proposal Serial No - 3) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,69,064.47
WBMAD/ULB/ RSM/598/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Concrete Road from H/Ogopal Dey's towards H/O Manashi Halder via H/O Pinky Dey at Ward - 21 Under Rajpur Sonarpur Municipality Booth No:- 147 (Proposal Serial No - 4) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,89,927.87
WBMAD/ULB/ RSM/597/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Concrete Road from H/O Bidesh Gharami towards H/O Bapi Tanti at Ward - 21 Under Rajpur Sonarpur Municipality Booth No:- 147 (Proposal Serial No - 5) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 41,673.23

Bid Submission end date: **06.10.2025 at 11-00 hrs**. For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

TENDER NOTICE

N.I.T No.	Name of Work	Estimated Amount
WBMAD/ULB/ RSM/563/25-26 Dated 26.09.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Dr. Nisit Mallick Nurshing Home's to Shymal Mondal in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 44 (Proposal Serial No.: 01), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,11,309.00
WBMAD/ULB/ RSM/564/25-26 Dated 26.09.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Dhritish Halder to Kamal Kanti Mondal in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 44 (Proposal Serial No.: 02), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,87,352.00
WBMAD/ULB/ RSM/565/25-26 Dated 26.09.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Biswajit Mitra to Tapas Mondal in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 44 (Proposal Serial No.: 03), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,15,117.00
WBMAD/ULB/ RSM/566/25-26 Dated 26.09.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Dr. Sachin Mondal to Sunil Mondal in Ward No.- 11, under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 44 (Proposal Serial No.: 05), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,27,014.00
WBMAD/ULB/ RSM/567/25-26 Dated 26.09.2025	Repair & Upgradation Work of Concrete Road from Nagen Mondal to Tapan Kundu in Ward No.- 11,under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.- 44 (Proposal Serial No.: 09), within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 1,39,772.00
WBMAD/ULB/ RSM/568/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of concrete Road from H/O Sipra Karmakar to Bina Barik near Bagher Danga in Ward - 25 Under Rajpur Sonarpur Municipality Booth No:- 121 (Proposal Serial No - 1) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,54,190.00
WBMAD/ULB/ RSM/569/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of concrete Road from H/O Khokan Sikder to Pradip Das in Ward - 25 Under Rajpur Sonarpur Municipality Booth No:- 121 (Proposal Serial No - 3) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,51,968.00
WBMAD/ULB/ RSM/570/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of concrete Road from H/O Sipra Karmakar to Bina Barik near Bagher Danga in Ward - 25 Under Rajpur Sonarpur Municipality Booth No:- 121 (Proposal Serial No - 1) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,47,652.00
WBMAD/ULB/ RSM/571/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of concrete Road from H/O Subhas Ghosh to Panchhu Mondal in Ward - 25 Under Rajpur Sonarpur Municipality Booth No:- 121 (Proposal Serial No - 4) within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 2,45,902.00
WBMAD/ULB/ RSM/572/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of drain from nath para maitri sangha to dwarir road in ward no-25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 122, Proposal SL No- 1, within 147 Sonarpur Dakshin	Rs. 4,43,225.00
WBMAD/ULB/ RSM/573/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of road near banana company goli in ward no-25 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 122, Proposal SL No- 2, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,21,815.00
WBMAD/ULB/ RSM/574/25-26 Dated 26.09.2025	Estimate for upgradation of concrete road from bhutor house to paschimpara to dwarir road In Ward No- 24 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 122, Proposal SL No- 3, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,39,769.00
WBMAD/ULB/ RSM/575/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Concrete road from Sujay Tarun Ghosh's House to Koushiki Gymnasium near Satish Apartment & Ranjit's House to Biplob's House Opposite Rabindra Bhawan in Ward no-17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-123(Proposal Serial No-1) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 3,27,332.00
WBMAD/ULB/ RSM/576/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Concrete road from Bhanu Rana's House Beside Pulak's House & Jhuka's House to Budhadev's House in Ward no-17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality, Booth No.-123(Proposal Serial No-2) Within 147, Sonarpur Dakshin A.C.	Rs. 4,06,523.00
WBMAD/ULB/ RSM/577/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of Drain near Kalir than to Aghore Sarani main Road In Ward No- 17, Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 123, Proposal SL No- 3, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 2,46,471.00
WBMAD/ULB/ RSM/606/25-26 Dated 26.09.2025	Upgradation of road from nirmal mondal house to dwarir road In Ward No- 24 Under Rajpur-Sonarpur Municipality,Project Name-A.P.A.S, Poling Station- 122, Proposal SL No- 4, within 147 Sonarpur Dakshin.	Rs. 1,74,620.00

Bid Submission end date: **04.10.2025 at 11-00 hrs.** For more information please visit **http://www.wbtenders.gov.in**

Sd/- E.O.,
Rajpur-Sonarpur Municipality

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং

একদিন চিত্রাঙ্গদা

আমি চিত্রাঙ্গদা,
আমি রাজেন্দ্রনন্দিনী...

ভারতের নারীদের শিক্ষা ও মুক্তিদানের অগ্রদূত

পণ্ডিতা রমাবাঈ

ড. বিমলকুমার শীট

উনবিংশ শতাব্দী সমাজ সংস্কারের অমৃতকাল। এ ক্ষেত্রে পুরুষদের ভূমিকা ছিল মুখ্য। ইতিহাস তাঁদের গুণগানে মুখর। নারীরা ছিল ব্রাত্য । কিন্তু সে সময় এমন কয়েকজন নারীর কথা পাই যারা সমাজ সংস্কারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ছিলেন। অসাধারণ ভাষাবিদ পণ্ডিতা রমাবাঈ (১৮৫৮-১৯২২) তেমনই ছিলেন একজন নারী। ভারত সরকার তাঁর কাজ এবং নিষ্ঠার স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৮৯ সালের ২৬ অক্টোবর একটি স্মারক ডাক টিকিত জারি করে। মুম্বাইয়ের একটি রাস্তা পণ্ডিতা রমাবাঈ মার্গ নামে পরিচিত। তিনি তাঁর সমগ্র জীবন জুড়ে শিক্ষা এবং আত্মউন্নতির মাধ্যমে নারীদের মুক্তির পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন। পণ্ডিতা রমাবাঈ ছিলেন ভারতীয় নারী প্রগতির একটি উল্কা। তাঁর মত খুব কম ব্যক্তিত্বই নারী মুক্তির এবং শিক্ষার পক্ষে এতটা দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই করেছেন। প্রকৃত অর্থেই তিনি ছিলেন এক অসাধারণ নারী, সংস্কারক, শিক্ষিকা ও ধর্মপ্রচারক ।

পণ্ডিতা রমাবাঈ ১৮৫৮ সালের ২৩ এপ্রিল মারাঠি ভাষী এক চিৎপাবন ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ছিলেন পণ্ডিত অনন্ত ডোংরে। ১০ বছর বয়সে রমাবাঈ ও তাঁর ভাই দুর্ভিক্ষের সময় অনাথ হয়ে যান এবং সংস্কৃত শিক্ষার জন্য ভারত ভ্রমণ করেন। কলকাতার তাঁর সংস্কৃতি-বাগ্মিতা দেখে পণ্ডিতগণ তাঁকে সরস্বতী উপাধিতে ভূষিত করেন। ব্রাহ্মধর্মী কেশবচন্দ্র সেন তাঁকে বেদের অনুলিপি প্রদান করেন। রমাবাঈ তা পড়ে উৎসাহিত হন। হান্টারও তাঁর কাজের প্রশংসা করেছেন।

রমাবাঈয়ের জীবন ছিল প্রকৃতই বৈচিত্রময় ও সংঘাতপূর্ণ। দাদার মৃত্যু পর নিঃসঙ্গ রমাবাঈ শ্রীহট্ট ভ্রমণকালে সেখানে এক তরুণ বাঙালি উকিল বিপিনবিহারী মেধবীকে বিয়ে করেন। প্রায় ষোল মাস পর তাঁর স্বামী কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান (১৮৮২)। তখন একমাত্র কন্যাকে বুকে জড়িয়ে মহারাষ্ট্রে ফিরে যান। প্রার্থনা সমাজের মহাদেব গোবিন্দ রানাডে, রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার ইত্যাদি সংস্কারক রমাবাঈকে যথেষ্ট সাহায্য করেন। এই সময়েই তিনি সামাজিক জীবনে প্রবেশ করে সংস্কারমূলক সমাজসেবায় মনোযোগ দেন। পুণেতে তিনি আগে স্থাপিত একটি নারী সংঘের ওপর ভর করে গড়ে তোলেন আর্য মহিলা সমাজ। এই সমাজের শাখা মহারাষ্ট্রের অন্যত্র ও খোলা হয়। সমাজের লক্ষ্য ছিল । ১. বাল্যবিবাহ বন্ধ করা ২. প্রথম স্ত্রী বেঁচে থাকা অবস্থায় দ্বিতীয় বিয়ে করতে চাওয়া পুরুষকে বাধা দান ৩. পরিত্যক্তা নারীকে সাহায্য করা ৪. স্ত্রী শিক্ষায় উৎসাহ প্রদান প্রভৃতি।

রক্ষণশীল পুরুষরা স্বভাবিকভাবে এই মহিলা সমাজসংস্কারককে ভালো চোখে দেখে নি। আর্য মহিলা সমাজের উদ্দেশ্য ছিল পুরুষের আধিপত্যকে উপড়ে ফেলা। এমন ঘটনার কথাও জানা যায় যেখানে নারীর হয়ে রমাবাঈ ভাষণ দেবার সময় রক্ষণশীল পুরুষরা চিৎকার চেচাঁমেচি করে তাঁর ভাষণ মাঝ পথে থামিয়ে দিয়ে ছিল। বিশেষ উল্লেখ্য যে সে সময় রবীন্দ্রনাথ পুণা-বাসকালে রমাবাঈয়ের বক্তিতা শুনতে যান এবং সেই সভা সম্পর্কে তিনি লিখেছেন ত্তরমাবাঈয়ের বক্তৃতাও খুব দীর্ঘ হতে পারত, কিন্তু এখানকার বর্গির উতপাতে তা আর হয়ে উঠল না। রমাবাঈ বলতে আরম্ভ করতেই তারা ভারি গোল করতে লাগল। শেষকালে বক্তৃতা অসম্পূর্ণ রেখে রমাবাঈকে বসে পড়তে হলদ। সামাজিক জীবনে প্রবেশ করা বিধবা রমাবাঈকে মহিলারাও পছন্দ করতেন না। প্রাচীনপন্থীর প্রাণকেন্দ্র পুনেতে রমাবাঈয়ের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠে ছিল। আর্য মহিলা সমাজের নারী কেন্দ্রিক আলোচনা পর্যালোচনার সন্দর্ভে 'কেশরী' পত্রিকার মন্তব্য স্মরণযোগ্য। পত্রিকার মতে নারী সম্বন্ধীয় সামাজিক কু-প্রথাগুলির উচ্ছেদ করার দায়িত্ব পুরুষের, নারীর নয়।

রমাবাঈয়ের বিয়েটা একাধিক অর্থে গতানুগতিক ছিল না। তাঁর বিয়েটি পরম্পরা সমর্থিত ছিল না। বিয়ের সময় রমাবাঈয়ের বয়স বাইশ। তাঁর স্বামী শূদ্রবর্ণের, স্বামী প্রকৃত অর্থে হিন্দু নয়, তাঁর স্বামী মারাঠী নয়, বাঙালি, তাঁদের বিয়েতে পরম্পরাগত হিন্দু আনুষ্ঠানিকতা পালন করা হয় নি। রমাবাঈ তাঁর এই ব্যতিক্রমী বিয়ের প্রসঙ্গে আত্মজীবনীমূলক লেখায় বলেছেন 'It was against the Hindu religion for me– being a Brahmin– to marry a shudra– but neither my husband nor I believed in the Hindu religion– so we were married under the civil marriage Act' শৈশব থেকেই রমাবাঈ এক আধ্যাত্মিক পরিবেশে পালিত হন। তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষুধা ছিল গভীর এবং সুতীব্র কলকাতায় থাকার সময়ে তিনি ব্রাহ্মধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ব্রাহ্ম নেতাদের উৎসাহে তিনি কলকাতার নারী স্বাধীনতা সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়ে সুনামও অর্জন করেন। তা সত্ত্বেও ব্রাহ্মধর্ম তাঁর আধ্যাত্মিক ক্ষুধা নিবৃত্ত করতে পারল না। স্বাভাবিকভাবেই রমাবাঈর মন খ্রিস্টধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। ১৮৮৩ সালে তিনি ইংলণ্ডে গিয়ে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। এই ঘটনা মহারাষ্ট্রের শিক্ষিত সমাজে ভীষণ আলোড়নের সৃষ্টি করে ছিল। পুণের রক্ষনশীল পরিবেশের চাপ ও হুমকি থেকে মুক্ত হয়ে তাঁর চিন্তাধারায় আসে পরিবর্তন। তাঁর মনোভাবের আমূল রূপান্তরের সবচেয়ে বিশ্বাস যোগ্য দলিল 'The High Caste Hindu Women', যা নারীবাদী সাহিত্যের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। রমাবাঈ লিখেছেন যে — হিন্দু পরিবারে মাকে উচ্চ মর্যাদা দেওয়া হয় যদিও নারীর স্বভাব সম্পর্কে শাস্ত্রকার তথা হিন্দু সমাজের ধারনা ভালো নয়। প্রমাণ হিসাবে তিনি মনুসংহিতা থেকে কয়েকটি শ্লোক উদ্ধৃত্ করেছেন। হিন্দু সমাজে যে কন্যা সন্তান সমাদৃত নয় সেই বিষয়েও তিনি বইটিতে শাস্ত্রের বচন উদ্ধৃত করে লিখেছেন। বহু আগেই তিনি বলেছেন যে কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার ভয়ে ভারতের মাতারা যেভাবে উদ্বেগে পীড়িত হয় তাঁর দৃষ্টান্ত পৃথিবীর আর কোথাও দেখা যায় না।

ধর্মান্তরিত হওয়ার কয়েক বছরের পর রমাবাঈ ভারতবর্ষে ফিরে আসেন। আমেরিকায় প্রায় আড়াই বছর থেকে ভারতের উচ্চবর্ণ বিধবার জন্য তাঁর প্রস্তাবিত আশ্রয় গৃহের কার্যসূচি সম্পর্কে প্রচার চালায়। এই প্রচারের ফলে The Ramabai Association of Boston ১৮৮৭ সালে গঠিত হয়। প্রতিষ্ঠানটি ভারতের বাল বিধবাদের ধর্ম-নিরপেক্ষ শিক্ষা দেবার জন্য রমাবাঈকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ভারতে এসে রমাবাঈ মুম্বাইতে উচ্চবর্ণ বিধবার জন্য 'সারদা সদন' নামের আশ্রয় গৃহ স্থাপন করেন। পরের বছর তা পুনেতে স্থানান্তরিত হয়। সারদা সদনের সঙ্গে খ্রিস্টান মহিলা, যৌনভাবে নির্যাতিতা নারী ও অবিবাহিতা গর্ভবতী মহিলার দায়িত্ব এই তিনটি শাখা যোগ দেয়।

ভারতে খ্রিস্টান রমাবাঈ হিন্দু বিধবাদের হিতের জন্য সেবা কাজে মনোনিবেশ করলে সংস্কারক রানাডে, ভাণ্ডারকার খুশি হলেন। কেবল মৌখিক সমর্থন নয় তাঁরা 'সারদা সদনের' উপদেষ্টা মণ্ডলীর সভ্য হলেন এবং তারা বললেন যেহেতু রমাবাঈর প্রতিষ্ঠানে হিন্দু নারীকে কোনো ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হবে না। তাই তাঁর মুরব্বি খ্রিস্টান হলেও কোনো ক্ষতি নেই। অবশ্য তিলকের 'কেশরীতে' লেখা হয় যে একজন খ্রিস্টান মহিলাকে হিন্দু নারীরা শিক্ষার দায়িত্ব দেওয়াটা ঠিক হয় নি। তবে দু-বছর পরেই সারদা সদনে ধর্মান্তকরণের প্রক্রিয়া চালানো হয় বলে অভিযোগ উত্থাপিত হয় । এই অভিযোগের মধ্যেই সংস্কারকেরা রমাবাঈয়ের প্রতিষ্ঠানের উপদেষ্টা মণ্ডলীর সদস্য পদ ত্যাগ করেন।

কেবল সামাজিক ক্ষেত্রে নয় রাজনীতির অঙ্গনেও রমাবাঈকে দেখা গেছে। ১৮৮৯ সালে বোম্বেতে স্যার উইলিয়াম ওয়েডারবার্ণ এর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে রমাবাঈয়ের যোগদানের কথা জানা যায়। শুধু যোগদান নয় অধিবেশনে তিনি দু-হাজার শ্রোতার সামনে ভাষণও দান করেন। পুরুষকে উদ্দেশ্য করে রমাবাঈ বলেছিলেন যে তাঁর কণ্ঠস্বর সাধারণ, কিন্তু তাতে অবাক হওয়ার মতো কিছু নেই, 'for you have never given a women the Chance to make her voice strong.' উল্লেখ্য যে মহাদেব গোবিন্দ রানাডের মতো সংস্কারকও মহিলার রাজনীতিতে ভাগ নেওয়াকে পছন্দ করতেন না। সেকালে পুরুষের বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা বা সংস্কার আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করার অধিকার কেবল পুরুষেরই আছে। সংস্কারের মাধ্যমে নারীর সমস্যা দূর করার দায়িত্ব কেবল পুরুষেরই 'কেশরী'র এই মনোভাবের বিরুদ্ধে পণ্ডিতা রমাবাঈ ছিলেন মূর্ত প্রতিবাদ।

শুধু কংগ্রেস অধিবেশনে ভাষণ নয় কয়েকদিন পরে রমাবাঈ National Social Conference এর সভায় বাল বিধবার দুরবস্থার বিষয়ে নিজের বলিষ্ঠ বক্তব্য তুলে ধরেন। বিধবাদের মাথা ন্যাড়া করে ফেলার একটি অমানুষিক নিয়ম সেকালের মহারাষ্ট্রীয় উচ্চবর্ণের সমাজের প্রচলিত ছিল (বাংলায়ও কোথাও কোথাও বিধবাদের মাথা ন্যাড়া হতে দেখা যায়)। সংস্কারকদের সভায় রমাবাঈ বলেন যে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা কী করবে না করবে সেই সিদ্ধান্ত তাঁদেরই নেবার দায়িত্ব দেওয়া উচিত। ভাষণ প্রসঙ্গে তিনি পুরুষদের কাছ থেকে একটা কথা জানতে চান পত্নীর মৃত্যুর পরে তাঁদের কেউ কি মাথা ন্যাড়া করতে রাজি আছেন? জাতীয়তাবাদীদের বাক স্বাধীনতার স্বপক্ষে তুলে ধরা যুক্তির আধারেই তিনি নারীর জন্যও স্বাধীনতার দাবি করেন।

ভাইসরয় লর্ড রিপনের (১৮৮০-১৮৮৪) আমলে ভারতের ঔপনিবেশিক সরকার ১৮৮২ সালে শিক্ষার তদন্তের জন্য হাণ্টার কমিশন গঠন করে ছিল। কমিশনের সামনে সাক্ষ্য দেবার সময় স্ত্রী শিক্ষার ওপর রমাবাঈকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে দেখা যায়। কমিশনকে তিনি বলেন যে চিকিৎসক এবং শিক্ষায়িত্রী হওয়ার জন্য মহিলাকে প্রশিক্ষণ দেওয়া উচিত। যাতে তারা অন্যান্য মহিলাকে সাহায্য করতে পারে। এই পরামর্শের দ্বারা তিনি নারীর অর্থনৈতিক স্বাবলম্বী হওয়ার পথটা সুগম করতে চেয়ে ছিলেন। রক্ষণশীল শিবির রমাবাঈয়ের কমিশনের সামনে স্ত্রী শিক্ষার বিষয়ে দেওয়া পরামর্শগুলি পছন্দ করেন নি। বিশেষ উল্লেখ্য যে, সমাজের কুপ্রথাগুলিকে সমালোচনা করার সঙ্গে রমাবাঈ ব্রিটিশ শাসনের অনিষ্টকর আর্থ সামাজিক পরিণতির দিকেও চোখ রেখেছিলেন। ধর্মান্তরিত হয়ে তিনি ব্রিটিশের অন্ধ স্তাবকে রূপান্তরিত হন নি। তিনি স্পষ্টভাবে বলেছিলেন যে বিশপের প্রতিটি নির্দেশ তিনি ঈশ্বরের আদেশ বলে মানেন না। স্বাধীনচেতা রমাবাঈয়ের বিচারে তাঁর নিজের বুদ্ধি এবং বিবেকের গুরুত্ব সবচেয়ে বেশি । একবার মিশনারিরা নিম্নজাতের ধর্মান্তরিত একটি মেয়েকে শিক্ষার জন্য ইংলণ্ডে পাঠাতে রাজি না হওয়ায় রমাবাঈ ক্ষোভের সঙ্গে বলে ছিলেন, 'Perhaps– the humblest shoe maker is greater in his (God's) sight than a proud Brahmin.' পণ্ডিতা রমাবাঈ কেবল তাঁর সময়ের ফসল ছিলেন না, বরং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য পথ আলোকিতা করার একটি আলোকবর্তিকা ছিলেন, যা ক্রমাগত প্রশ্ন করার, শেখার এবং উন্নত বিশ্বের জন্য বিকশিত হওয়ার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছিল।

একেবারে 'মাস্ট'; উত্তরের এই সব পুজো

আহিরীটোলায় থিমের সঙ্গে নজরে চাঁদমালা

শুভাশিস বিশ্বাস

প্যান্ডেল হপিংয়ে থাকতেই হবে উত্তর কলকাতার বেশ কয়েকটি পুজো মণ্ডপ। এই তালিকায় কোনওভাবেই বাদ পড়ে আহিরীটোলা সর্বজনীন। সাবেকি পুজো পেরিয়ে থিমের ছোঁয়া, পাল্টে যাওয়া সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দশকের পর দশক ধরে পুজো করে গিয়েছে আহিরীটোলা সর্বজনীন। এ বারও তার অন্যথা হয়নি। এবারে পুজোর থিম প্রকৃতির রহস্য বোঝার চেষ্টা। পুরাণ, লোক বিশ্বাস, বিজ্ঞান, প্রকৃতি সব যেখানে একাকার হয়ে যায়, সেই বিন্দু ছোঁয়ার চেষ্টায় আহিরীটোলা সর্বজনীন। কী ভাবে প্রাণ ফুটে ওঠে, কী ভাবে গাছ জন্মায়, কী ভাবে এগিয়ে চলে সভ্যতা, এমনই সব নানা রহস্য এবং তাকে ঘিরে বহু প্রশ্ন ফুটে উঠছে শিল্পীর ভাবনায়। এ বার আহিরীটোলা সর্বজনীনের থিম- প্রবাহ। এ

বার ৮৬তম বছরে পড়েছে এই পুজো। এ বছর এই পুজোর শিল্পী অনির্বাণ দাস। আহিরীটোলা সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির চিফ কন্ট্রোলার শমীক কুমার সাহা জানাচ্ছেন, যন্ত্র, মন্ত্র ও তন্ত্রের মধ্যে নিহিত দর্শনের খোঁজ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মণ্ডপ সজ্জায়। পুজো মণ্ডপের অন্দরসজ্জাও নজরকাড়া।বিভিন্ন ধরনের প্রতিমা থাকছে মণ্ডপের অন্দরে। সঙ্গে থাকছে আলো-আঁধারির শৈল্পিক ছোঁয়া। আর এবারের বাড়তি আকর্ষণ উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংকের তরফ থেকে ৩৫ ফুট উঁচু ও ১০ ফুট চওড়া একটি বড় চাঁদমালা। এই চাঁদমালা প্যান্ডেলের নিঃসন্দেহে বাড়তি এক আকর্ষণ। পুজো উদ্যোক্তারা জানাচ্ছেন, প্রতিদিন এখানে প্রায় ২০ থেকে ২৫ লাখ মানুষ আসে। ফলে সব মিলিয়ে উৎসব ও শিল্প মিলে মিশে একাকার আহিরিটোলা সর্বজনীনে। এই চাঁদমালার বাইরের দিকে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী শোলার কাজ। ভিতরে রয়েছে উজ্জীবনের লোগো।

হাতিবাগান সর্বজনীনে নতুন দেখার প্রতিশ্রুতি

হাতিবাগান সর্বজনীনে এক ফরাসি শিল্পীর চোখে দেখবেন কলকাতার গঙ্গার পাড়। খুব সত্যি বলতে এবার হাতিবাগান সর্বজনীন দর্শনার্থীদের প্রত্যাশায় যোগ করেছে এক ভিন্ন মাত্রা। ৯১তম বছরে তাদের থিম; 'অথঃ ঘাট কথা'। শহরের গঙ্গার ঘাট, যেগুলি এক দিন ছিল আড্ডার আসর, নাটকের মহড়া, কুস্তির মঞ্চ কিংবা পুজো-পার্বণের কেন্দ্র; আজ সেগুলি সময়ের ধুলোয় প্রায় বিস্মৃত। সেই ভুলে যাওয়া গল্পই এ বার ফিরে আসছে পুজোর মণ্ডপে। থমাস হেনরিয়ট, ফরাসি এই শিল্পী আমাদের এই ঘাটগুলির পুরোনো গৌরব ফিরিয়ে আনতে চেয়েছেন। জিয়াং অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টস-এর এই প্রাক্তনীর ছবি স্থান পেয়েছে প্যারিস আর্ট ফেস্টিভ্যালে। সেই তিনিই এ বার হাতিবাগানের মণ্ডপের জন্য হাতে এঁকেছেন ২২ ফুট বাই ৪ ফুটের ক্যানভাস। সেখানে ২০,০০০ সোনালি সুতোয় ফুটিয়ে তুলেছেন গঙ্গা পাড়ের জীবনের এক নিখুঁত ছবি। এই কাজ করতে তিনি শুধু তুলি আর সুতো নয়, সঙ্গে নিয়ে এসেছেন এক অন্য রকম অনুভূতি। সেই অনুভূতির প্রকাশ দেখতে, শিল্পীর সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন বাংলার ঘরের ছেলে তাপস দত্ত এবং পরিমল পাল। তাঁদের সম্মিলিত প্রয়াস একাকার হয়ে গেছে বাঙালির আবেগ আর ফরাসি শিল্পের মিশেলে। মুম্বই বা বারাণসীর ঘাটের মতো কলকাতার ঘাটগুলোও একদিন ছিল প্রাণবন্ত, সচল। বর্তমান প্রজন্ম এই ঘাটগুলির আসল রূপ দেখেনি। ফলে ঘাটগুলি তাদের কাছে কেবল ইতিহাসের পাতায় বা ছবির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। হাতিবাগানের এই থিম শুধু একটি পুজো মণ্ডপ নয়, বরং একটি জীবন্ত ক্যানভাস, যা এই প্রজন্মের কাছে তুলে ধরছে আমাদের শহরের পুরনো স্মৃতি। এই থিম যেন আমাদের আবারও মনে করিয়ে দেয় যে ঐতিহ্য আমরা হারাতে বসেছি, তাকে বাঁচিয়ে রাখা কতটা জরুরি। ফলে এবারের হাতিবাগান সর্বজনীনে মানুষ আসছেন শুধু দেবী দুর্গাকে দেখতে নয়, শিল্পীর অসাধারণ সৃষ্টিকেও চাক্ষুষ করতে।

সন্ধিপুজোয় আজও অটল কালো পাঁঠা বলির রীতি

স্মৃতিতে দত্তবাড়ির ৪০০ বছরের দুর্গাপুজো

নিজস্ব প্রতিবেদন: সময়টা যেন চারশো বছর আগেকার। বিদ্যুতের ঝলমলে আলো তখনও পৃথিবীতে আসেনি। অন্ধকার গ্রাম-গঞ্জ আলোকিত হতো প্রদীপের কাঁপা কাঁপা শিখায়, চারপাশ ভরে থাকত ধূপ-ধুনোর গন্ধে। সেই আলো-আঁধারির পরিবেশেই সূচনা হয়েছিল বর্ধমান জেলার দত্তবাড়ির দুর্গোৎসবের। আজও সেই আবহ অটুট। নিয়ম-নিষ্ঠা, শাস্ত্রসম্মত আচার এবং পরিবারের একান্ত আবেগে টিকে আছে এই চারশো বছরের ঐতিহ্য।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের দেওয়ান ভবানীচরণ দত্ত প্রথমবার অষ্টধাতুর দুর্গামূর্তি, কষ্ঠী পাথরের কৃষ্ণমূর্তি এবং অষ্টধাতুর রাধামূর্তি প্রতিষ্ঠা করে এই বাড়িতে দুর্গাপুজোর সূচনা করেন। দেবসেবার জন্য সে সময় প্রায় ৫০০ বিঘা জমি দান করা হয়েছিল। সেই ভিত্তিতেই নিত্যসেবার ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। আজও প্রতিদিন দেবীর জন্য ভোগ সাজানো হয়; বিশেষ করে বিকেলে নারকেল সন্দেশ নিবেদন করার রীতি অটুট।

সপ্তমীতে নবপত্রিকার প্রবেশের পর দেবীকে নিয়ে যাওয়া হয় নাটমন্দিরে। ধূপকাঠির ধোঁয়া আর প্রদীপশিখার ঝলকানিতে মুখরিত হয় আঙিনা। সবচেয়ে আলোড়ন জাগায় সন্ধিপুজো, যেখানে এখনও চলে কালো পাঁঠা বলির প্রথা। মন্ত্রোচ্চারণ আর ঢাকের গর্জনের মধ্যে সেই আচার যেন সবাইকে নিয়ে যায় বহু পুরনো সময়ে। পরিবারের সদস্য স্বরূপ দত্ত জানান, 'পুজোর সব দিন দেবীকে ভোগ নিবেদন করা হয়। তিনদিন পাঁঠা বলি দেওয়া হয়, যার মধ্যে সন্ধিপুজোতে কালো পাঁঠা বলি দেওয়া হয়। বিকালে ঘিয়ের লুচি ও নারকেল সন্দেশ মাকে অর্পণ করা হয়।' প্রায় সত্তর বছর আগে একবার প্রতিমা চুরি হয়ে যায়। পরে বেনারস থেকে নতুন মূর্তি আনা হয়। তবে উৎসব থেমে থাকেনি। বরং আরও দৃঢ় হয়েছে পারিবারিক এই পুজোর শিকড়। দশমীতে পরিবারের সদস্যরা আত্মীয়-স্বজন মিলে সিঁদুরখেলা ও কাদামাটি খেলে বিদায় জানান দেবীকে, তারপর হয় প্রতিমা বিসর্জন। যাঁরা কর্মসূত্রে দূরে থাকেন, তাঁরাও এ সময় বাড়ি ফিরে আসেন। এই পুজো ঘিরে দত্ত পরিবারের প্রাচীন ঐতিহ্য আরও নানা বিশ্বাসে ভরপুর। শতবর্ষ প্রাচীন মনষা গাছ রয়েছে, যা প্রত্যেক সংক্রান্তিতে পূজিত হয়। পাশাপাশি নারায়ণশিলা, সূর্যদেব ও মহাদেবের পূজার রীতিও চলে আসছে যুগের পর যুগ ধরে

পুজোর নানা তথ্য জানিয়েছেন পরিবারের সেবাইতরা; সনৎ কুমার দত্ত, নব কুমার দত্ত, গোপীনাথ দত্ত, তপন কুমার দত্ত, সজল কুমার দত্ত ও স্বপন দত্ত। বর্তমানে পরবর্তী প্রজন্মের হাতে এসেছে এই ঐতিহ্যের ভার। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন সঞ্জীব দত্ত, অমিত প্রকাশ দত্ত, সৌমেন দত্ত, সৌরভ দত্ত, রূপালি দত্ত, কৌশিক ঘোষ, সুদীপ ভট্টাচার্য্য, মহুয়া ভট্টাচার্য্য ও ধ্রুব ভট্টাচার্য্য প্রমুখ।

চারশো বছরের টানা ধারাবাহিকতায় দত্তবাড়ির দুর্গোৎসব আজও স্থানীয় মানুষকে ফিরিয়ে নিয়ে যায় প্রদীপের আলোয় ভেসে থাকা সেই প্রথম দিনের আবহে। বংশ পরম্পরায় কার্তিক চক্রবর্তী ও বাবু চক্রবর্তী পালা করে নিত্য সেবা করেন।